ভারতবর্ষের ইতিহাস।

—০০০—

অতি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত।

—sss—

শ্রীনীলমণি বসাক

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

—sss—

প্রথম ভাগ।

হিন্দু সাম্রাজ্য কাল।

কলিকাতা

বাহির মৃজাপুর

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিঅব্দ ৪৯৫৮। শকাব্দাঃ ১৭৭৯। বঙ্গাব্দাঃ ১২৬৪।

হিজ্রী ১২৭৪। ইংরাজী ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই এক খান পুস্তক দেখা যায় তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস যে কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তি বোধ হয় না। অধিকন্তু এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত নহে, এই জন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পাঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভাল মন্দ কিছুই জানিতে পারেনা, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এ দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি মিথ্যা, এবং হিন্দুরা পূর্ব্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন। অপর বালকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।

আমি আশা করিয়াছিলাম এই সকল দোষ পরিহার জন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত লিখিবেন,

তাহা হইলে এই দেশের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা সকলে প্রকৃতরূপ জানিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয়ে কাহার সন্দেহ বা দ্বেষ থাকিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহা এপর্য্যন্ত লিখিলেন না। অতএব আমি এই কর্ম্মে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইহাতে আমার যেমন যেমন মানস ছিল তাহা সকল পূর্ণ হইল না, যেহেতু আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় নাই, যাহা আছে তাহা অসম্পূর্ণ ও অসত্য গল্প মিশ্রিত, অধিকন্তু তাহা কালসমন্বয়িক বা ধারাবাহিক নহে। এই সকল বিষয়ের বিরোধ সমন্বয় ও তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া লেখা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। অতএব পূর্ব্বকালের সকল হিন্দু রাজ্যের বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না, কেবল কয়েকটী প্রধান ২ রাজ্যের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম।

তদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে হিন্দুরা কিপ্রকার ছিলেন, কোন্ কোন্ স্থানে রাজ্য ও বসতি করিয়াছিলেন, কিপ্রকার রাজ্য শাসন ও বিচারাদি করিতেন, কি প্রকার চলিতেন, কোন্ কোন্ ধর্ম্ম মানিতেন, কি কি বিদ্যা অভ্যাস করিতেন, কোন্ কোন্ শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, ইত্যাদি যে সকল বিবরণ সঙ্কলন করিতে পারিলাম তাহা লিখিলাম। ইহাতে পাঠক মহাশয়েরা দেখিবেন, ভারতবর্ষ কেবল প্রাচীন রাজ্য এমত নহে, এই দেশস্থ লোকেরা অতি

প্রাচীন কালাবধি সভ্যাগ্রগণ্য, এই স্থানের বিদ্যাতে অনেক স্থান উজ্জ্বল হইয়াছে, এই স্থানের লোকের দ্বারা পৃথিবীর অনেক স্থান বসত হইয়াছে, এবং এই স্থানের ধনে অনেক স্থান অদৈন্য হইয়াছে।

মুসলমানদিগের অধিকার অবধি ভারতবর্ষের যে সকল বৃত্তান্ত পাওযা গেল, তাহা অসম্পূর্ণ বা অসত্য গল্প মিশ্রিত নহে। এই বিবরণ বাহুল্য রূপে লিখিয়াছি। ইহা দ্বিতীয় ভাগে আরম্ভ হইবে।

এই সকল বিবরণ সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী ও পারসী অনেক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বিবরণ স্থলে ঐ সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতে হইলে অনর্থক স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়, এই জন্য সকল স্থানে তাহা লেখা যায় নাই। কিন্তু কোন কোন পাঠক বিবরণের মূলানুসন্ধান করিতে পারেন, অতএব লেখা যাইতেছে, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, আসিয়াটিক রিসার্চ, ওযার্ড সাহেবের হিন্দু বৃত্তান্ত, ও এল্‌ফিনিষ্টন, মরে, কিট্‌লী ও ইষ্টুয়ার্ট সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস, এবং ফেরেস্তার লিখিত পারসী গ্রন্থ হইতে এই সকল বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল।

এই স্থলে আর একটী কথাও লেখা কর্ত্তব্য, প্রথম খণ্ডে ধর্ম্ম বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা কাদম্বরী-

লেখক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন, এবং বিদ্যা বিষয়ক প্রস্তাব বর্দ্ধমান প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

শ্রী নীলমণি বসাক।

১ বৈশাখ।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রী ২৫০ 2

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিদ্যা।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতবর্ষে কি প্রকারে লোক বসতি হয়, ও হিন্দু-সন্তানেরা কোথায় কোথায় গমন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রধান ২ রাজ্যের বিবরণ।

আর্য্যাবর্ত্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

দাক্ষিণাত্যের বিবরণ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব।

এই ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, এবং ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে কাহার সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু কত কাল ইহা বর্ত্তমান তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এই ভারতবর্ষ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ বিদ্যমান আছে।

এই চারি যুগের পরিমাণ এতদ্দেশীয় জ্যোতিষ-গণনামূলক, তাহা এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে—মনুষ্যের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিবারাত্র, এবং ৩৬০ দৈব দিবারাত্রে এক দৈব বৎসর। ইহার ৪০০০ বৎসরে সত্য, ৩০০০ বৎসরে ত্রেতা, ২০০০ বৎসরে দ্বাপর, এবং ১০০০ বৎসরে কলি। এতদ্ভিন্ন প্রতিযুগের প্রথমে যুগপরিমাণের দশমাংশ, ও অন্তে দশমাংশ যুগসন্ধ্যা। উক্ত গণনানুসারে সত্য যুগের পরিমাণ ৪৮০০ বৎসর, ত্রেতা যুগের

পরিমাণ ৩৬০০ বৎসর, দ্বাপর ২৪০০ বৎসর, এবং কলি ১২০০ বৎসর। সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০০ দৈব বৎসর। এই ১২০০০ বৎসরে এক মহাযুগ, (ইহার দশ ভাগের এক ভাগ কলি, দুই ভাগ দ্বাপর, তিন ভাগ ত্রেতা এবং চারি ভাগ সত্য।) ১২০০০ দৈব বৎসরে ৪৩,২০,০০০ মানব বৎসর, অর্থাৎ সত্যযুগ ১৭,২৮০০০ বৎসর, ত্রেতা যুগ ১২,৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপর ৮,৬৪০০০ বৎসর, এবং কলিযুগ ৪,৩২০০০ বৎসর। হিন্দু জ্যোতিষ গণনা মতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ গত হইয়াছে, এবং কলিযুগের ৪,৩২০০০ বৎসরের মধ্যে (১৭৭৮ শকে) ৪,৯৫৭ বৎসর গত হইয়াছে, ৪,২৭,০৪৩ বৎসর অবশিষ্ট আছে।

এই কথা হঠাৎ অসম্ভব বোধ হয়, বস্তুতঃ পৃথিবীর আয়ুর বিষয়ে আমরা কোন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু আমেরিকা মহাদ্বীপে নিউ আরলিন্স নামক স্থানে খনি খনন করিতে২ এক কঙ্কাল, অর্থাৎ মনুষ্যের অস্থিময় শরীর, পাওয়া গিযাছে। ঐ কঙ্কাল যে স্তরে নিহিত ছিল তাহার উৎপত্তির কাল গণনা করিয়া ভূতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন ৫৭০০০ বৎসর অপেক্ষাও অধিক পূর্ব্বে ঐ স্থানে মনুষ্যের বাস ছিল। ইহাতে বোধ হয় ইহারও পূর্ব্বে পৃথিবীতে মনুষ্য ছিল। অতএব পৃথিবী কত কাল সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না।

খৃষ্টিয় মতে যে সময়ে পৃথিবী জলমগ্ন হয়, হিন্দু মতে তাহার কিঞ্চিৎ পর হইতে কলিযুগ আরম্ভ। এই যুগের যে অব্দ চলিয়া আসিতেছে, তদ্দারা নিশ্চয় জানা যাইতেছে ৪৯৫৭ বৎসর এই ভারতবর্ষ হিন্দুদিগের কর্ম্মভূমিরূপে বর্ত্তমান আছে। ইহার বহু পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা জাতীয় মনুষ্য বাস করিতেছে, ইহা হিন্দুশাস্ত্র দ্বারা জানা যায়। কিন্তু সময় নিরূপণ করা কঠিন, এজন্য তদ্বিষয়ে কোন তর্কের আবশ্যকতা নাই।

ভারতবর্ষের আদিপুরুষ।

কোন ২ ইউরোপীয় গ্রন্থকার লেখেন প্রথমতঃ সাইথিয়া হইতে এ দেশে লোকের সমাগম হয়, এবং তাহারা এই ভারতবর্ষের আদি পুরুষ, অর্থাৎ তাহাদিগের দ্বারা হিন্দুবংশ উৎপত্তি হইয়াছে। এই কথার মূল বোধ হয় এই হইবেক—পুরাণাদি প্রমাণে উপলব্ধি হইতেছে, পৃথিবীপতি প্রিয়ব্রত রাজা জম্বুদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। অগ্নীধ্র প্রভৃতি তাঁহার পুত্রেরা হিমালয়ের উত্তর অন্য ২ বর্ষে বাস করিতেন। পরে নাভি নামে অগ্নীধ্রের এক সন্তান হিমাহ্ব বর্ষের রাজা হয়েন। সেই হিমাহ্বের পরে ভারতবর্ষ নাম হয়। ইহাও দেখা যায়, নাভির পুত্র ঋষভদেব সুমেরুর নিকটস্থ ইলাবৃত প্রভৃতি বর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, তৎপরে ভরতের ভারতবর্ষে

রাজ্য হয়। এই কারণে প্রথমতঃ হিন্দু রাজাদিগের হিমালয়ের উত্তরে বাস ছিল বোধ হইতেছে। অধিকন্তু সাইথিয়া হইতে লোক আগমনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ দেশে পূর্ব্বকালে যে সকল মনুষ্য বাস করিত তাহাদের আকার প্রকার কতক এই দেশের পূর্ব্বতন লোকেব ন্যায ছিল। কিন্তু এই সকল কথা দ্বারা এ বিষয়ের নিশ্চয় কোন মীমাংসা হইতে পারে না। সাইথিয়া হইতে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ দিগের এ দেশে আসিবার কথা আনুমানিক মাত্র। শুদ্ধ আকার প্রকারের সাদৃশ্য জন্য তত্রত্য লোকদিগকে এই দেশের আদি পুরুষ বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

কোন ২ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাও অনুমান করেন এ দেশের আদি নিবাসী শূদ্র, ব্রাহ্মণেরা ইরাণ বাসী, তাঁহারা তথা হইতে এ দেশে আসিয়া শূদ্রদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া এ দেশ অধিকার করিযাছেন। এ কথাও আনুমানিক মাত্র, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই দেশে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ চিরকাল বাস করিতেছে, ইহা ভূরি ভূরি গ্রন্থে প্রকাশ আছে। বরং ভারতবর্ষের লোকেরা পৃথিবীর অন্য অন্য খণ্ডে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের বংশীয়েরা যবন প্রভৃতি অন্য অন্য জাতি হইয়াছে, ইহার অনেক প্রমাণ আছে, তাহা ক্রমে দেখা যাইবে।

আক্ষেপের বিষয় এই, এই রাজ্যের পুরাবৃত্ত অপ্রাপ্য। পুরাণাদি গ্রন্থে যে সকল প্রাচীন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহা ধারাবাহিক বা কালসম্বন্ধিক নহে, এবং এই সকল বিবরণ রূপক বর্ণনাতে পরিপূর্ণ, অতএব পর্য্যায় ক্রমে সমুদয় বৃত্তান্ত পাওযা দুষ্কর। কিন্তু এতদ্দেশীয় লেখকেরা ধর্ম্ম, মনুষ্যের ব্যবহার ও ব্যবস্থা বিষযক যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারা এতদ্দেশের প্রাচীন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জানা যায়। ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে বেদই সর্ব্বপ্রধান। এই বেদ বহুকালাবধি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে বিজ্ঞান ও জ্ঞান শাস্ত্রে এদেশীয লোকেরা বহুকালাবধি পণ্ডিত ছিলেন। ইহা ভিন্ন মনুসংহিতা নামে আর এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন এবং মান্য, তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের ধর্ম্ম নীতি কর্ম্মকাণ্ড ও অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়।

ইউরোপীয় লেখকেরা এই দুই গ্রন্থকে অভিনব বলিয়া লিখিয়াছেন, অর্থাৎ বেদ খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে এবং মনুসংহিতা খৃষ্টাব্দের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই কথার সত্যাসত্য নিশ্চয় করা কঠিন। কিন্তু যদিও ইহা সত্য হয়, তথাপি এমত বিবেচনা করা যাইতে পারে না যে হিন্দুরা তৎকালেরই মনুষ্য তাহার পূর্ব্বে ছিলেন না। খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের যে উৎকৃষ্ট রীতি নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান ছিল

তাহা ঐ সময়ে একেবারে উৎকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহা অসম্ভব। বহুকালে ক্রমে২ ঐরূপ হইয়াছিল। কেননা মনুষ্যের সুনীতি ও সভ্যতা একেবারে হয় না, ক্রমে২ হইয়া থাকে। অতএব ঐ দুই গ্রন্থের অভিনবত্ব স্বীকার করিলেও, হিন্দুসন্তান দিগের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাঁহারা বহুকালাবধি বিদ্যমান, ইহা নানা প্রকারে প্রকাশ আছে, তাহা ক্রমে লেখা যাইতেছে।

হিন্দুজাতি।

মনুসংহিতা দ্বারা জানা যাইতেছে এতদ্দেশে প্রথমতঃ চারি মাত্র বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মনু লিখিয়াছেন এই চারি বর্ণ, ব্রহ্মার চারি অঙ্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা মুখ, ক্ষত্রিয়েরা বাহু, বৈশ্যেরা উরু, এবং শূদ্রেরা চরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এবং ইহাদের স্বতন্ত্র২ কর্ম্ম ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন যাজন, ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যপালন ও প্রজারক্ষণ, বৈশ্যেরা পশুপালন বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম, এবং শূদ্রেরা সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন।

ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি বর্ণ উৎপাদনের কথা রূপকের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিয়ত উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এই জন্য ব্রহ্মার উত্তম অঙ্গ মুখ হইতে

তাঁহাদিগের উৎপাদনের কল্পনা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য পালন ও যুদ্ধাদি ও আর২ বলের কর্ম্ম করিতেন, সেজন্য ব্রহ্মার বলিষ্ঠ অঙ্গ বাহু হইতে তাঁহাদের সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। বৈশ্যেরা বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের হেতু হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে উরূৎপন্ন কহা হইযাছে। এবং শূদ্রেরা দাসত্ব করিতেন, এই কারণ তাঁহারা চরণোৎপন্ন বলিযা গণ্য হইযাছেন।

কিন্তু মনুষ্যসকল প্রথমতঃ একবর্ণ ছিলেন, তাহার পরে স্ব স্ব ব্যবসায ভেদে বিশেষ বিশেষ বর্ণে বিভক্ত হইযাছেন, ইহা নানা গ্রন্থে প্রকাশ হইতেছে। মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে (১) এই ব্রহ্মময় জগতে বর্ণের কোন বিশেষ নাই, ব্রহ্মকর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্যসকল কর্ম্মদ্বারা বর্ণ ভেদ প্রাপ্ত হইযাছেন। কামভোগে প্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধী, সাহসপ্রিয়, রজোগুণবিশিষ্ট

---

(১) ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিযা লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

দ্বিজ সকল স্বধর্ম্মত্যক্ত প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় হইলেন। যে সকল দ্বিজ গাভি এবং কৃষি হইতে উপজীবিকা সংস্থান করিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেন, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন। হিংসা মিথ্যা ও কুক্রিয়া লুব্ধ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী অশুদ্ধচিত্ত যে সকল তমোগুণবিশিষ্ট দ্বিজ তাঁহারা শূদ্র হইলেন। ইত্যাদি প্রমাণে, কর্ম্মভেদে চারি বর্ণের সম্ভ্রমের তারতম্য হইয়াছিল এমত স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণবর্ণোদ্ভব হইলেই ব্রাহ্মণ হইতেন এমত নহে। মহাভারতে লিখিত আছে, সত্য দান ক্ষমা শীল সারল্য তপস্যা এবং করুণাবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ (১)। ঐ গ্রন্থের অপর স্থানে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক স্বাধ্যায়ে রত শুচি এবং কাম ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছেন সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ (২)। ঐ গ্রন্থে আরো লিখিত আছে, যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তি সমুদয় লোককে আত্মতুল্য দেখেন

---

(১) সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

(২) জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

এবং যিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়েন, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন (১)।

মনু লেখেন ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া যদি জ্ঞান ও ধর্ম্মের অধিকারী না হয়েন তবে তিনি ব্রাহ্মণযোগ্য সম্মান প্রাপ্ত হয়েন না।

মনু আরো লিখিযাছেন ব্রাহ্মণেরা স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনে অসমর্থ হইলে গ্রাম নগর রক্ষণাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করিবেন, যেহেতু সেই তাহার নিকটবর্ত্তী বৃত্তি, এবং স্বীয় বৃত্তি বা ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে কৃষি গোরক্ষণ প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য করিবেন। ক্ষত্রিয় আপন বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণে অসমর্থ হইলে বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। এবং বৈশ্য স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনে অশক্ত হইলে শূদ্রবৃত্তি করিবেন। শূদ্র দ্বিজসেবাতে অক্ষম হইলে শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন। ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে কর্ম্ম ভেদেই বর্ণ ভেদ হইযাছে।

ইহাও দেখা যাইতেছে এক এক বংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণের উৎপত্তি হইযাছে। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১ অধ্যায়ে লেখে বৈবস্বত মনুর পুত্র করুষ হইতে

---

(১) যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রত স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন হইলেন। নেদিষ্ঠ নামে মনুর আব এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইলেন। এবং পৃষধ্র নামে মনুর আর এক পুত্র গুরুর সম্পত্তি এক গাভিকে হনন করিয়াছিলেন এজন্য তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকার মনুর কোন পুত্র ক্ষত্রিয়, কোন পুত্র বৈশ্য, কোন পুত্র শূদ্র হইলেন, অবশিষ্ট পুত্রেরা ব্রাহ্মণ থাকিলেন।

মহাভারতীয় হরিবংশ ১১ অধ্যাযে লেখে নাভাগা-রিষ্টের যে দুই পুত্র বৈশ্য হইযাছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ৮ অধ্যায়ে লেখে সুনহোত্রের তিন পুত্র ছিলেন কাশ, লেশ, এবং গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, ইহার বংশে চারি বর্ণ উৎপন্ন হয়। বায়ুপুরাণে লেখে গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাঁহার পুত্র শৌনক, তাঁহার বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন হয। যাঁহারা বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দ্বিজ হইযাছিলেন। মহাভারতীয় হরিবংশ ২৯ অধ্যায়েও এই কথার প্রমাণ আছে। ঐ গ্রন্থে লেখে সুনহোত্রের তিন পরম ধার্ম্মিক পুত্র হয়েন, কাশ শল্য এবং গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্রেরা শৌনক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ৮ অধ্যায়ে লেখে ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণুহোত্র, তাঁহার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি,

তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের উদ্ভব হয়। মহাভারতীয় হরিবংশ ৩২ অধ্যায়ে এই কথার প্রমাণ আছে। ঐ গ্রন্থে লেখে বৎস হইতে বৎসভূমি, আর ভার্গ হইতে ভার্গভূমি জন্মে। ভার্গব বংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্র সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণে বিভক্ত হয়েন। এই প্রকার এক এক বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র চারি বর্ণ হইয়াছিলেন।

আরো, বর্ণানুসারে বর্ণভেদ না হইয়া গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণ ভেদ হইত।

মনু লেখেন (১) অনিন্দক যে শূদ্র সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের যে প্রকার আচার অনুষ্ঠান করে, তদ্রূপ অনিন্দিত হইয়া ইহকালে যশঃ ও পরকালে স্বর্গ লাভ করে। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ইতর হইতেও শুভ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন, অতি অন্ত্যজ জাতি হইতেও পরম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এবং দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবেন। শূদ্র ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয়েন, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র পদ

---

(১) যথা যথাহি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথা তথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥
শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতেতরাপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥

প্রাপ্ত হয়েন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানেরাও এই প্রকার ত্তম বা অধম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

মহাভারতীয় আনুশাসনিক পর্ব্বে লেখে শূদ্র শুভ কর্ম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন, এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয় হয়েন। এই সকল কর্ম্ম করিলে অতি হীন বংশোদ্ভব শূদ্রও আগমসম্পন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে অসচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ নানা জাতির অন্ন ভোজন করেন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র হয়েন। কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় যে শূদ্রসন্তান তিনি শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয় হয়েন। শূদ্রসন্তান যদি শুভ কর্ম্ম এবং উত্তম স্বভাব বিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ। উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ, এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়, শূদ্রও সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান, অতএব নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহার হৃদয়ে অবস্থিতি করেন তিনিই ব্রাহ্মণ (১)।

---

(১) এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোবাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।

এই প্রকার ক্ষত্রিয়েরাও শুভ কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন ইহার অনেক প্রমাণ আছে।

বিখ্যাত বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশীয় ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অপ্রতিরথ ক্ষত্রিয়, তাঁহার পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইযাছেন। মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়, তাঁহার তিন পুত্র এর্য্যারুণ পুষ্করিণ এবং কপি, এই তিন জনই পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইযাছিলেন, বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১৯ অধ্যায়ে ইহার প্রমাণআছে। ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রযু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সোম

ব্রাহ্মণ্যং সমমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্॥
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্ব্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥
ন যোনি নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীযতে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণোবা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥

মৈত্রায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। সেই হেতু তাঁহার বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হয়েন। মহাভারত হরিবংশ ৩২ অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বকালে এই প্রকার কর্ম্মভেদে বর্ণভেদ হইত, ব্রাহ্মণের সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ হইবেন শূদ্রের সন্তান হইলে শূদ্রই থাকিবেন এ প্রথা ছিল না, যে ব্যক্তি যে প্রকার কর্ম্ম করিতেন তিনি সেইপ্রকার মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। এক্ষণে এ প্রথা একেবারে উঠিযা গিযাছে, এবং কুলমর্য্যাদা পৈতৃক বিভবের ন্যায গণ্য হইযাছে, ব্রাহ্মণের পুত্র অতি দুষ্ক্রিযান্বিত হইলেও তিনি পূজনীয, ক্ষত্রিয় সন্তান ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করুন বা না করুন তিনি ক্ষত্রিয, এবং শূদ্র অতি সৎকর্ম্ম করিলেও হেয় হয়েন।

বর্ণসঙ্কর।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ভিন্ন ২ বর্ণের সহিত পরস্পর বিবাহ হইত, তাহাতে নানা জাতির উৎপত্তি হইযাছে। সমান বর্ণের সহিত বিবাহ হইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন পুত্র স্বীয বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। অন্য বর্ণে বিবাহ হইলে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিযের কন্যা, কিম্বা ক্ষত্রিয বৈশ্যের কন্যা, বা বৈশ্য শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিলে, তাহার গর্ব্ভজাত সন্তানেরা ভিন্ন জাতি হইতেন। অন্য প্রকারের বিবাহ হইলেও সন্তা-

নেরা অন্য জাতি প্রাপ্ত হইতেন, তাহার প্রমাণ—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে অম্বষ্ঠ নামক বর্ণের উৎপত্তি, ইহারা এ প্রদেশে বৈদ্য নামে খ্যাত। দেবল দ্বারা বৈশ্য-কন্যার গর্ব্ভে দৈবজ্ঞের জন্ম। বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণীর দ্বারা বৈদেহের জন্ম। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যা দ্বারা মাহিষ্যের জন্ম। বৈদেহের ঔরসে মাহিষ্য-কন্যার গর্ব্ভে কায়স্থের জন্ম (১)।

এই প্রকার ভিন্ন২ বর্ণের সহিত ভিন্ন২ বর্ণের বিবাহ দ্বারা বর্ণসঙ্কর ও আর২ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে (২)।

---

(১) স্কন্দ পুরাণে পরশুরাম উপাখ্যানে কায়স্থ উৎপত্তির এক প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে লেখে পরশুরাম, হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে হত করিয়া ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলে, চন্দ্রসেন রাজার গর্ব্ভবতী ভার্য্যা পরশুরামের ভয়ে দালভ্য মুনির নিকট আশ্রয় লইলেন। পরশুরাম তাহার সন্ধান পাইয়া দাল্‌ভ্যের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রসেনের সগর্ব্ভা স্ত্রীকে প্রার্থনা করিলেন। দাল্‌ভ্য তাহা স্বীকার করিয়া কহিলেন এই স্ত্রীর গর্ব্ভে যে সন্তান আছে সেই সন্তানটী আমাকে দান করিতে হইবে। পরশুরাম তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, এই শিশুর সন্তানেরা কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই জন্য কোন কোন কায়স্থদিগের দাল্‌ভ্য গোত্র। এই কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব।

(২) মনুস্মৃতি অনুসারে, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উৎকৃষ্ট বর্ণের যে সকল গোত্র প্রচলিত, এই সমস্ত বর্ণসঙ্করের মধ্যে অধিকাংশেরই সেই ২ গোত্র চলিত আছে। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয় তাহারা ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতির ঔরসে উৎপন্ন। মনুসংহিতা

অয়োগব নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা ইদানীন্তন সূত্রধর। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকন্যা দ্বারা নিষাদ বা পারশব নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা এক্ষণে ধীবর। ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্রকন্যার গর্ব্ভে আগরী। ব্রাহ্মণ দ্বারা অম্বষ্ঠকন্যার গর্ব্ভে আভীর। পারশব দ্বারা অযোগব স্ত্রীর গর্ব্ভে কৈবর্ত্ত। নিষাদ এবং বৈদেহস্ত্রী হইতে কারাবর (চর্ম্মকার) শূদ্র এবং ব্রাহ্মণকন্যার দ্বারা চণ্ডাল। বৈদেহ ও অম্বষ্ঠকন্যা হইতে বাইতি বা বাদ্যকর। শূদ্র ও ক্ষত্রিয়-কন্যা হইতে ক্ষত্তা। নিষাদ ও শূদ্রকন্যা হইতে পুক্কশ। বৈদেহ ও কারাবর স্ত্রী হইতে অন্ধ্র। বৈদেহ ও নিষাদী হইতে মেদ। দস্যু ও অযোগবস্ত্রী হইতে সৈরিন্ধ্র। চণ্ডাল এবং নিষাদস্ত্রী হইতে অন্ত্যব্যবসায়ী জাতি (মুদ্দারফরাশ) উৎপন্ন হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অনুসারে, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা দ্বারা শঙ্খ-কার, কাংশ্যকার, ও গান্ধিক বণিক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়া দ্বারা কুম্ভকার ও তন্তুবায়। শূদ্র ও ক্ষত্রিয়া দ্বারা কর্ম্মকার। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যা দ্বারা রজঃপুত। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়া দ্বারা গোপ। ক্ষত্রিয় ও শূদ্রা দ্বারা নাপিত ও মোদক। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণী দ্বারা মালাকার। বৈশ্য ও শূদ্রা দ্বারা তাম্বূ-লিক ও তৈলিক। করণ ও বৈশ্যা দ্বারা রজক। অম্বষ্ঠ

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা বিষ্ণুসংহিতা পরাশরসংহিতা ব্যাস-সংহিতা প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে যে সকল বর্ণসঙ্করের নাম দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে এ দেশে দেখা যায় না। কিন্তু তাহাদের বৃত্তির সহিত এক্ষণকার অনেক জাতির ব্যবসায় ও ব্যবহারের সমন্বয় করিলে অনুমান হয় পূর্ব্বের সেই

ও বৈশ্যা দ্বারা স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক। গোপ ও বৈশ্যা দ্বারা তৈলকার। গোপ ও শূদ্রা দ্বারা শৌণ্ডিক। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকন্যা দ্বারা বরজী। ধীবর ও শূদ্রা দ্বারা মল্ল। তৈল-কার ও বৈশ্যা দ্বারা দোলাবাহী। স্বর্ণকার ও বৈদ্যপত্নী দ্বারা মলগ্রাহীর জন্ম হয়।

পরাশরপদ্ধতি অনুসারে, গন্ধবণিক্ ও শঙ্খকারকন্যা দ্বারা তাম্রকারের জন্ম। শঙ্খকার ও তাম্রকারকন্যা দ্বারা মণিকারের জন্ম। মণিকার ও কর্ম্মকারকন্যা দ্বারা পটকা-রের জন্ম। পটকার ও মণিকারকন্যা দ্বারা স্থপতির জন্ম হয়, ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ স্থপতির বৃত্তি। এই স্থপতি দ্বারা গান্ধিকবণিক্‌কন্যার গর্ব্ভে চিত্রকারের জন্ম হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে, বেশধারী দ্বারা গঙ্গাপুত্র-কন্যার গর্ব্ভে জুঙ্গীর উৎপত্তি হয়। ক্ষত্রিয় দ্বারা রজঃপুত-কন্যার গর্ব্ভে তীবর উৎপন্ন হয়। তীবর দ্বারা রজকীর গর্ব্ভে কোদালীর জন্ম।' চণ্ডাল দ্বারা চর্ম্মকারীর গর্ব্ভে মাংসচ্ছেদীর উৎপত্তি। তীবর দ্বারা তৈলকারকন্যার গর্ব্ভে লেটের উৎপত্তি। লেটের দ্বারা চণ্ডালীর গর্ব্ভে হড্ডি এবং ডম এই দুই জাতির উৎপত্তি হয়।

সমুদয় জাতি এককালে লুপ্ত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকের নাম পরিবর্ত্ত হইয়া তাহারা ভিন্ন ২ স্থানে বসতি করিতেছে। তাহাদের কর্ম্মের দ্বারা বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়।

কোন মুনি লিখিযাছেন আপনার অপেক্ষা একমাত্র নীচ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান জন্মে সে পিতার জাতি প্রাপ্ত হয। কিন্তু বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে যে সন্তান জন্মে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি তাহাকে করণ নাম দিযাছেন, ইহারা বঙ্গ দেশের দক্ষিণে বাস করে।

এই প্রকার সকল গ্রন্থের এক মত নহে। কোন ২ গ্রন্থে এক জাতির ভিন্নভিন্নরূপ উৎপত্তি লিখিযাছেন। বৃহ-দ্ধর্ম্মপুরাণে লেখেন ক্ষত্রিয় ও শূদ্রা দ্বারা রজঃপূতের উৎ-পত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহাকে ক্ষত্রিয এবং করণকন্যার সন্তান বলিযা ব্যক্ত করিযাছেন। তন্ত্রে ইহাকে বৈশ্য এবং অম্বষ্ঠকন্যার সন্তান বলিযা লিখিযাছেন। আরো, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে শঙ্খকার এবং কাংস্যকার অম্বষ্ঠের সহিত সমান বর্ণোদ্ভব বলিযা লিখিত আছে, কিন্তু তন্ত্রে শঙ্খকারকে রজঃপূত ও গান্ধিক বণিকের সন্তান বলিয়া-ছেন, এবং কাংস্যকারকে তাম্রকুট ও শঙ্খকারের সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিযাছেন। ইহাতে বোধ হয একবিধ বৃত্তি ও ব্যবসায় প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন ভিন্ন-ভিন্ন জাতি এক নামে খ্যাত হইয়াছে।

আরো দেখা যাইতেছে নীচ বর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চ বর্ণের কন্যার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিলনা। যদিও ইহার কোন নিষেধ দেখা যায় না কিন্তু ইহা ব্যবহার বিরুদ্ধ ছিল, এবং এই প্রকার বিবাহে সন্তান উৎপত্তি হইলে তাহারা অধম জাতি প্রাপ্ত হইত। তাহার প্রমাণ--ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে ভাটের উৎপত্তি। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে চণ্ডাল জাতি হইয়াছে (১)।

অপর, মনু প্রভৃতিতে অনেক জাতির নামোল্লেখ আছে, এইক্ষণে তাহাদের কোন চিহ্ন দেখা যায় না, অনুমান হয় তাহারা পর্ব্বতগহ্বরে বা অরণ্যে বা কোন দুর্গম প্রদেশে বাস করে, তাহাদিগের পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া আর কোন নূতন নাম হইয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে বঙ্গদেশে যে সকল জাতি দেখাযায় ইহার সমুদয় পূর্ব্বে ছিল না, বোধ হয় রাজ্যের অবস্থা ও রাজাদিগের ইচ্ছা অনুসারে তাহা ক্রমে ২ হইয়াছে। রাজ্যাধিপতি বল্লালসেন ইহার কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু কতকাল অবধি এইরূপ ভিন্ন ২ জাতির উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে তাহার কিছুই বলা যাইতে পারে না।

---

(১) চণ্ডাল দুইপ্রকার, এক, অবিবাহিতা কন্যার সন্তান, অপর সগোত্রীয় কন্যার সন্তান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজ শাসন।

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে রাজশাসনের যে রীতি ছিল তাহারও কিঞ্চিৎ লেখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য পালন করিতেন। রাজা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন, তাঁহার উপর আর কেহ কর্ত্তা থাকিতেন না। কেবল দেবতা দ্বিজ ও শাস্ত্র তাঁহাদের সম্ভ্রমের বস্তু ছিল, ইহাদিগকেই তিনি মান্য করিতেন।

রাজার এই ধর্ম্ম ছিল তিনি দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করিবেন। কোন শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন। মিত্রের প্রতি মৈত্র ব্যবহার, ও ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা করিবেন। ব্রাহ্মণেরা যে ধর্ম্ম ও জ্ঞান উপদেশ দিবেন তাহা শুনিবেন। ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইবেন না, রাজকর্ম্মে আলস্য করিবেন না, এবং ক্রোধকে বশীভূত রাখিবেন। রাজ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ সাত জন মন্ত্রী থাকিতেন। রাজা আপনি এই মন্ত্রী দিগকে নিযুক্ত করিতেন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রীদিগের মধ্যে প্রধান থাকিতেন, রাজা তাঁহাকে সম্পূর্ণ

রূপে বিশ্বাস করিতেন। তিনি উপদেশক স্বরূপ থাকিতেন। ইহা ভিন্ন আর ২ রাজকর্ম্মকারক থাকিতেন, তন্মধ্যে গুণী জ্ঞানী কর্ম্মদক্ষ দেশকালাভিজ্ঞ সাহসী নির্লোভী এবং দূরদর্শী মিষ্টভাষী এক ব্যক্তি থাকিতেন, ইহার উপাধি দূত, ইনি অন্যদেশ সম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

রাজকর্ম্মের নিয়ম।—রাজা স্বয়ং রাজ্য ও রাজ্য সম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। সেনাপতি সেনাগণের অধ্যক্ষতা করিতেন। যুদ্ধ বা সন্ধি কর্ম্ম দূতদ্বারা সম্পাদিত হইত। কাহার দণ্ড হইলে বিচারসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকেরা তাহা নিষ্পাদন করিতেন। এই সকল কর্ম্ম রাজকর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। কিন্তু অন্য কোন কর্ম্মানুরোধে অনবকাশ হইলে তিনি রাজমন্ত্রীর প্রতি ঐ সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিতে পারিতেন।

গ্রামের কর্ম্ম গ্রামের প্রধান ব্যক্তি দিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত। এই গ্রামস্থ প্রধানেরা কেহ দশ, কেহ শত, কেহ সহস্র গ্রামের কর্ত্তা ছিলেন। ইহাদিগের উপর এক ২ জন অধ্যক্ষ থাকিতেন, তাঁহাদিগের স্থানে গ্রামাধ্যক্ষেরা আপন আপন অধীন প্রজা দিগের দুষ্ক্রিয়ার সংবাদাদি করিতেন।

রাজা স্বযং এই সকল গ্রামস্থ প্রধান ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন। ইহাঁদের বেতনসম্বন্ধে এই নিযম ছিল—দশ গ্রামের অধ্যক্ষ, দুইখানি লাঙ্গলে যে পরিমাণ ভূমির চাস

হইতে পারে তাহা পাইবেন। শতগ্রামের অধ্যক্ষ একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের ভূমি ভোগ করিবেন। এবং সহস্র গ্রাম বা সহরের অধ্যক্ষ একখান বৃহৎ গ্রাম বা সহরের ভূমি পাইবেন। ইহা ভিন্ন দেশের এক এক ভাগে সেনা থাকিত, এবং প্রত্যেক স্থানে এক এক জন সেনাপতি থাকিতেন, ইহারা সর্ব্বদা শত্রুচক্র হইতে দেশ রক্ষা করিতেন।

রাজস্ব গ্রহণের এই নিয়ম ছিল ভূমিতে যে শস্য উৎপন্ন হইবে তাহা, শস্য উৎপাদনের শ্রম বিবেচনা করিয়া কাহার দ্বাদশ অংশ, কাহার অষ্টম অংশ, কাহার ষষ্ঠাংশের এক অংশ, রাজা রাজস্ব স্বরূপ পাইতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে চারি অংশের এক অংশ পর্য্যন্ত লইতে পারিতেন। স্বর্ণ রূপ্য রত্ন ও পশ্বাদির উপর পঞ্চাশৎঅংশের একাংশ, যুদ্ধসময়ে পঞ্চমাংশের একাংশ লইতেন। বৃক্ষ মাংস মধুপর্ক মধু ও আর আর সুগন্ধীয় দ্রব্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ পাইতেন। ইহা ভিন্ন বাণিজ্যের লভ্য বিবেচনা করিয়া, রাজা তাহার পঞ্চমাংশের একাংশ পাইতেন। কাহার উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজা তাহার উত্তরাধিকারী হইতেন। কিন্তু কোন স্বামিহীন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে ঘোষণা দেওয়া যাইত ঐ দ্রব্যের স্বামী তিন বৎসরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহা লইয়া যায়। তাহা না হইলে তাহা রাজসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। এবং খনি খনন করিয়া যে ধাতু পাওয়া যাইত, ভূস্বামী তাহার অর্দ্ধেক

পাইতেন, কেননা ভূস্বামী তাহার অর্দ্ধেকের ভাগী। এতভিন্ন কোন ২ দ্রব্যের পক্ষে এমত নিয়ম ছিল, রাজা তাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে অন্য কোন ব্যক্তি ক্রয় কবিতে পারিত না।

রাজধানী ও রাজসভা।—শাস্ত্রে লেখে রাজ্যের মধ্যে যে স্থান অতি উর্ব্বর, অথচ যে স্থানে শত্রু অনায়াসে প্রবেশ করিতে না পারে, আর আসিলে সচ্ছন্দ হইযা থাকিতে নাপারে এমত স্থানে রাজধানী করিবেন। এবং চতুর্দ্দিকে দুর্গ, মধ্যে রাজালয নির্ম্মাণ করিবেন, তাহার চতুর্দ্দিকে বাবি ও বক্ষ, দুর্গ রক্ষার উপযুক্ত সেনা, এবং তাহাদের আহার দ্রব্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। রাজসভা উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত হইবে।

রাজা চতুর্থ প্রহর রাত্রির সময গাত্রোত্থান করিযা পূজাদি করণানন্তর সভায বসিবেন, এবং সকলের সহিত সদালাপ কবিবেন। তৎপরে নির্জ্জন স্থানে মন্ত্রীদিগের সহিত রাজকর্ম্মেব মন্ত্রণা করিবেন। অনন্তর স্নান আহারাদি করিয়া গৃহকর্ম্ম দেখিবেন। তৎপবে বিশ্রাম করিযা বৈকালে সৈন্যগণেব শিক্ষা দর্শন করিবেন। তদনন্তর সাযংসন্ধ্যা কবিয়া, দেশের কোথায় কি হইতেছে তাহার সংবাদ শুনিবেন। অনন্তর আহারাদিব পর সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া নিদ্রা যাইবেন।

রাজ্যকৌশল।—রাজ্যের নিকটস্থ রাজাদিগকে শত্রু-

মধ্যে গণ্য করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী রাজগণ মিত্রশ্রেণীতে গণ্য। অতি দূর দেশ-বাসী রাজগণ শত্রু মিত্র কিছুর মধ্যেই গণ্য নহেন। শত্রু দমনের চারি উপায় লিখিত আছে প্রথম তাহাদিগকে ভেট দিয়া বশীভূত করিবে, দ্বিতীয় তাহাদের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে, তৃতীয় সন্ধি, ও চতুর্থ যুদ্ধ। ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ উপায় উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যুদ্ধ।—যুদ্ধের নিয়ম এই ছিল, শীতের প্রারম্ভে রাজা সসৈন্যে একেবারে শত্রুর রাজধানীতে গমন করিবেন। কোন স্থানে লেখে, দুর্গের মধ্যে এক শত ধনুর্দ্ধর থাকিলে দশ সহস্র সৈন্য বাহির হইতে তাহাদের কিছু করিতে পারে না। এ অবস্থায় নগর বা দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকা অবিধির মধ্যেই ছিল। যুদ্ধে গমনকালে কেহ প্রতিবন্ধক না হইলে রাজা নগর উৎখাত করিবেন। তৎপরে শত্রুপক্ষীয় প্রধানদিগের যোগে শত্রু রাজাকে বশীভূত করিবেন।

সৈন্য দুইপ্রকার ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক। ইহা-দিগের প্রধান অস্ত্র, ধনু ও তরবারি ও ঢাল। ইহা ভিন্ন মাতঙ্গ ও রথের ব্যবহার ছিল। এবং উত্তর হিন্দুস্থানের লোক যুদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত হইত। ইহাও বিধি ছিল, যে রাজারা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া সৈন্য দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন

করিবেন। যুদ্ধের ধারা এই প্রকার ছিল, বিষাক্ত চক্র বা অগ্নি-বাণ ব্যবহার করিবেননা (১)। অস্ত্রহীন ও আহত ব্যক্তিকে বা যাহাদের অস্ত্র ভগ্ন হইয়াছে, ও যাহারা অক্ষম হইয়া প্রাণ প্রার্থনা করিতেছে, কিম্বা এমত কথা বলিতেছে যে আমি তোমার শরণাগত, এমত সকল ব্যক্তিকে আক্রমণ করা অবিধি ছিল। কোন ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে বা রথারোহণে থাকিয়া, ভূমিতে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে নষ্ট করিবেন না। এবং যে ব্যক্তি শ্রান্ত হইয়া বসিয়াছে, বা নিদ্রা যাইতেছে, বা পলায়ন করিতেছে, কিম্বা অন্য কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাকে বধ করিবেন না।

এ সকল নিয়ম অতি উত্তম ছিল তাহার সন্দেহ কি। যুদ্ধে জয় হইলে পরে যেরূপ ব্যবহার হইত তাহাও অতি ভদ্র। যুদ্ধের পর ঘোষণা দেওয়া যাইত, পরাজিত রাজার প্রজাগণ নিঃশঙ্ক হইয়া আপন গৃহে বাস করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম পূর্ব্বরূপ থাকিবে। তৎপরে তাহাদিগের ভাব ভক্তি বুঝিয়া পরাজিত রাজার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে রাজসিংহাসন অর্পণ করা যাইত। তিনি জয়যুক্ত রাজার অধীন হইয়া রাজকর্ম্ম করিতেন।

সৈন্যদিগের বেতন কিপ্রকারে দেওয়া যাইত তদ্বিষয়ের কোন কথা পাওয়া যায় না। ইহার পর যে সকল

(১) অগ্নিবাণ পরে ব্যবহার হইয়াছিল।

রীতি প্রচলিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা বোধ হয় তাহাদের ভূমির বন্ধান ছিল, তাহাতে তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

বিচার।—রাজা স্বয়ং বিচারকর্ত্তা, এবং ব্রাহ্মণেরা ও মন্ত্রীগণ তাঁহার সহকারী ছিলেন। রাজা স্বয়ং বিচার করিতে না পারিলে এমত বিধি ছিল তিনি কোন ব্রাহ্মণের প্রতি ঐ কর্ম্মের ভারার্পণ করিবেন। ঐ ব্রাহ্মণ স্বশ্রেণীর তিন জন লোকের সহযোগে সেই বিচারকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। দূর দেশে রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ বিচারকেরা থাকিতেন। তাঁহারা তথাকার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

ঋণ সম্পর্কীয় বিচারে, প্রতিবাদী ঋণ স্বীকার করিলে রাজা প্রতি-শতে ৫ মুদ্রা, এবং ঋণ অস্বীকারের পরে তাহা প্রমাণ হইলে ১০ মুদ্রা করিযা পাইতেন। দূরদেশস্থ ব্রাহ্মণ বিচারকেরা এই মুদ্রা আপনারাই লইতেন। শাস্ত্রে এমত বিধি ছিল না তাঁহারা দান গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ইহা দানের মধ্যে গণনীয ছিল না।

বিচারের ধারা এই প্রকার ছিল। রাজা ব্যবস্থা বা দেশাচারের অন্যমত কোন আজ্ঞা দিবেন না। যখন বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষী কথা কহিবে তাহাদের ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিবেন। যে দেশে যে রীতি প্রচলিত তদনুসারে বিচার করিবেন। যাহাতে অভিযোগ বৃদ্ধি হয় তাহা করিবেন না। কাহাকে রূঢ় বাক্য কহিবেন না।

যদি কেহ কর্কশ বাক্য কহে তাহা সহ্য করিবেন। কোন কর্ম্ম রীতির অন্যথা করিবেন না। এবং প্রজার স্থানে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া অবিচার করিবেন না, করিলে মহা-পাতকীর মধ্যে গণনীয় হইবেন।

দুষ্কর্ম্মের দণ্ডদায়ক যে সকল ব্যবস্থা ছিল তাহা অতি কঠিন বলিতে হইবে। এই সকল দণ্ড স্থলবিশেষে যদিও উৎকট না হউক, কিন্তু অপরাধের উপযুক্ত ছিল না। কারণ ব্রহ্মহত্যা করিলে যে দণ্ড, মদ্যপান ও ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণে সেই দণ্ড ছিল। এবং ব্রাহ্মণেরা এই সকল পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে মুক্তি পাইতেন। কিন্তু অন্য লোকে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। অপর, ব্যভিচার কর্ম্ম করিলে এক স্থানে লেখে স্ত্রী-লোককে কুকুর দিয়া খাওয়াইবে, এবং পুরুষকে জ্বলন্ত লৌহের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিবে। অপর স্থানে লেখা আছে, স্বল্প ব্যভিচার কর্ম্মের দণ্ড ৫০০ অবধি ১০০০ পণ কড়ি। এবং বর্ণভেদে দণ্ডের ন্যূনাতিরেক ছিল, অর্থাৎ স্ত্রীলোক উচ্চ এবং পুরুষ নীচ বর্ণের হইলে, পুরু-ষের অধিক দণ্ড হইত।

এই সলক দণ্ডের ঐক্যহীনতা ও ন্যূনাতিরেক হওনের দুই কারণ উপলব্ধ হইতেছে। এক এই যে, এই সকল ব্যবস্থা ভিন্ন ২ কালে প্রচলিত ছিল, তাহা গ্রন্থ লিখন কালে একত্র করিয়া লেখা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ব্যবস্থাপক

ব্রাহ্মণেরা আপনাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি জন্য ঐরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও দেখা যায় কোন২ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযের প্রতি গুরুদণ্ডের বিধান ছিল। ব্রাহ্মণেরা অপহরণ করিলে অন্য লোক অপেক্ষা তাহার অষ্টগুণ অধিক, এবং রাজা অপহরণ করিলে তাহার সহস্রগুণ দণ্ডের বিধি ছিল।

অন্য লোকে এই দোষে দোষী হইলে তাহার অর্থদণ্ড হইত। অধিক মূল্যের দ্রব্য অপহরণ করিলে হস্তচ্ছেদন, এবং অপহৃত দ্রব্যশুদ্ধ ধরা পড়িলে প্রাণদণ্ড বিধি ছিল। অপহৃত দ্রব্য গ্রহীতার দণ্ডও সেইরূপ হইত। হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড বিধি ছিল, স্থল বিশেষে তাহাব লঘু দণ্ডও হইত। কিন্তু বর্ণ ভেদে ইহার দণ্ডের ন্যূনাতিরেক হইত।

দস্যু বৃত্তিব দণ্ড পদচ্ছেদন। দস্যুগণ আঘাতাদি করিলে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইত। যাহারা দস্যু দিগকে আশ্রয় আহার বা অস্ত্রাদি দিত তাহাদিগেরও ঐ দণ্ডের বিধি ছিল। কৃত্রিম কাগজ, মন্ত্রীগণের মনোভঙ্গ, রাজশত্রুর সঙ্গে ঐক্য, স্ত্রী বালক ও ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হইত। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন বা রাজস্ব অপহরণ করিলে প্রাণদণ্ড বিধি ছিল।

মিথ্যা সাক্ষী দিলে নির্বাসন ও অর্থদণ্ড হইত। ব্রাহ্মণেরা এই অপরাধে অপরাধী হইলে কেবল দেশান্তরিত হইতেন। রাজপথে দস্যুবৃত্তি ও গ্রাম লুণ্ঠন করিলেও এই

দণ্ড ছিল। চোর ধরিতে না পারিলে রক্ষকেরা চোরের ন্যায় দণ্ড পাইত।

এই প্রকার আর ২ অনেক নিয়ম ছিল তাহা বিস্তার করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। আর, দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার অতি সুন্দর নিয়ম ছিল। যে মোকদ্দমাতে যাহা করিতে হইবে, ও যাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষে জয় পরাজয় হইবে তাহার সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে বিচারক বাদী প্রতিবাদীকে জানাইতেন মিথ্যা কথা কহিবেনা, মিথ্যা কহিলে ইহকালে গুরুতর দণ্ড এবং পরকালে মহাদণ্ড হইবে। তদনন্তর সাক্ষীগণকে বিচারালয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান করিয়া তাহাদের কথা শুনিতেন। সাক্ষী না থাকিলে বাদী প্রতিবাদীর শপথ-কৃত বাক্যে নির্ভর করিয়া বিচার করিতেন। আর সাক্ষীগ্রহণের বিষয়ে এক উত্তম নিয়ম ছিল, বাদী প্রতিবাদীর ভৃত্য আত্মীয় বা অখ্যাতিযুক্ত মনুষ্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে না। মিথ্যা সাক্ষীর গুরুতর দণ্ড হইত। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন কোন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপ নাই। এই বিধি এই দেশে মিথ্যা শপথের এক সোপান স্বরূপ হইয়াছে। বাদী প্রতিবাদী মিথ্যা আপত্তি করিলে তাহার অর্থদণ্ড হইত।

ঋণ।—ঋণ বিষয়ে এই নিয়ম ছিল কোন ব্যক্তি ঋণগ্রহণ

করিয়া তাহা না দিলে ঋণদাতা তাহা বল পূর্ব্বক আদায় করিতে পারিতেন। টাকার সুদ, ব্রাহ্মণ হইলে দুই মুদ্রা, শূদ্র হইলে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত লওয়া যাইত। দ্রব্য বন্ধক থাকিলে অর্দ্ধেক সুদ লইবার রীতি ছিল, কিন্তু বন্ধকী দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাহার কিছুই সুদ পাইত না।

প্রভুর অনুপস্থিতি কালে যদি তাহার ভৃত্য তাহার পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য কাহার সঙ্গে কোন চুক্তি করিত তাহাতে প্রভুকে সম্মত হইতে হইত।

ক্রয় বিক্রয়।—যদি কোন ব্যক্তি অপরের দ্রব্য বিক্রয় করিত সে বিক্রয় অসিদ্ধ হইত। তবে, অনেকের সম্মুখে বিক্রয় এবং বিক্রেতাকে উপস্থিত করিতে পারিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইত। তাহা না হইলে যাহার ঐ দ্রব্য, অগত্যা তিনি অর্দ্ধেক মূল্য দিয়া তাহা ফিরিয়া পাইতেন।

কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে তাহার অর্থদণ্ড হইত। শপথ-ব্রত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে দেশান্তরিত হইত। বিক্রয়ের পর ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতি হইলে দশ দিবসের মধ্যে বিক্রয় ফিরিত। দশ দিবসের পর ফিরিত না।

বিবাহ।—বিবাহের বিধি ছয় প্রকার ছিল, ইহার চারি প্রকার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহার সার মর্ম্ম পিতা কন্যা দান করিবেন। আর দুইপ্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয় দিগের মধ্যে ছিল। এক প্রকার এই, কোন ব্যক্তি

সংগ্রামে কোন স্ত্রীলোককে পাইলে তাহার সম্মতি হউক বা না হউক, তাহাকে বিবাহ করিলে ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইবে। আর এক প্রকার এই, স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সম্মত হইলে তাহাতে কোন ক্রিয়াদির আবশ্যক হইবে না, বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে।

আর কন্যা দানের এই নিযম ছিল, পিতা অষ্ট বৎসরের মধ্যে কন্যা দান করিবেন। কন্যার বিবাহ যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিন বৎসরের মধ্যে পিতা কন্যা দান না করিলে কন্যা আপনি স্বামী গ্রহণ করিবেন।

সবর্ণে বিবাহ করাই উত্তম কল্প বলিয়া গণ্য ছিল। সগোত্রে বিবাহ করা একেবারে নিষিদ্ধ। এক বর্ণের পুরুষ বর্ণান্তরে বিবাহ করিতে পারিবে ইহারও বিধি ছিল, এ কথা পূর্ব্বে লেখা গিযাছে। স্ত্রীবিয়োগ হইলে বা বিবাহের পর অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রী বন্ধ্যা থাকিলে, কিম্বা একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রবতী না হইলে পুরুষ অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবেন এমত বিধি ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও প্রথমা স্ত্রী কর্ত্রীর ন্যায় থাকিতেন। তদ্ভিন্ন ভ্রষ্টা বা দ্বেষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি ছিল। কিন্তু এই সকল কারণ ভিন্ন একের অধিক বিবাহের নিয়ম ছিল না।

শূদ্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা যদিও নিষিদ্ধ ছিলনা, কিন্তু এরীতি বড় চলিত হয় নাই। এবিষয়ের এই নিয়ম ছিল, পুরুষ ধর্ম্মার্থ বিদেশ গমন করিলে

স্ত্রী অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিবে, জ্ঞান উপার্জন জন্য বিদেশ গমন করিলে ছয় বৎসর অপেক্ষা করিবে, সুখাভিলাষে বা ধন উপার্জনার্থ গমন করিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষেপা করিবে, তাহার পর তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে।

উত্তরাধিকারিত্ব।—পুত্রই পিতার ধনাধিকারী, পুত্র অভাবে পৌত্র পোষ্যপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ধনাধিকারী হইবেন। এই সকল অভাব হইলে পিতা ও মাতা ধনাধিকারী হইবেন। পিতা মাতা না থাকিলে ভ্রাতা ও পিতামহ ও মাতামহ। এই সকলের অভাব হইলে জ্ঞাতি ধনাধিকারী হয়েন। তদভাবে গুরু বা যাহার সঙ্গে একত্র পাঠ হইয়াছে, কিম্বা শিষ্য। ইহারও অভাবে ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণের বিষয়ের অধিকারী হইবেন। কিম্বা যদি মৃত ব্যক্তি অন্য শ্রেণীর হয় তবে রাজাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবেন।

পিতা জীবিত থাকিতে আপন পুত্রদিগকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। পিতার মৃত্যুর পর, ইচ্ছা হয় সকল পুত্র বিষয় বিভাগ না করিয়া একান্নে থাকিবেন, কিম্বা বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া স্বতন্ত্র থাকিবেন। যদি একত্র থাকেন তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সকল বিষয় থাকিবে। তখনযে যাহা উপার্জন করিবেন তাহা পৈতৃক ধনের সংসৃষ্ট হইবে। যদি বিষয় বিভাগ করিয়া লয়েন তবে জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা পঞ্চমাংশের একাংশ, কনিষ্ঠ আশি অংশে একাংশ, এবং আর২ ভ্রাতারা চল্লিশ অংশের একাং পাইবেন। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা সকলে তুল্যাং করিয়া লইবেন। অবিবাহিত ভগিনী থাকিলে ভ্রাতা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। পিতার ধনে তাহ দিগের অধিকার নাই। কিন্তু মাতৃধনে তাহারা ও তাহ দের ভ্রাতারা তুল্যাধিকারী। এই সকল নিয়ম সবর্ণ স্ত্রীর গর্ব্ভজাত সন্তান দিগের প্রতিই ছিল। যদি স্বতন্ত্র বর্ণের স্ত্রীর গর্ব্ভজাত সন্তান থাকিত, তাহা হইলে তাহ ধন দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভজাত পু চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যার পুত্র দুই ভাগ এবং শূদ্রার পুত্র এক ভাগ পাইতেন।

খঞ্জ উন্মত্ত প্রভৃতিরা ধনাধিকারী হইত না। আর উত্তরাধিকারীগণ তাহাদিগকে পালন করিতেন। তাহাদের সন্তানেরা পৈতৃক বিষয়াধিকারী হইত।

এই প্রকার আর২ অনেক নিয়ম ছিল। ইহার দ্বারা অবশ্য বোধ করিতে হইবে মনুর সময়াবধি এই দেশে উত্তমরূপ সভ্যাচার ছিল। অতএব ইহাতেই অনুমান করিতে হইবে হিন্দু সন্তানেরা কত প্রাচীন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দু ধর্ম্ম।

বেদ।—বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মই হিন্দুদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম। সকল জাতীয় লোকের মধ্যেই এই রূপ রীতি প্রচলিত আছে যে তাঁহারা আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্রের পবিত্রতা অভ্রান্ততা প্রতিপাদনার্থ, আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্রকে শ্বর-প্রণীত অথবা ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ কোন মহাপুরুষ প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হিন্দুরাও সেই ীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের ত্যতা স্বীকার করেন, বেদকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা প বলিয়া থাকেন এবং কহেন সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা দুর্ভূত হইয়া বেদ প্রচার করিয়াছেন।

মনু লিখিয়াছেন, স্বয়ম্ভূ ভগবান্ স্বযং এই পৃথিবী সৃষ্টির বাসনা করিয়া প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই জলে শক্তিরূপ বীজ আরোপণ করিলেন, তাহাতে স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক অণ্ড উৎপত্তি হইল। তাহাতে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে পঞ্চভূত আত্ম বিশিষ্ট মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। এবং এই মনুষ্যের জ্ঞানজন্য বেদ সৃষ্টি করিলেন।

বেদের আর এক নাম শ্রুতি। যখন লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, তৎকালে লোকে শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করিয়া রাখিত, এই নিমিত্ত বেদকে শ্রুতি বলে। বেদকে এক্ষণে যেরূপ চারি খণ্ডে বিভক্ত দেখা যাইতেছে, প্রথমতঃ এরূপ ছিলনা, একমাত্র মূল বেদ ছিল, তাহার নাম যজুঃ। সেই মূল বেদের অন্তর্গত চারি প্রকার বাক্য দ্বারা যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ সম্পাদিত হইত। সেই সকল বাক্য পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দ্বৈপায়ন ব্যাস, ঋক্ বাক্য সকলের নাম ঋগ্বেদ, সাম বাক্যের নাম সামবেদ, যজুর্বাক্যের নাম যজুর্বেদ, ও অথর্ব্ব বাক্যের নাম অথর্ব্ব বেদ রাখিযা, বেদকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করেন। বেদ বিভাগ করেন বলিযাই তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদই যজ্ঞের উপযোগী, এই নিমিত্ত বেদকে ত্রযীও বলিয়া থাকে।

সমুদায় বেদই আবার দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ভাগ ও মন্ত্র ভাগ। ব্রাহ্মণ ভাগে যাগ যজ্ঞাদির নানা প্রকার বিধি নিষেধ আছে, এবং মন্ত্রভাগে বরুণ ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির স্তুতিবাদ আছে। এক এক বেদের সমুদায় মন্ত্রকে সংহিতা বলিযা থাকে, যেমন, ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্ব্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ও অথর্ব্ববেদ সংহিতা। এই রূপ ব্রাহ্মণ ভাগকে ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণ, সামবেদ ব্রাহ্মণ, ও অথর্ব্ববেদ ব্রাহ্মণ বলে। বেদের শিরোভাগের নাম

উপনিষদ্। নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ ও তাঁহার উপাসনা বিষয়ক উপদেশই উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

উপনিষদের রচনাপ্রণালী ও বেদের রচনাপ্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে, উপনিষদ্ বেদের সমকালীন নহে, ইহা বেদের অনেক পরে নিবদ্ধ হইয়াছে। আপন মত চালাইবার নিমিত্ত ও আপন গ্রন্থের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ, কোন ২ গ্রন্থকার মহাশয়েরা স্বরচিত গ্রন্থ সমুদায়কে প্রাচীন গ্রন্থবিশেষের অংশ বলিয়া অথবা প্রাচীন প্রামাণিক পণ্ডিতের রচিত বলিযা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উপনিষদের পক্ষেও সেইরূপ বোধ হইতেছে। যাহা হউক বেদের তাৎপর্য্য ও উপনিষদের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে প্রথমে, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ইন্দ্র বরুণ সূর্য্য প্রভৃতির অন্তর্যামী অন্তরাত্মার উপাসনাই হিন্দু দিগের পরম ধর্ম্ম ছিল। তাহার পর অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত হয। বেদে ও উপনিষদে ব্রহ্মা বিষ্ণু হরি প্রভৃতি অনেক নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেই সকল নাম দেবতার নাম বলিযা উল্লিখিত হয় নাই, সেই সকল নাম ব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র। আর, এই বেদে সূর্য্য ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনারও বিধান হইযাছে। কিন্তু ইহাতে যে পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিধান হইল এমত বলাযাইতে পারে না। সূর্য্যের

অন্তর্যামী যে পুরুষ তিনি সূর্য্যদেবতা, বায়ুর অন্তর্যামী যে পুরুষ তিনি বায়ুদেবতা, অগ্নির অন্তর্যামী যে পুরুষ তিনি অগ্নিদেবতা। সূর্য্য বায়ু প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় এই নিমিত্ত ঐ সকল দেবতার উপাসনার বিধান হইয়াছে। ফলতঃ বৈদিকেরা বাহ্য জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, তাহার অন্তর্যামী চৈতন্য স্বরূপ পুরুষকেই উপাসনা করিয়া থাকেন।

সংহিতা।—উপনিষদের পর সংহিতা প্রচারিত হয়। মনু প্রভৃতি মহর্ষিরা বেদের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংহিতা প্রচার করেন। লিখিবার প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে লোকে মুখে ২ অভ্যাস করিয়া স্মরণ করিয়া রাখিত এই নিমিত্ত ইহাকে স্মৃতি বলে। সংহিতায় বর্ণভেদ, জাতিভেদ এবং বর্ণ জাতির ভেদে ধর্ম্মভেদও নিরূপিত আছে। প্রায় সমুদায় সংহিতায় গর্ভাধান অবধি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার, সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধি, ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি নিরূপিত আছে। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টি প্রকরণ, ব্যবহার প্রকরণ প্রভৃতি অনেক প্রকরণ আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। সংহিতায় বেদপাঠ, সন্ধ্যাবন্দন, গায়ত্রী উপদেশ প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি আছে তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের প্রতিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শূদ্রের প্রতি ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধান অতি অল্প। সংহিতা-

কারেরা শূদ্রের প্রতি যেরূপ বিধান করিয়াছেন তাহা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, শূদ্র জাতি তাঁহাদিগের সাতিশয় ঘৃণাস্পদ ও অবজ্ঞাস্পদ ছিল। শূদ্র জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি দেখিয়া ও পূর্ব্বকালে শূদ্রদিগের যেরূপ দুরবস্থা ছিল তাহার বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া, ইদানীন্তন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এ দেশের আদিনিবাসী নহেন, এ দেশের আদিনিবাসী শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা ঈরান দেশে বাস করিতেন, তথা হইতে আসিয়া শূদ্রদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া এদেশ অধিকার করিয়াছেন, এবং যেরূপ গ্রীকেরা হেলটদিগকে জয় করিয়া আপনাদিগের দাস করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা শূদ্রদিগকে জয় করিয়া দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পুরাণ।—সংহিতার পর পুরাণ সকল প্রচারিত হইতে লাগিল। যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম ও অসংখ্য দেব দেবীর উপাসনা এত দিন প্রচলিত হয় নাই, তাহা পুরাণ প্রচারের সময় ও তাহার পর বাহুল্যরূপে প্রচলিত হইয়া উঠিল। পুরাণ সকল বেদব্যাসের রচিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সমুদায় পুরাণ এক জনের রচিত নহে, এক সময়েও রচিত হয় নাই। পুরাণ সকলের রচনা প্রণালী পরস্পর এমত বিভিন্ন এবং অভিপ্রায় এমত বিপরীত যে, এক জনের রচিত বলিয়া কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারা

যায় না। এবং নানাবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা করিয়া এক জনে বৃহৎ মহাভারত ও অষ্টাদশ সঙ্খ্যক পুরাণ লিখিয়া উঠিবেন ইহাও অসম্ভব। যে সকল পুরাণে বা পুরাণের যে সকলভাগে চন্দ্রগুপ্তসমকালীন নন্দবংশ ও চাণক্যের কথার উল্লেখ আছে, ও তন্ত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য অপ্রামাণ্যের বিচার আছে, এবং ইদানীন্তন অনেক বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা বেদব্যাসপ্রণীত অথবা বেদব্যাসসমকালে রচিত, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে। পুরাণে অবান্তর সৃষ্টি ও মন্বন্তর নিরূপণ আছে, রাজগণের উপাখ্যান ও রাজ-বংশের বিবরণ আছে এবং সাকার দেব দেবীর জন্ম লীলা ও প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ এই শব্দের অর্থ প্রাচীন, বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে প্রাচীন গল্প ও প্রাচীন কিম্বদন্তী সকল পুরাণে নিবদ্ধ হইয়াছে। পুরাণ সমুদায়ে অষ্টাদশ যথা ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয, আগ্নেয, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড় এবং ব্রহ্মাণ্ড। ইহা ভিন্ন অনেক উপপুরাণ আছে।

এই সকল পুরাণে যে সকল দেব দেবীর কথা উল্লেখিত আছে তন্মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রধানরূপে গণ্য। ব্রহ্মা রজোগুণপ্রধান, তিনি জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিষ্ণু সত্ত্বগুণপ্রধান, তিনি জগতের পালন করিয়া থাকেন। শিব তমোগুণপ্রধান, তিনি জগতের সংহার করিয়া

থাকেন। কোন কোন পুরাণে শিবকে সত্ত্বগুণপ্রধান ও বিষ্ণুকে তমোগুণপ্রধান বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন ২ পুরাণে বিষ্ণুর দশাবতার বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সরস্বতী লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী দেবীর মধ্যে প্রধান, ইহাঁরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ভার্য্যা, এবং শক্তিরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গণেশ কার্ত্তিকেয় ইন্দ্র বরুণ পবন অগ্নি যম কুবের কামদেব সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি অনেক দেবতার নাম উল্লেখ আছে. ইহাঁরা ব্রহ্মাঙ্গ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন, যে হেতু তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মের অঙ্গ। ইহাঁদিগের পূজা বা উপাসনার প্রকরণ স্বতন্ত্র। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্ম-সোপান, এবং তাঁহাদিগের উপাসনা করিলে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মুক্তি লাভ হয়।

পুরাণের স্থানে ২ ইহাও লিখিত আছে যে যাহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ, তাঁহাদিগের ব্রহ্মোপাসনাই কর্ত্তব্য, কারণ ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বল অধিকারী, অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগের নিমিত্তই সাকার উপাসনার বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাকার উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারী হন। যাহাহউক, পুরাণ প্রচারের পর ভিন্ন ভিন্ন সাকার দেব দেবীর উপাসনা দ্বারা

ভিন্ন ২ অনেক সম্প্রদায় হইয়াছে। ব্রহ্মা সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ এবং যদিও সকল কর্ম্মে তাঁহার নাম প্রতিদিন উচ্চারিত হয় তথাপি তাঁহার পূজার প্রথা বড় প্রচলিত নাই। ভারতবর্ষের কেবল এক স্থানে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। বিষ্ণু ও শিব পূজার রীতি বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে। যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ শিব, শক্তি, সূর্য্য, ও গণেশের উপাসক দিগকে শৈব, শাক্ত, সৌর, ও গাণপত্য বলে। এই পাঁচ সম্প্রদায়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব দিগের আবার ভিন্ন ২ অনেক সম্প্রদায় আছে। রামানুজ, রামানন্দী, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী, সেনপন্থী, মলূকদাসী, রাইদাসী ইত্যাদি। এই সকল ভিন্ন ২ মতাবলম্বী লোকেরা পরস্পর বিরোধী, যে ব্যক্তি যে দেবতার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি তাহারই প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু সকলেরই এক কামনা। সকলেই এই চিন্তা করিয়া থাকে আমি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি তদ্দারা আমার মোক্ষ লাভ হইবে, যেহেতু ধর্ম্মই মুক্তির মূল।

তন্ত্র।—পুরাণ প্রচারের পরেও পৌত্তলিক ধর্ম্মের যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, তন্ত্র শাস্ত্র প্রচার হইলে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। তন্ত্রশাস্ত্র এত অল্প দিন প্রচারিত হইয়াছে যে, সকল হিন্দুরা একবাক্য হইয়া অদ্যাপি উহার মত সম্পূর্ণ রূপে গ্রাহ্য করেন না। ইহা কেবল বঙ্গ দেশেই প্রচলিত।

তন্ত্র শাস্ত্র সকল শিবোক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু উহা শিবোক্তও নয়, এক পণ্ডিতের রচিতও নয়, এক সময়েও রচিত হয় নাই। শিবোক্ত অথবা পূর্ব্বকালের রচিত হইলে সংহিতায় ইহার উল্লেখ থাকিত এবং ইহার মত অনেক হিন্দুর গ্রাহ্যও হইত। সংহিতায় যখন ইহার কোন উল্লেখ নাই এবং যখন ইহাতে বেদের, সংহিতার ও পুরাণের উল্লেখ আছে দেখা যাইতেছে, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে ইহা আধুনিক। যে যে পুরাণে তন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে তাহা তন্ত্র অপেক্ষাও আধুনিক সন্দেহ নাই। শিবোক্ত বলিলে সকলের গ্রাহ্য হইবে এই ভাবিয়া গ্রন্থকারেরা স্ব স্ব রচিত তন্ত্রকে শিবোক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং কহিয়াছেন, কলিতে আগম, অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রই প্রধান। তন্ত্রশাস্ত্রকারেরা আশা করিয়াছিলেন যে আমাদিগের রচিত শাস্ত্রই সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া সর্ব্বত্র চলিত হইবে, এই নিমিত্ত তাঁহারা কলিতে স্বপ্রণীত শাস্ত্রকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র ২ বিধি নির্দ্ধারিত করিয়া স্বপ্রণীত গ্রন্থে বাহুল্য রূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের আশা সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়া উঠে নাই। পুরাণের অপেক্ষাও তন্ত্র শাস্ত্রের মত পরস্পর অধিক বিভিন্ন, এজন্য স্থির হইতেছে যে, তন্ত্রশাস্ত্র সকল এক জনের প্রণীত নয়। যখন এক

তন্ত্রের মত আর এক তন্ত্রে উদ্ধৃত হইয়া দূষিত হইয়াছে দেখিতে পাওযা যাইতেছে, তখন সকল তন্ত্র এক কালের বলিয়াই বা কিরূপে স্থির করা যায়।

সামান্যতঃ তন্ত্রশাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত, আগম, যামল ও তন্ত্র। এতদ্ভিন্ন কতগুলি ডামর নামে প্রসিদ্ধ তন্ত্র আছে। কতগুলি তন্ত্রে অনেক সদুপদেশ পাওযাযায, কত-গুলি তন্ত্র কেবল কুৎসিত বাক্য ও কুৎসিত উপদেশে পরি-পূর্ণ। তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তি উপাসনার প্রকারভেদ বাহুল্য রূপে, নিরূপিত হইয়াছে। সংহিতায যেরূপ সন্ধ্যা বন্দন, গায়ত্রী উপদেশ, ও আচার্য্যের নিকট বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির বিধি আছে, সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রেও গুরুব নিকট তান্ত্রিক দীক্ষা গায়ত্রী ও সন্ধ্যাবন্দনেব বিধি দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু তান্ত্রিক গায়ত্রী ও সন্ধ্যা বৈদিক গাযত্রী ও সন্ধ্যা হইতে বিভিন্ন। সংহিতায় যেরূপ, শূদ্র ও অন্যান্য জাতিব নিকট বেদপাঠ ও গাযত্রীপাঠের নিষেধ আছে, তন্ত্রশাস্ত্রেও সেইরূপ তান্ত্রিক মন্ত্র কাহারও নিকট কহিবে না বলিয়া ভূযোভূযঃ নিষেধ করিয়াছেন।

এইরূপে অশেষবিধ শাস্ত্রে অশেষবিধ ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। তদনুসারে ইদানীন্তন হিন্দুদিগের ধর্ম্মও নানা প্রকার হইযা উঠিয়াছে। কোন ২ হিন্দু বেদ উপনিষদ ও সংহিতার মতে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কেহবা কেবল উপনিষদের মতেই চলেন, কেহবা সংহিতা ও পুরাণের

মতে চলিয়া থাকেন, কেহবা সংহিতা পুরাণ ও তন্ত্র, সকলকেই সমাদর করিয়া সকলেরই কিছু ২ মত গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কোন শাস্ত্রেরই অপমান করেন না। কেহবা কোন শাস্ত্রের মতেই সম্মত না হইয়া স্বতন্ত্র এক ধর্ম্ম প্রণালী স্থাপন করিয়া তদনুসারে চলিতেছেন।

যাহাহউক ইদানীন্তন হিন্দুদিগের ধর্ম্মপ্রণালী যত বিভিন্ন প্রকার হউক না কেন, সাকার অসঙ্খ্য দেব দেবীর উপাসনা ও একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা এই দুইটিকেই প্রধান বলিযা গণনা করিতে হয। নিরাকারবাদীরা জাতিপ্রভেদ মানেন না, ঈশ্বরের নিযম প্রতিপালনকেই ধর্ম্ম ও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনকেই অধর্ম্ম বলিয়া দির্দ্দেশ করেন, এবং কহেন আমরা যত তাঁহার নিযম উদ্ভাবন করিতে পারিব ও সেই নিয়মানুসারে চলিতে পারিব তত আমরা সুখী হইব। এই সম্প্রদাযের মতের সহিত বেদান্তদর্শন ও উপনিষদের মতের সর্ব্বাংশে ঐক্য হয় না, কোন কোন অংশে ঐক্য আছে মাত্র। কিন্তু এরূপ সম্প্রদায় অতি অল্প, অনেক হিন্দুই সাকারবাদী। সাকারবাদী দিগের অবান্তর ভেদ অনেকপ্রকার। তাহার মধ্যে প্রধান পাঁচ সম্প্রদায়ের নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আর দুই প্রকার ধর্ম্ম হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্ব কালেও প্রচলিত ছিল এবং এক্ষণেও প্রচলিত আছে। সেই দুই ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধ ও জৈন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।—বৌদ্ধ ধর্ম্ম গৌতম মুনি প্রচার করেন। গৌতম মুনি চন্দ্রবংশীয় এক রাজার পুত্র ছিলেন, তিনি কলি অব্দের ২৬০০ বৎসরের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে মগধ রাজ্যান্তর্গত গোরক্ষপুরের উত্তরে কপিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহার জন্মের সময় নিরূপণ হয় নাই। কিন্তু তিনিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্রষ্টা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধমতাবলম্বীরা অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহাঁদের মতে পরলোক নাই, ইহলোকেই যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় তদ্ব্যতিরেকে জীবগণকে আর কিছুই ভোগ করিতে হয় না। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু কোন মতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কোন মতে বলে যদিও পরমেশ্বর থাকেন কিন্তু তাঁহার আরাধনার প্রয়োজন নাই এবং তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাও নহেন। কোন কোন মতে কতিপয় মহাপুরুষকে ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আরাধনা করে। সেই সকল মহাপুরুষ লামা, বুদ্ধ প্রভৃতি নামে বিখ্যাত। বৌদ্ধ দিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র দয়ারম্ভ, বৃহস্পতিসূত্র, অঙ্গ, চরিত্র ইত্যাদি।

জৈন ধর্ম্ম।—জৈনধর্ম্মাবলম্বীরাও পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, এবং বেদপ্রণীত ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়াও গণনা করেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের জাতিভেদ আছে।

স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে তাঁহাদিগের বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। জৈনেরা পরশনাথ, মহাবীর প্রভৃতি অনেক দেব দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এক্ষণে হিন্দুস্থানে জৈন ধর্ম্মের বড় প্রাদুর্ভাব নাই। কিন্তু গুজরাট রাজপুতানা এবং কানাড়াতে এই ধর্ম্মাবলম্বী লোক অনেক আছে। ইহারা সকলেই ধনবন্ত এবং প্রায় বাণিজ্যাদি করিয়া থাকে।

এই ধর্ম্ম খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিদ্যা।

বিদ্যা সর্ব্বপ্রথমে এই ভারতরাজ্য উজ্জ্বল করে, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি মাত্র নাই। বিদ্যারত্নং মহাধনং, এবং বিদ্যা জ্ঞান ও মুক্তির মূল, ইহা ভারতবর্ষীয়েরা উত্তম রূপে জানিয়াছিলেন। বিদ্যারূপ বাগেদবীকে শাস্ত্রকারেরা স্বয়ং নারায়ণের শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কায়মনোবাক্যে অদ্যাপি ভারতবর্ষে তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় যাবৎ লোক সর্ব্বদা বিদ্যালোচনা করিতেন। ব্রাহ্মণেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকিতেন, বিদ্যা ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন ব্যবসায় ছিল না। আর এই দেশের মৃত্তিকা যেমন উর্ব্বরা, ভারতবর্ষীয় মনুষ্যের বুদ্ধিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট, অতএব এই জন্য ভারতবর্ষে সর্ব্বাগ্রে বিদ্যার উন্নতি হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ যখন অন্য জাতিরা বন্য পশুবৎ, তখন ভারতবর্ষীয়েরা নানা বিদ্যালোচনা করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধিবলে সংসারে মান্য হইয়াছিলেন। আর আর জাতীয়েরা তাঁহাদের বিদ্যা দেখিয়া ঐ বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য হইয়াছেন।

কিন্তু দিবাকর যেরূপ পূর্ব্বদিকে সমুদিত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, জ্ঞান-দিবাকরও সেইরূপ অগ্রে ভারতবর্ষে উদিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বপ্রকাশিত পূর্ব্বাঞ্চলে প্রদোষকাল উপস্থিত হইয়া ক্রমে নিবিড়তর তমোরাশিতে আচ্ছন্ন করিযাছে। আর সেই দিবাকরের করে পশ্চিম দেশ উজ্জ্বল হইযাছে। কি আশ্চর্য্য, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায়, যে হিন্দুদিগের দ্বারা অন্যান্য জাতীযদের জ্ঞান চক্ষুঃ বিকসিত হইল, তাঁহারা এক্ষণে আপনারাই অন্ধ। কিন্তু পূর্ব্বদিকে পুনর্ব্বার জ্ঞানপ্রভাকরের প্রভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে বোধ হয ভারতবর্ষের তামসী শর্ব্বরী আর বহুকাল না থাকিতে পারে।

এইক্ষণে অন্য ২ দেশে যে সকল বিদ্যার অধিক গৌরব, ভারতবর্ষই তাহার আদি স্থান। এস্থানে সংস্কৃত ভাষাতে প্রায সকল বিদ্যারই আলোচনা হইত। এই ভাষাকে মূল ভাষা বলা যায। ইহা ভিন্ন, দ্রাবিডী, কর্ণাটি, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, উৎকলী, মৈথিলী, গুজরাটি, হিন্দী, ও বঙ্গভাষা, এই দেশে চলিত, এবং এখন পর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই উৎকৃষ্ট, আর ২ ভাষা প্রায় ঐ সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার উৎকৃষ্টতা বিষযে কেহই সন্দেহ করেন না। এই ভাষা যেমন মনোহর তেমনি মধুর। আরবী, পারসী, লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি কোন ভাষাই ইহার তুল্য নহে।

বিচক্ষণবর সর উইলিয়ম জোন্স উত্তম উত্তম সকল ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে এই ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থন অতি অদ্ভুত এবং যে গ্রীক ভাষাকে অতি সম্পূর্ণ বলা যায় তাহা হইতেও এই ভাষা আরো সম্পূর্ণ। এবং নানা প্রকার শব্দ থাকাতে যে লাতিন ভাষা অতি বিখ্যাত, সংস্কৃত ভাষাতে তাহা অপেক্ষা আরো অধিক শব্দ আছে। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে এই উভয় ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা অধিক সুন্দর ও মনোহর। ইহা ভিন্ন ইউরোপীয় আর ২ পণ্ডিতেরা এই ভাষার অনেক প্রশংসা লিখিয়াছেন। বিশেষতঃ জর্ম্মনি দেশের বিচক্ষণাগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা এই ভাষাকে যেরূপ উত্তম বলিযাছেন, অন্য কোন ভাষাকে সেরূপ উত্তম বলেন না। অতএব এই ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পাণিনি নামা মহর্ষি স্বনামে এই ভাষার যে ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন, কুত্রাপি কোন ভাষার ব্যাকরণ তদ্রূপ সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তৎপরে কলাপ সংক্ষিপ্তসার মুগ্ধবোধ সুপদ্ম প্রভৃতি আর ২ ব্যাকরণ লিখিত হইযাছে, তাহাতেও সংস্কৃত ভাষার অপরিসীম গৌরব প্রকাশ পাইযাছে। ইহা ভিন্ন কাব্য নাটক অভিধান ও অলঙ্কারিক গ্রন্থ অনেক আছে, তাহাতেও সংস্কৃত সাহিত্যের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না।

প্রাচীন কালে এই দেশে যে যে বিদ্যার আলোচনা হইত, এই গ্রন্থে তাহার সমুদয়ের বিবরণ লেখা অসাধ্য, কিন্তু যতদূর সাধ্য তাহাব সংক্ষেপ বর্ণন করা যাইতেছে।

জ্যোতিষ।—হিন্দু দিগের জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি প্রাচীন। ধর্ম্মপুস্তক বেদে এই জ্যোতিষ আছে। ইউরোপীয় যে সকল পণ্ডিতেরা হিন্দুপ্রাধান্যের বিরোধী, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে খৃষ্টাব্দের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ কলির প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ যে সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ছিলেন তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে ও তাহাতে ভ্রান্তি মাত্র নাই। ফরাশী দেশীয় বেলি নামক জ্যোতির্ব্বেত্তা কহিয়াছেন যে ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের যে সকল জ্যোতিষগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সেই প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে এই বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইযাছিল।

অনেকেব এমত সংস্কার আছে যে, পৃথিবীর গোলাকৃতি ও শূন্যে স্থিতি এবং তাহার বার্ষিক ও দৈনিক গতি, আর দিবা রাত্রির ২৪ ভাগে বিভাগের যে মত এক্ষণে চলিতেছে ইহা ইংরাজদের মত. হিন্দুবা কস্মিন্ কালেও এ সকল জানিতেন না, কেবল অবনী ত্রিকোণাকার, সর্পাদি পৃষ্ঠে স্থাপিত, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, এই সকল ভ্রান্তিমূলক অলীককথায় হিন্দু শাস্ত্র পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁহাদের এই সংস্কারই যে ভ্রান্তিমূলক তাহা কেহ অনু-

সন্ধান করেন না। প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে, পৃথিবী গোলাকৃতি, স্বভাবতঃ শূন্যে রহিয়াছে, ইহা ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকেই সপ্রমাণ হইবে। ঐ আচার্য্য লিখিয়াছেন,

সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রসবৈরিব॥

কদম্ব কুসুমের গ্রন্থি যেমন কেশর সমুদায়ে বেষ্টিত থাকে, সেইরূপ পৃথিবীপিণ্ড বন, পর্ব্বত, গ্রাম, ও চৈত্য দ্বারা বেষ্টিত রহিযাছে। এবং

নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিযতিচ নিযতং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ।

বিনা আধারে পৃথিবীপিণ্ড স্বভাবতঃ আকাশে স্থিতি করিতেছে এবং তাহার পৃষ্ঠে দেব দৈত্য দানব মনুষ্য সমুদয় স্থাপিত রহিয়াছে।

অপরঞ্চ প্রাচীন পণ্ডিত আর্য্যভট্ট পৃথিবীর গতি নিরূপণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিযাছেন

ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্ত্যাবৃত্ত্য প্রতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদযতি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।

নক্ষত্রমণ্ডল স্থির রহিয়াছে, কেবল পৃথিবীর বারম্বার আবৃত্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয় অস্ত হইতেছে।

এই আর্য্যভট্ট কত দিনের মনুষ্য তাহা অদ্যাপি নিরূ-

পণ হয় নাই। বিলাতীয় পণ্ডিতগণ, কেহ হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রযুক্ত, কেহবা বাইবেল পুস্তকের অলীকতা প্রকাশ আশঙ্কায়, এতদ্দেশীয় প্রাচীন মনুষ্য দিগকে আধুনিক রূপে প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে আর্য্যভট্ট ১৫।১৬ শত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। এই ভট্টের মত অবলম্বন করিয়া ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা জ্যোতিষ গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

পরন্তু ইউরোপীয় ঘটিকা যন্ত্র অনুসারেই দিবারাত্র ২৪ ভাগে বিভক্ত ইহা বোধ হইতে পারে, কিন্তু অগ্নিপুরাণের বচন দেখিলে সে বোধও থাকিবেক না। ঐ পুরাণে লেখে

ঘটিকে দ্বে মুহূর্ত্তঃ স্যাৎ তৈস্ত্রিংশত্যা দিবানিশৌ।
চতুর্ব্বিংশতিবেলাভি রহোরাত্রং প্রচক্ষতে॥
সূর্য্যোদয়াদি র্ব্বিজ্ঞেয়ো মুহূর্ত্তানাং ক্রমঃ সদা।
পশ্চিমাদর্দ্ধরাত্রাদ্ধি হোরাণাংবিদ্যতে ক্রমঃ॥

দুই ঘটিকাতে এক মুহূর্ত্ত হয়, এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে দিবা-রাত্রি হয়, আর চতুর্ব্বিংশতি বেলাতে অহোরাত্র হয়। সূর্য্যোদয় হইতে মুহূর্ত্তের গণনারম্ভ হয, এবং অর্দ্ধরাত্র হইতে হোরা অর্থাৎ বেলার গণনারম্ভ হয়। এই বচন শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইংলণ্ডস্থ রয়েল আসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। ইহা দৃষ্টে প্রতীতি হইবেক যে হোরার মান এ দেশে বহুকালাবধি জানা

আছে, এবং হোরা ও দণ্ড এই দুই প্রকারে দিবা রাত্রি বিভাগ হয। তাহাব এক প্রকার মাত্র ইউরোপে প্রচলিত হইযাছে, অন্য প্রকার গণনা প্রচলিত নাই।

আর, হিন্দুশাস্ত্র মতে পৃথিবীর পরিধি ৩৬০ অংশে, জ্যোতিশ্চক্র ১২ অংশে, এবং নক্ষত্রমণ্ডল ২৭ অংশে বিভক্ত। হিন্দু দিগের ঘোর বিপক্ষ যে বেন্টলি সাহেব তিনিও আপন শেষ রচিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রায় ৩২৯০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগ নিরূপণ কবিযাছিলেন। নক্ষত্র গণ চন্দ্রের বনিতা বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয চন্দ্রের এই ভোগই তাহার তাৎপর্য্য। সুতরাং পুরাণ রচনার বহুকাল পূর্ব্বে এই তত্ত্ব নির্ণয হইযা ছিল। এবং এই সকল গণনা অনুসারে এইক্ষণে ইউবোপের জ্যোতিষ গণনা চলিতেছে।

অতএব হিন্দু শাস্ত্রকে কি প্রকারে ভ্রান্তিমূলক অলীক বলা যায়, বরং একথা বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষের প্রাচীন মত ইউরোপ খণ্ডে নবীন হইযাছে। ফলতঃ, গ্রীশদেশে যখন বিদ্যালোচনার উল্লেখ ছিলনা, তখন এ দেশে বিদ্যোন্নতির একপ্রকার হ্রাস হইযা আসিতেছিল। তাহার বহুকাল পরে পিথাগোরস প্রভৃতি গ্রীশদেশীয পণ্ডিতগণ হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞানে যত্নবান হইয়াছিলেন। এবং সিকন্দর মহাবীরের সমভিব্যাহারী সেনানীগণ ব্রাহ্মণ দিগের শাস্ত্র বিষযক সিদ্ধান্ত অনেক অবগত হইয়া গিয়াছিলেন।

তৎকালে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য-ভানু অস্তপ্রায় হইয়াছিল, সুতরাং জ্ঞানালোচনার পূর্ব্ববৎ প্রাচুর্য্য ছিলনা, তথাপি যাহা ছিল, তাহাই অন্যের পর্ব্বত।

ঐ সময়ে গ্রীশ দেশের লোকদিগের এরূপ সংস্কার ছিল যে পৃথিবী অচল পদার্থ, এবং সূর্য্যাদি ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। পরে মহাধীসম্পন্ন পিথাগোরস, এনেক্সিমেন্দর প্রভৃতি তদ্দেশীয় কয়েক জন পণ্ডিত ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত গণের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া তাহা স্বদেশে প্রচার করেন। সাধারণের মতের বিসম্বাদিতায় ঐ মত তৎকালে তথায় বদ্ধমূল হইতে পারেনাই। তদনন্তর খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালি দেশবাসী কোপর্নিকস নামা এক পণ্ডিত ঐ বিষয় পুনরান্দোলন করেন। পরে অনেক পর্য্যালোচনার পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দিগের দ্বারা নানাপ্রকার ক্লেশ পাইয়াও ঐ মত বদ্ধমূল করেন। তদনন্তর গেলিলিও প্রভৃতি আর কয়েক জন পণ্ডিতের প্রযত্নে তাহা আরো দৃঢ়তর হইল। এবং সম্প্রতি ইহা ইউরোপে অভিনব সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচারিত ও সমাদৃত হইতেছে। বস্তুতঃ হিন্দুদিগের সিদ্ধান্তরূপ বারিনির্ঝর গ্রীশ দেশ দিয়া অন্তঃসলিল প্রবাহে বাহিত হইয়া ইউরোপে একটি বেগবতী নদী হইয়াছে। যেখানে ভূমি হইতে প্রকটিত হইতেছে সেইখানেই লোকে তাহার মূল অনুমান করিতেছে। সুতরাং জ্যোতির্মণ্ডলী বিষয়ক

হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডে কোপর্নিকসের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে।

বিলাতীয় কোন চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন, খৃষ্টিয় শকের প্রারম্ভের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এনেক্সিমেন্দর, পিথাগোরস, ও গ্রীশ দেশীয অন্য অন্য পণ্ডিতের অন্তঃকরণে অনতিপরিস্ফুট রূপে এই বোধোদয় হইয়াছিল, যে সূর্য্য অচল পদার্থ, পৃথিবী এক গ্রহ, অন্যান্য গ্রহবৎ যথানিয়মে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষ হইতে তাহার সঙ্কেত প্রাপ্তির কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে কেবল তত্ত্ববৈমুখ্য মাত্র প্রকাশ হইতেছে।

কিন্তু সকলেই অবগত আছেন পিথাগোরস আসিয়াখণ্ড পর্য্যটন করিয়া এতদ্দেশীয় শাস্ত্রাদি জানিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আচরণ ও ব্যবহারে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিযাছে। তিনি গ্রীশদেশবাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালীন সে দেশের কি বিজ্ঞ কি অজ্ঞ কাহারো সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না। তাঁহার বিবেচনাতে জ্ঞানের উদ্দেশ্য মুক্তি, এবং ইন্দ্রিয়সংযমনাদি তাহার উপায়। আত্মা পরমেশ্বরের অংশ, বহু জন্ম ভ্রমণ করিয়া ও মৃত্যুজন্ম মধ্যবর্ত্তী যমযন্ত্রণাদি ভোগ করিয়া চরমে পরমেশ্বরে পুনর্লীন হয়। তিনি আরো কহিয়াছেন মন ও আত্মা পৃথক পদার্থ, পরমেশ্বর সকলেরই আত্মারূপে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তিনি অবিনাশী, নয়নাদির অগোচর, কেবল

মানসিক ধ্যানে তাঁহার অনুধাবন হয়। এ সকল কথা যে অবিকল হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ তাহা সকলেই অবগত আছেন।

এতদ্ভিন্ন পিথাগোরস আমিষ ভক্ষণ বিষয়ে, ও জীব-হিংসায় হিন্দুবৎ বিমুখ ছিলেন। এমন কি, বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জেরও হিংসা না হয এজন্য শিষ্যদিগকে সতত সতর্ক করিতেন। অধিকন্তু তিনি শিষ্যদিগকে দীর্ঘকাল পরীক্ষাবস্থায় রাখিযা দীক্ষার ন্যায় গুহ্য উপদেশ প্রদান করিতেন। এ সকল বিবেচনা করিলে কাহার মনে এমত সন্দেহ হইতে পারে যে, পিথাগোরস হিন্দুশাস্ত্রার্থশিক্ষা করেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তিনি এই সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। আর তিনি হিন্দুদিগের জ্যোতিষেরও মর্ম্ম জানিয়া তাহা প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে। কেননা তিনি যখন মহাপণ্ডিত হিন্দু-দিগের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মাধর্ম্ম মুক্তিনিরূপণ পর্য্যন্ত অবগত হইযাছিলেন, তখন জ্ঞান কাণ্ড সংসৃষ্ট তাহাদের যে জ্যোতিষ শাস্ত্র তাহারও তাৎপর্য্য অবগত ছিলেন। এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাহা ঐ শাস্ত্রমূলক, ক্রমে তাহা কোপর্নিকস ও আর ২ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ইউরোপে প্রকাশিত হয। সুতরাং হিন্দুরা যে বিশুদ্ধ জ্যোতিষতত্ত্বের সৃষ্টিকার তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন রোম রাজ্যের বিনাশের পর ইউরোপ খণ্ড অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইলে, আরব দেশ হইতে বিজ্ঞান শাস্ত্র গৃহীত হইয়া তথায় পুনর্ব্বার বিদ্যালোচনার সূত্র হয়। কিন্তু আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। ইহাতেও আরো প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দুরা জ্যোতিষের সৃষ্টিকার। তবে ইহাদের এই এক দোষ যে, ইহাঁরা যে সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহা যথা নিয়মে লিপিবদ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী করেন নাই, এবং যে সকল গণনার সঙ্কেত ও বচন দিয়াছেন তাহার উৎপত্তি ও অভিপ্রায় কহেন নাই। গণনাদি কার্য্য সমাধান জন্য যে সকল নিয়ম ও সূত্র আবশ্যক তম্মাত্রই লিখিযাছেন। বোধ হয কেবল, কার্য্য সমাধানার্থ যে সকল পুস্তক হইতেছে ইহাতে মূলের আবশ্যক নাই ইহাই ভাবিয়া থাকিবেন। অথবা মনে করিযা থাকিবেন, এই সকল কারণ আমরা অনায়াসে বুঝিতেছি, যাঁহারা ভাবী পণ্ডিত হইবেন তাঁহাদেরও এইরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে, হেতু নির্দ্দেশে কালক্ষয়ের প্রযোজন নাই। এই জন্য হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই।

যাহাহউক ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন, বিশেষরূপে তাহার হেতু নির্দ্দেশ না করাতেই এদেশের জ্যোতিষের মূলোৎপাটন হইল। এক্ষণে যে জ্যোতিষ আছে তাহা কেবল ভূরি পর্য্যালোচনার কতক গুলি ফল মাত্র। যাহারা এক্ষণে

জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত তাঁহারা কেবল কোষ্ঠী বিবেচনাদি কার্য্যে বিলক্ষণ পটু, যে ২ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহার অর্থ ও প্রয়োগ উত্তমরূপ জানেন। অনায়াসে লিখিবেন অমুক শিশু অমুক লগ্নে অমুক তিথি নক্ষত্রে, চন্দ্রের হোরায়, গুরুর দ্রেক্কাণে, শুক্রের নবাংশে জন্মিয়াছে, ইহার বুধাদিত্য যোগ আছে। আর সে সকলের ফল অব্যাজে আবৃত্তি করিবেন। কিন্তু যোগ করণ কি, ও বুধাদিত্য যোগই বা কাহাকে বলে, তাহার প্রকৃতার্থ কিছুই কহিতে পারিবেন না।

কারণ সম্বলিত অঙ্ক সঙ্কেত এবং আবিষ্ক্রিয়ার সোপান স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ সমস্ত যথা নিয়মে না লেখা ব্যতীত, জ্যোতিষ হ্রাসের আরো কয়েক হেতু আছে। আনুপূর্ব্বিক জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতে হইলে, বিশুদ্ধ গণিতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি আবশ্যক। সেরূপ গণিত শিক্ষার পর জ্যোতিষ শিক্ষা করিতে হইলে, বহু কাল, বহু ধন, বহুদর্শী আচার্য্য অপেক্ষা করে। সে সকল সুযোগ রাজানুকূল্য ভিন্ন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। কেহ বা অল্প বয়সে সংসারভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কাহারও বা ব্যয় সংস্থান হয় না, কেহবা যোগ্য উপদেশক পায় না। তবে রাজা ও রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিদ্যার বিশেষ উৎসাহ হইয়া কৃতবিদ্য জনের ধন মান বৃদ্ধির প্রথা প্রচলিত হইলে বিদ্যার উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু হিন্দু সাম্রাজ্যের

অবসানে মুসলমানের প্রভুত্বাবধি উৎসাহ বৃদ্ধি হয়ে থাকুক, সতত উৎসাহ ভঙ্গ হওয়াতে জ্যোতিষ লোপের মূল সূত্র হইল। তৎপরে সকল পণ্ডিতেরা অপেক্ষাকৃত অল্পবিদ্য হইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে সকল পূর্ব্বাচার্য্য-প্রকাশিত আশ্চর্য্য ফলগুলি জানিতেন তাহাতে গাঢ় অনুরাগ বশতঃ দরিদ্রের ধনের ন্যায় হৃদয়পেটিকায় রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, আপন সন্তানদিগকেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রদান করিতেন না। পরে তাহার বিদ্যা তাহারি সঙ্গে যাইত। এই রূপ অদূরদর্শিতা ও হীন-বুদ্ধিতা নিমিত্তই অধিকাংশ বিদ্যা লোপ হইয়াছে। এবং একাল পর্য্যন্ত সেই দুর্ব্বুদ্ধি অনেক স্থানে প্রবল রহিয়াছে।

বঙ্গদেশে সামুদ্রিক পণ্ডিত প্রায় দেখা যায় না, কদাৎ কোন স্থানে দুই এক জন আছেন, ইহারা করকোষ্ঠী বিবেচনা করিতে পারেন, অর্থাৎ কর দৃষ্টে জন্মকাল নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা মূল কোষ্ঠীর সহিত ঐক্য হইয়া থাকে, ইহাতে তাহাদিগের অত্যন্ত গৌরব ও বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা ঐ বিদ্যাটি স্বীয় স্বীয় পরিবারের কাহাকেও শিক্ষা করান না। এইরূপ ভূরি ভূরি স্থল দর্শনে এদেশের লোকেরা কহিয়া থাকে, জ্যোতিষ খল বিদ্যা, তাহাতেই এদেশে জ্যোতিষ বিদ্যা লোপ হইল।

গণিতশাস্ত্র।—পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে জ্যোতিষের যেরূপ

উন্নতি উল্লেখিত হইল, গণিত শাস্ত্রের অপরাপর শাখার তদধিক উন্নতি হইয়াছিল।

গ্রীকেরা ত্রিভুজতত্ত্ব বিদ্যা যে প্রকার জানিতেন সূর্য্য-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে তাহার আরো বিস্তারিতরূপ লেখা আছে। অধিকন্তু যে সকল সিদ্ধান্ত খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল তাহাও সূর্য্যসিদ্ধান্তে মীমাংসা করা আছে। পণ্ডিতবর পেলেফেয়ার সাহেব হিন্দুমতে ত্রিভুজতত্ত্ব বিষয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ইহার অনেক প্রশংসা লিখিয়াছেন।

ক্ষেত্রতত্ত্ব।—হিন্দুদিগের ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ক অনেক সঙ্কেত আছে, তন্মধ্যে ত্রিভুজতত্ত্বই বিবিধ, বিশেষতঃ যদ্দ্বারা ভুজত্রয়মান ও তাহার ক্ষেত্রফল জানা যায়, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপ খণ্ডে কেহই জানিতেন না। পরে ক্লেবিয়স দ্বারা প্রচারিত হয়। অধিকন্তু বৃত্তের ব্যাসমানে পরিধি নিরূপণ তাঁহারা বহুকালাবধি জানিতেন। অল্পকাল হইল ইহা ইউরোপে প্রকাশ হইয়াছে। এই সকল কারণে হিন্দুদিগের ক্ষেত্রতত্ত্ব-বিদ্যায় সাতিশয় পারদর্শিতা প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বত্র সৌরভ বৃদ্ধি হইয়াছে।

অঙ্কগণিত।—অঙ্কগণিতেও হিন্দুরা অদ্বিতীয়। একং দশং শতং ইত্যাদি যে দশগুণোত্তর অঙ্কসংখ্যায়, আসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকাদি পৃথিবীস্থ সভ্যভাগে

গণনা চলিতেছে, এই দেশেই তাহার উৎপত্তি, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং আসিয়াটিক রিসর্চ গ্রন্থে ইহার অনেক বিবরণ আছে। এই দশগুণোত্তর সংখ্যা আরবদের প্রথম শিক্ষা হয়। পরে ইহা আরবী পুস্তক হইতে লিওনার্ড নামক পণ্ডিত কর্তৃক গৃহীত হইয়া ইউরোপে প্রচারিত হয়। খোলাসৎউল হিসাব নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকাতে লিখিয়াছে যে ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত নয় প্রকার অঙ্ক বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি রূপে লিখিয়াছেন।

বীজগণিত।—ভারতবর্ষে বীজগণিতের অনুশীলন অত্যন্ত উৎকৃষ্ট রূপে হইযাছিল। অপব বিষযে হিন্দুরা গ্রীক প্রভৃতি জাতিদের অপেক্ষা যেমন উৎকৃষ্ট ছিলেন বীজগণিত বিদ্যাতেও সেইরূপ, বরং অধিক উৎকৃষ্ট ছিলেন। ইহা ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য, ও আর ২ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু হিন্দু ও গ্রীক উভয় জাতীয়েরা আর্য্যভট্ট নামক প্রাচীনতর পণ্ডিতের মতাবলম্বী। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও এতদ্দেশে অঙ্ক বিদ্যার বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইযাছিল।

অনেকে অনুমান করেন, আর্য্যভট্টের সময়ে গণিত শাস্ত্রের চূড়ান্ত উন্নতি হইয়াছিল। কোন ২ বিলাতীয় পণ্ডিতের বিবেচনায় গ্রীশ দেশে প্রথম বীজগণিতকার দ্বয়পান্তস, আর্য্যভট্টের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা-

মান কাল মীমাংসা করা কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য নিরূপণ অতি সহজ। যেহেতু ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক এলফিনষ্টন সাহেব লিখিয়াছেন, যে আর্য্যভট্ট কেবল দ্বয়পান্তস অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ এমত নহে, তিনি এবং তাঁহার উত্তরকালীন পণ্ডিতেরা প্রায় আমাদের বর্ত্তমান কালীন পণ্ডিতদের তুল্য ছিলেন। কিন্তু আর্য্যভট্টই যে কেবল হিন্দুদিগের বীজগণিতের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন এমত নহে, তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বেও এই বিদ্যার আলোচনা ছিল, তাহা না হইলে ঐ শাস্ত্র তাঁহার বিদ্যমান কালে এরূপ উন্নত হওয়া অসম্ভব। আর আসিয়াটিক রিসর্চ্চ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, যে দ্বয়পান্তসের গ্রন্থমধ্যে ভারতবর্ষীয় বীজগণিতের অনেক বচন উদ্ধৃত আছে। সুতরাং বীজগণিতের জন্মভূমির বিষয়ে একেবারে সকল সংশয় ছেদ হইল।

এই বীজগণিত শাস্ত্র ইতালির অন্তঃপাতী পীশানগর নিবাসী লিওনার্ড নামক পণ্ডিত প্রথমতঃ ইউরোপ খণ্ডে প্রচার করেন। তিনি স্বকৃত পাটীগণিত ও বীজগণিতের ভূমিকায় যে আত্ম বিবরণ লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে তিনি বার্ব্বরী দেশে গমন করিয়া আরবী ভাষাতে ভারতবর্ষের বীজগণিত শাস্ত্র শিক্ষা করেন, এবং তাহা স্বদেশে প্রকাশজন্য ১১২৩।২৪ শকে লাতিন ভাষাতে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এবম্প্রকারে ভারতবর্ষের বীজগণিত শাস্ত্র ইউরোপ খণ্ডে প্রচারিত

হইল। পরে লিওনার্ড বীজগণিতের সহিত দশগুণোত্তর অঙ্ক গণনাও প্রচার করিলেন, এবং মুসলমানেরা ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী স্পেন দেশে বিদ্যালয় স্থাপন করিলে তথা হইতে আরবী ভাষায় রচিত হিন্দুদিগের জ্যোতিষাদি তাবৎ শাস্ত্র ইউরোপে বিস্তারিত হইল।

এই বীজগণিত প্রথমতঃ ভারতবর্ষে শিক্ষা হইবার আরো এক প্রবল প্রমাণ এই। দ্বয়পান্তস বীজগণিতের একটী অঙ্কের কিঞ্চিন্মাত্র কসিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পরে ১৭ শতাব্দীতে ফারমেট নামক এক পণ্ডিত ঐ অঙ্কের আর কিঞ্চিৎ কসিয়া ইংলণ্ডের যাবতীয় অঙ্ক-পণ্ডিতের নিকট পাঠান। তৎপরে ফরাশীশ দেশীয় হউলার নামক পণ্ডিত ঐ অঙ্ক সম্পূর্ণ করিয়া কসেন। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল যে সেই অঙ্ক তাহার বহুকাল পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য ঠিক সেইরূপে কসিয়া রাখিয়া ছিলেন। অপর একটা অঙ্কের কথা আছে হউলর পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিত ঐ অঙ্কের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, অবশেষে লাগ্রেঞ্জ নামক পণ্ডিত তাহার মীমাংসা করেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে তাহাও বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট ও ভাস্কর ও ব্রহ্মগুপ্ত কসিয়া রাখিয়া ছিলেন। ইত্যাদি নানা কারণে এই ভারতবর্ষই যে বীজগণিতের আকর তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

দর্শনশাস্ত্র।—দর্শনশাস্ত্র ছয়প্রকার—ন্যায়, বেদান্ত, বৈশেষিক, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল।

ন্যায়দর্শন গৌতম কৃত। গৌতম ঋষি প্রথমতঃ কতিপয় সূত্র করেন, তাহা অদ্যাপি গৌতমসূত্র নামে খ্যাত আছে। ঐগ্রন্থ আশ্রয় করিয়া আর আর পণ্ডিতেরা ন্যায় শাস্ত্রের বাহুল্য করিয়াছেন। গৌতমসূত্রের যে ভাগে জ্ঞান উৎপত্তির বিবরণ আছে, তাহা চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম প্রত্যক্ষকাণ্ড, দ্বিতীয় অনুমানকাণ্ড, তৃতীয় উপমানকাণ্ড, চতুর্থ শব্দকাণ্ড। যাহা চক্ষুরাদির গোচর তাহা প্রত্যক্ষ, কার্য্য কারণভাব বিচারে যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহা অনুমান, যাহা তুলনা দ্বারা জানাযায় তাহা উপমান, বাক্য বা অভিপ্রায়সূচক সঙ্কেত শব্দ। এই চারি কাণ্ডে পদার্থ নির্ণয় হইয়াছে।

বৌদ্ধেরা কহেন পৃথিবী নিত্য, এবং স্রষ্টা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এজন্য তাহারা তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ইহাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকেরা কহেন, অনুমান, উপমান, শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রমাণের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়, যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান হয়। বৌদ্ধেরা বলেন অনুমানের প্রামাণ্য অগ্রাহ্। তদুত্তরে নৈয়ায়িকেরা কহেন যখন কেহ বিদেশে গমন করেন, তখন তাহার প্রত্যক্ষ অভাবে তাহার স্ত্রী বিধবা না হযেন কেন। নৈয়ায়িক

দিগের মতে স্বামীর পত্র দ্বারা তাঁহার জীবিত থাকা অনুমান হইতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধমতে এমত কার্য্যকারণভাব সত্ত্বেও স্ত্রীদিগের বৈধব্য বিধান করা সঙ্গত হয়।

ন্যায়দর্শন মতে পরমেশ্বর, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয় রূপে সকল শরীরে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক শরীরে আত্মা পৃথক২ ভাবে আছেন, নচেৎ এক ব্যক্তির পাপ পুণ্যে সকলেরি পাপ পুণ্য হইত। আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ।

ন্যায়দর্শনের যে সকল গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে অধুনা এতদ্দেশে গৌতমসূত্র বা উদয়নাচার্য্য কৃত টীকা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ প্রায় পাঠ করিবার রীতি নাই। গঙ্গেশ রঘুনাথ মথুরানাথ জগদীশ এবং গদাধর এই পঞ্চ জন পণ্ডিতের প্রণীত নব্য গ্রন্থই পাঠ হইয়া থাকে।

বেদান্ত দর্শন বেদব্যাস কৃত। বেদব্যাস যে সকল সূত্র করিয়াছেন তাহার দ্বিতীয় সূত্রের মর্ম্ম এই যে সত্য ধর্ম্ম কি, ইহা নির্ণয় করিয়া মনুষ্য ব্রহ্ম জানিতে বাসনা করিবে। যিনি সৃষ্টি পালন ও সংহার কর্ত্তা তিনিই ব্রহ্ম। বেদান্ত মতে পরমাত্মা নির্গুণ, কেবল সাধকের সাধনসৌকর্য্যার্থ সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় হইতে পারে না, এই জন্য সগুণ কল্পনা করাযায়। ব্যাসের কৃত গ্রন্থ শারীরিক সূত্র। ইহাভিন্ন বঙ্গদেশে শারীরিক ভাষ্য, বাচস্পতি কল্পতরু, পরিমল, বিবরণ,

বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, সিদ্ধান্তোল্লাস, সিদ্ধান্তবিন্দু, এবং পঞ্চদশী, ইত্যাদি নানা গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

বৈশেষিক দর্শন কণাদ মুনি প্রণীত। কণাদ কহেন পৃথিবী অনিত্য নশ্বর পদার্থ, নিত্য পরমাণু সমূহের সংযোগে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিষয় বৈশেষিক বিতণ্ডাময় ভাষ্যরত্ন নামক গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে, অধুনা এতদ্দেশে তাহার আলোচনা প্রায় নাই।

মীমাংসা দর্শন জৈমিনি কৃত। ইহাতে ধর্ম্মের এই লক্ষণ করিয়াছেন। যথা, ঈশ্বর যাহা বেদে বিধি দিয়াছেন তাহার পালন করা ও যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাকাকেই ধর্ম্ম কহা যায়। যদি কহাযায় যে বিধিনিষেধাত্মক অংশ মাত্রই ধর্ম্ম হইলে বিধিনিষেধ ব্যতীত বেদের যে সকল উপাখ্যানাংশ আছে তাহা কি-রূপে মান্য হইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে সে সকল উপাখ্যান ঐ বিধি নিষেধের বিরুদ্ধ নহে, তাহারি প্রতি-পোষক মাত্র।

সাঙ্খ্য দর্শন কর্ত্তা কপিল। সাঙ্খ্য গ্রন্থ মধ্যে সাঙ্খ্য-তত্ত্বকৌমুদী বঙ্গদেশে আছে। কপিলের মতে যে ব্যক্তি পদার্থ ও তদুৎপাদক শক্তি ও সেই শক্তি বিশিষ্ট আত্মাকে জানে সেই মুক্তিভাজন। প্রকৃতি পুরুষে সৃষ্টি হওয়া এই দর্শনের মত।

পাতঞ্জল দর্শন পতঞ্জলি মুনি প্রণীত। ইহার প্রধান

অঙ্গ, যোগ। মনকে স্থির করিয়া ঈশ্বর ভজনা করার নাম যোগ। ঈশ্বর প্রাপ্তিই যোগের উদ্দেশ্য। যোগ আট প্রকার। যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। অন্তরেন্দ্রিয়ের অবরোধ পূর্ব্বক মনকে ঈশ্বরে নিয়োগ করার নাম যম। হস্ত পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পাপপ্রবৃত্তি নিবারণার্থ তাহাদের দমনকে নিযম কহে। আসন পঞ্চপ্রকার, পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, বীরাসন। অঙ্গুলিদ্বারা নাসিকা ধারণ পূর্ব্বক ক্রমবিশেষে মন্ত্র জপের নাম প্রাণাযাম। সাংসারিক সুখে ঔদাস্য পূর্ব্বক ঈশ্বরে মনোনিবেশ করা প্রত্যাহার। ঈশ্বরের অপ্রত্যক্ষ মুর্ত্তিবিশেষের একান্ত চিন্তার নাম ধ্যান। অবিশ্রান্ত ধ্যান করাকে ধারণা কহে। ঈশ্বর মাত্রের চিন্তার নাম সমাধি। এই শাস্ত্রের পাতঞ্জল সূত্র এবং ভোজদেবোদ্ধৃত ভাষ্য এই দুইখান গ্রন্থ বঙ্গদেশে পঠিত হইযা থাকে।

কাব্য।—সংস্কৃত কাব্য অতি অপূর্ব্ব। সংস্কৃতের অক্ষয় শব্দাকর অপরিসীম অনুপ্রাসমালা সহকারে যেরূপ অনুপম মাধুর্য্য বিশিষ্ট নবরসাবিষ্ট নানাবিধ কবিতা রচিত হয় সেরূপ আর কোন ভাষায় হইয়া উঠেনা। এতদ্ভাষাজ্ঞ বিলাতীয় পণ্ডিতেরা নিজ নিজ ভাষায় সুমধুর সংস্কৃত কবিতা ভাষান্তরিত করণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল ভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় ছন্দোবন্ধ, শব্দ-

বাহুল্য শব্দলালিত্যাদি না থাকাতে অনুবাদে মূল কবিতার উপাখ্যানাংশ মাত্র থাকে, রমণীয় মাধুর্য্য ও অনুপম পারিপাট্য কিছুই থাকে না। কাব্যমধ্যে নাটক অতি প্রশংসনীয়। কবিকুলমধ্যে কালিদাস ও বাভট, নাটক রচনায় শ্রেষ্ঠ। এবং কালিদাস রচিত শকুন্তলা নামক নাটক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালতীমাধব প্রভৃতি আর কয়েকখান নাটক আছে, তাহাও অতি সুপ্রসিদ্ধ। নাটকের সংখ্যা প্রায় ৬০ ষষ্টিখান হইবেক, এতন্মধ্যে শকুন্তলার সৌরভ সর্ব্বাগ্রে দিগ্‌দেশে প্রচারিত হয়, প্রথমতঃ সর উইলিয়ম জোন্স সাহেব ইংরাজী ভাষাতে তাহার অনুবাদ করেন, পরে উইলসন সাহেব অনেক গুলি নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন।

এতদ্দেশের মহাকাব্য মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে, অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে বাল্মীকি তপোধন তপোবলে ভাবী লীলা বর্ণনা করেন। পরে কালে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হওয়াতে মুনিবাক্য সপ্রমাণ হইলে, উক্ত মহর্ষির শিক্ষিত শ্রীরামতনয় লব ও কুশ অযোধ্যার রাজসভায় বীণাযন্ত্রে রামায়ণ গান করেন। কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই রামায়ণ ভাষা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ মূল হইতে অনেক নিকৃষ্ট, তথাপি বঙ্গদেশে এমত মনুষ্য নাই যিনি তাহার স্থূল অবগত নহেন।

কুরু পাণ্ডবের যে অদ্ভুত যুদ্ধ হয় তদ্বৃত্তান্ত, মহামুনি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়া মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই মহাভারত অতি সুবিখ্যাত। সকল দেশের লোকেই ইহার প্রশংসা করেন। ইউরোপের লোকেরা গ্রীশদেশীয় কবি হোমারকে দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করেন, সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করেন না, আর কহেন যে তাঁহার সহিত কবির তুলনা সম্ভাব্য নহে। এমন যে হোমার, ভারতকার ব্যাসদেবকে তাহার তুল্যানুতুল্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে তাহাদের বোধে যাহা চূড়ান্ত প্রশংসা তাহাই করা হইযাছে। এই মহাকাব্য সাধারণের বোধার্থ কাশীরামদাস বঙ্গপদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক উপকার হইযাছে, যেহেতু রামাযণ ও মহাভারত পাঠে অনেকের নীতি শিক্ষা হয়, আর এই বিবরণ ভারতবর্ষে কাহারো অগোচর নাই। ইংরাজেরা এক্ষণে এই রাজ্যের অধিপতি, ইহারা কি প্রকারে রাজ্য লইলেন বা কে রাজা, এতদ্দেশীয় সহস্র লোকের মধ্যে এক জন লোকও অবগত কিনা সন্দেহ। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোন্ যুগে হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত। অতি সামান্য স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলে, সেও তাহা অনায়াসে বলিতে পারে। সামান্য দোকানীরাও শত শতবার ঐ বিবরণ পাঠ করিয়াছে, তথাপি তৎপাঠে ক্ষান্ত হয়না। ঐ বিবরণ কি মনোহর,

যখনই পাঠ করা যায় তখনই নূতন বোধ হয়। বাল্মীক কৃত রামায়ণ গ্রন্থের পক্ষেও এই কথা বলা যায়।

ইহাভিন্ন মেঘদূত, পদাঙ্কদূত প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র কাব্য আছে। জয়দেব প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ সর্ব্বত্র সমাদৃত। ইহাতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাব ও শব্দ সকলই সুমিষ্ট, এবং আশ্চর্য্য। ইহা প্রগাঢ় সংস্কৃতে রচিত, তথাপি কষ্টোচ্চার্য্য যুক্তাক্ষর প্রায় দেখাযায় না, এবং যে সকল লোক ইহার শব্দার্থ মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিতে পারেনা, কেবল ছন্দের পারিপাট্যে তাহারাও পাঠ ও গান করিয়া আমোদিত হইতে থাকে।

আয়ুর্ব্বেদাদি।—প্রাচীন হিন্দুরা আয়ুর্ব্বেদেও অতি নিপুণ ছিলেন। প্রাচীন ভেষজগ্রন্থমধ্যে চরক ও সুশ্রুত নামক দুইখান গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায়। আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট বৈদ্যক শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আরবী গ্রন্থকারেরা স্পষ্ট স্বীকার করেন। একাদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে বোগদাদের বাদশা হারুনলরসিদের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দুরা ভেষজ বিদ্যায় যেমত ব্যুৎপন্ন অস্ত্রচিকিৎসাতেও তদ্রূপ নিপুণ ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থে অন্যূন ১২৭ খান চিকিৎসার অস্ত্রের বিবরণ আছে।

সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিত্রাদি শিল্প কর্ম্মে হিন্দুরা বহুকালাবধি বিখ্যাত। কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্য কতকাল আছে কেহ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। এদেশজাত মণি মুক্তা স্বর্ণ রজত

পট্টাদিময় বস্ত্র আর নানা প্রকার অলঙ্কার চিরকাল ইউরোপে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া আসিতেছে। এমতে স্মরণাতীত কালাবধি ভারতবর্ষ সকল বিদ্যার আকর হইয়াছে।

কেবল ইউরোপেই এখানকার বিদ্যা বিস্তারিত হইয়াছিল এমত নহে। আফ্রিকাতে মিসর বা ইজিপ্ট দেশে ও পূর্ব্বভাগে চীনরাজ্যেও ভারতবর্ষের জ্ঞানাঙ্কুর প্রথমে বপন হয়।

এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই যাহা লেখা গেল তাহাতেই বোধ হইবে প্রথমে এই ভারতবর্ষে বিদ্যারম্ভ হয়, তৎপরে ঐ বিদ্যা ক্রমে২ পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তারিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতবর্ষে কি প্রকারে লোক বসতি হয়, ও হিন্দু-সন্তানেরা কোথায় কোথায় গমন করেন।

এই ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ বা আসিয়াখণ্ডের দক্ষিণাংশ কহা যায়। ইহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা যৎকিঞ্চিৎ অংশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র মহাসমুদ্র, পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বদিকে হিমালয়ের শাখা যে পর্ব্বতশ্রেণি আছে সেই সকল পর্ব্বত ও তন্নিম্নের মহাসমুদ্র, এবং পশ্চিম সীমা সিন্ধু নদীর পশ্চিমস্থ পূর্ব্বোক্ত হিমালয়ের শাখা অন্য এক পর্ব্বত শ্রেণি, ও তাহার নীচে মহাসমুদ্র (১)।

---

(১) ইহা লোক প্রসিদ্ধ ও শাস্ত্র সম্মত বটে—মহাকবি কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই কথিত হইয়াছে, এবং মনুতেও দেখা যাইতেছে যে হিমালয় পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তর সীমা, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এস্থলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র যে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রকে বুঝাইতেছে ইহাতে সন্দেহ হয় না, কারণ বিন্ধ্য গিরির উত্তরে যে সকল দেশ আছে, সেই সকল দেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রের উত্তরে ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে সকল স্থান

এই ভারতবর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য নামে খ্যাত ছিল। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ যে দেশ তাহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত। বিন্ধ্যাচল অবধি তাবৎ দক্ষিণ দেশকে দাক্ষিণাত্য বলা যাইত।

পরন্তু, আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ব অবধি প্রয়াগের পশ্চিম পর্য্যন্ত যে দেশ তাহার নাম মধ্যদেশ। ইহার মধ্যে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, ও শূরসেন এই চারি দেশ।

আছে, ইহার পশ্চিমে কোন সমুদ্রই নাই, এবং পূর্ব্বদিকেও ব্রহ্মদেশ ও মহাচীনের কিয়দংশ উল্লঙ্ঘন না করিলে সমুদ্র পাওয়া যায় না। সুতরাং মনু ও কালিদাস প্রভৃতি যে এ বিষয়ে এত ভ্রান্ত হইয়াছিলেন ইহা বোধ হয় না। অপর, পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত সকল যে হিমালয়ের একরূপ শাখা ইহা দেদীপ্যমান আছে। আর চট্টোগ্রামের দক্ষিণে কিঞ্চিদ্দূর পর্য্যন্ত সমুদ্র নাই, পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত আছে, ইহাও দৃষ্ট হয়। তৎপ্রদেশস্থ পর্ব্বত মধ্যে আদিনাথ নামে তীর্থ প্রকাশ আছে, অদ্যাপি অনেক সন্ন্যাসী তথায় গমনাগমন করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে ও অমরসিংহ কৃত অভিধানে দেখা যাইতেছে, যে ভারতবর্ষের পূর্ব্বে কিরাত বা ম্লেচ্ছ ও পশ্চিমে যবন ও ম্লেচ্ছদিগের বাস ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ দৃষ্ট হয়। অন্য দুই দিকের সীমা বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এই সকল দেশের পূর্ব্ব নাম লোপ হইয়াছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের নাম অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, ইহাকে এক্ষণে স্থানেশ্বর বলা যায়। মৎস্য দেশ (১) বর্ত্তমান জয়পুর। গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশে হস্তিনা পুরীর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগ চর্ম্মণ্বতী (চম্বল নদী) পর্য্যন্ত পঞ্চাল দেশ (২)। এবং মথুরা দেশের নাম শূরসেন। এই চারি দেশ মনু-সংহিতাতে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলিয়া খ্যাত। এবং ইহার উত্তর সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী যে দেশ তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত।

ইহার মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং দেবপ্রণীত বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মনু ও আর আর প্রাচীন গ্রন্থকারেরা যাহা লিখিযাছেন তদ্দ্বারা বোধ হয এই স্থানে হিন্দুবংশ ও ধর্ম্মের উৎপত্তি হয। এই বিষয়ে অনেকের অনেক মত। কেহ ২ বলেন হিন্দুরা এই দেশের মনুষ্য ছিলেন না, অন্য দেশ হইতে আসিয়া এই দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

---

(১) মৎস্যদেশ দুই—রঙ্গপুর, দিনাজপুর। এবং কুচবেহারকেও মৎস্যদেশ বলা যায়, ইহার আর এক নাম নিবৃত্তি। বিরাট রাজা এই খানে রাজত্ব করিতেন।

(২) সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা এই পঞ্চ নদীর মধ্যে যে দেশ তাহাকে পাঞ্জাব কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম পঞ্চনদ। বোধ হয পঞ্চাল ইহারি নামান্তর।

এই ব্রহ্মাবর্ত্তের নাম এইক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্র তীর্থের নিকটে সরস্বতী নদী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এবং ঘাগর নামে আর এক নদী তাহার দক্ষিণে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া গিয়াছে। এই নদীর প্রাচীন নাম দৃষদ্বতী হইলে হইতে পারে। যাহাহউক নানা গ্রন্থে ব্রহ্মাবর্ত্তের নাম উল্লেখিত আছে, এবং অনেকে এই স্থির করিয়াছেন ব্রহ্মাবর্ত্ত দিল্লীর ৫০ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর এবং পঞ্জাবের পূর্ব্বে ছিল। কেহ২ ইহাও বলেন পঞ্জাব ঐ রাজ্য ভুক্ত ছিল। যাহাহউক এই ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথমে হিন্দু দিগের বসতি ছিল, ইহা মহাভারত রামায়ণাদি ভূরি ২ গ্রন্থে প্রকাশ আছে, তদ্বিষযে সন্দেহ মাত্র নাই। এই ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে যমুনা ও গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল।

মনুসংহিতা দ্বারা আরো জানা যাইতেছে যে তৎকালে হিন্দুদিগের বসতি কেবল বিন্ধ্য হিমালযের অন্তর্ব্বর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যেই ছিল, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশে ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা বাস করিত। কালক্রমে তাহাতেও হিন্দু জাতির বসতি হইয়াছে।

পুরাণলেখকেরা ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মর্ষি দেশের কোন বিবরণ লেখেন নাই, কেবল অযোধ্যা নগরের স্থাপন অবধি ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা জানা যায়, বৈবস্বত মনু কর্ত্তৃক অযোধ্যা রাজ্য নির্ম্মিত হয়, তৎপরে

তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু তথাকার প্রথম রাজা হয়েন। এই ইক্ষ্বাকু হইতেই সূর্য্যবংশের উৎপত্তি ও গণনা হইযাছে, এবং তাঁহার সন্তানেরা ক্রমশঃ পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে রাজ্য ও বংশ বিস্তার করেন। তাহার প্রমাণ, ইক্ষ্বাকুর পুত্র মিথি মিথিলা (ত্রিহুত) রাজ্য স্থাপন করেন, এবং তাঁহা হইতে মিথিলার রাজবংশের উৎপত্তি হয়। এই মিথির আর এক নাম বিদেহ, তদনুসারে মিথিলার আর এক নাম বিদেহ। ইক্ষ্বাকুর সহোদর করুষ হইতে মহাবল কারুষ ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি, তাঁহারা বিন্ধ্য গিরিতে বাস করেন। তাঁহার অন্য ভ্রাতা স্বর্যাতির পৌত্র রেবত আনর্ত্ত দেশের অধিপতি হইয়া কুশস্থলী (দ্বারকা) নগরীতে রাজধানী করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার ভ্রাতা নেদিষ্ঠবংশীয় বিশাল নৃপতি মিথিলা সন্নিহিত বৈশালী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ভিন্ন ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র মেরু গিরির দক্ষিণোত্তরে বাস করেন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র রেবত রাজার পুত্রেরা নানাদিক্ গমন করেন, ও তৎকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়দিগের নানা দেশে বাস হয়। ইহাতে সূর্য্যবংশীয় নৃপতি দ্বারাও অনেক রাজ্য ও অনেক দেশে লোক স্থাপিত হয়। পুরাণে ইহার নানা প্রমাণ আছে (১)।

---

(১) বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, রেবতের শত পুত্র রাক্ষস ভয়ে নানা দিকে পলায়ন করেন, এবং তাহা-

কিন্তু সূর্য্যবংশ অপেক্ষা চন্দ্রবংশীয়েরা আরো অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই চন্দ্রবংশও মনুর আর এক সন্তান সুদ্যুম্ন হইতে উৎপন্ন হয়। সুদ্যুম্নের কন্যাভাব প্রাপ্তির এক কল্পিত উপাখ্যান আছে, তাহা লিখিবার প্রয়োজনাভাব। এই সুদ্যুম্নের দুই পুত্র ছিল, উৎকল ও গয়, ইহারা উৎকল ও গযা নামে দুই রাজ্য স্থাপন করেন। সুদ্যুম্ন স্বয়ং প্রয়াগের পূর্ব্বাংশে প্রতিষ্ঠান পুরীতে বাস করিয়া চন্দ্রবংশীয পুরূরবা নৃপতিকে ঐ স্থান সমর্পণ করেন। পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আয়ুঃ। তাঁহার পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের সন্তানেরা কাশী অধিকার করেন। অমাবসু নামে পুরূরবার অন্য এক পুত্র ছিলেন, তৎকুলোদ্ভব কুশ রাজার চারি পুত্র ছিল। তাঁহার প্রথম পুত্র কুশনাভ কান্যকুব্জ পুরী স্থাপন করেন। এই কান্যকুব্জের আর এক নাম মহোদয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অমর্ত্তারযা কামরূপ স্থাপন করেন, ইহার আর এক নাম প্রাগ্জ্যোতিষ। তৃতীয় পুত্র বসু গিরিব্রজ (১) অর্থাৎ মগধ-রাজ্য স্থাপন করেন। এবং কুশাম্ব কৌশাম্বী নামে পুরী

দিগের বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা সর্ব্বদিকে বসতি করিলেন। (তত্ত্ববোধিনী)

(১) গিরিব্রজ মগধ দেশের অন্তঃপাতী, তাহার প্রমাণ, রামায়ণের আদিকাণ্ডে এই প্রকার লিখিত আছে যে, সে স্থানে পঞ্চ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। আর মহাভারতীয় সভা-

স্থাপন করেন। এই কৌশাম্বী নগর প্রয়াগ ও মগধের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল।

আয়ুর অন্য এক পুত্রের নাম নহুষ। তৎপুত্র ভুবন-বিখ্যাত যযাতির পাঁচ পুত্র ছিল, যদু, অনু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও পুরু। যদুবংশীয় নৃপতি পুরাব্রতের পুত্র পরিঘ এবং হরি বিদেহ নগরে অবস্থিতি করেন। এবং জ্যামঘ নামে তাঁহার অন্য এক পুত্র গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নর্ম্মদাকূলে পর্ব্বত অধিকার করিয়া ঋক্ষবান্ এবং শুক্তিমান্ পর্ব্বতে বসতি করেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিদর্ভ, তাঁহা হইতে বিদর্ভ দেশের নাম হইয়া থাকিবে। এবং তাঁহার পুত্রেব নাম চেদি, তাঁহা হইতেই চেদি বংশের উৎপত্তি হয়।

যযাতির দ্বিতীয় পুত্রের নাম অনু। তাঁহাব বংশীয় উশীনর এবং শিবির পুত্রেরা পঞ্জাব আদি পশ্চিম উত্তর খণ্ডের অন্তঃপাতি শিবি, সৌবীর, মদ্র, কেকয় প্রভৃতি

পর্ব্বে লিখিত আছে যে জরাসন্ধেব পুরী গিরিব্রজ পঞ্চ মহাপর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। এই পঞ্চ পর্ব্বত এখন পর্য্যন্ত ফল্গু নদীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান আছে। এই পঞ্চ পর্ব্বতের নাম রত্নগিরি বিপুলগিরি বৈভারগিরি শোণগিরি ও উদয়গিরি। এই গিরিব্রজকে বৌদ্ধেরা রাজগৃহ কহিতেন। তথায় তীর্থযাত্রিরা পিণ্ডদান করেন। এবং ইহার তিন চারি ক্রোশ অন্তরে গিরিয়ক্ নামে এক পর্ব্বত আছে, তত্রস্থ লোকেরা তাহাকে গিরিব্রজ বলিয়া থাকে।

দেশ অধিকার করিযাছিলেন (১)। এই উশীনরের ভ্রাতা তিতিক্ষুর কুলোদ্ভব বলির ভার্য্যার গর্ব্ভে ও দীর্ঘতমসের ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে যে যে দেশে বাস করিযাছিলেন, তাহা স্ব স্ব নামে খ্যাত করেন (২)।

---

(১) শিবি দেশে কোটিকাস্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দ্রৌপদী হরণার্থ সিন্ধু ও সৌবীরের রাজা জয়দ্রথের সহযোগী হন। গ্রীক গ্রন্থের দ্বারা বোধ হয় পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্ব্বে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যস্থলে এই নগর ছিল।

সৌবীর।—মহাভারত ও পুরাণে সৌবীর দেশকে সিন্ধুর সহিত একত্র করিয়া সিন্ধুসৌবীর নামে লিখিযাছে ইহাতে সৌবীর সিন্ধুর নিকটবর্ত্তী ছিল বোধ হইতেছে।

মদ্র।—মদ্র পঞ্জাবের অন্তর্গত কোন দেশ হইবে। মহাভারতে উক্ত আছে শল্য মদ্রাধিপতি ছিলেন, এবং নকুল শাকল দেশ প্রাপ্ত হইয়া শল্যকে বশীভূত করিয়াছিলেন। গ্রীক গ্রন্থে লেখে বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্ত্তি স্থানে শঙ্গলনামে এক নগর ছিল। এই শঙ্গল এবং সংস্কৃত শকল এক স্থানের নাম হইতে পারে। মদ্র লোকেরা তথায় বাস করিতেন।

কেকয়।—পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর কতক দূর পশ্চিমে পর্ব্বতময় দেশকে কৈকয় দেশ বলা যাইত।

(২) অঙ্গ।—অঙ্গ বংশোদ্ভব চম্প রাজা চম্পা নগর স্থাপন করেন। মহাভারতে ঐ চম্পা নগরকে অঙ্গ রাজার রাজ-

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশীয় রাজারা মধ্যদেশে ও মগধ রাজ্যে রাজত্ব করেন। তৎকুলোদ্ভব হস্তী হস্তিনা-

---

ধানী বলিয়া লিখিয়াছেন। এই চম্পা নগর বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকট।

বঙ্গ।—বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বদেশ, ইহা এক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নামে চলিতেছে।

কলিঙ্গ।—উৎকলের দক্ষিণ দ্রাবিড় পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ দেশের নাম কলিঙ্গ।

সুহ্ম।—সুহ্মদেশ পূর্ব্ব দেশের মধ্যে গণিত হইয়াছে। মহাভারতীয় সভা পর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয় আখ্যানে লিখিত আছে যে তিনি বিদেহ (ত্রিহুত) ও কিরাত দেশ জয় করিয়া, পরে সুহ্ম ও প্রসুহ্ম দেশ পরাজয় করিলেন। কিরাত জাতি হিন্দুশাস্ত্রে ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহাদিগকে ভোট বলা যায়। তাহারা সম্ভবতঃ কিরাত জাতি। অতএব সুহ্ম দেশ বঙ্গ রাজ্যের উত্তর বা উত্তর পূর্ব্ব অংশে হইতে পারে। বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব এই দেশকে ত্রিপুরা ও আরাকান বলিয়া অনুমান করেন।

পুণ্ড্র।—ভবিষ্য পুরাণীয় ব্রহ্মাণ্ডাধ্যায় অনুসারে পুণ্ড্র দেশের উত্তর পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদী, হিমালয়ের পূর্ব্ব ভাগ এবং ঢাকার উত্তর স্থান। দক্ষিণ পশ্চিম সীমা মগধের দক্ষিণ ভাগ। পশ্চিম সীমা রেবা ও বন্দেল খণ্ড। এবং দক্ষিণ সীমা গণ্ডোয়ানা, ছোট নাগপুর, উৎকল, এবং বঙ্গ দেশের দক্ষিণ ভাগ, অর্থাৎ এক্ষণকার বাঙ্গালার মধ্যে রাজসাহী মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, নবদ্বীপ

পুরী সংস্থাপন করেন (১)। এই হস্তীর পুত্র অজমীঢ়ের বংশ বহু স্থানে বিস্তারিত হইবার বিবরণ আছে। তাঁহার পুত্র নীলবংশোদ্ভব হর্য্যশ্ব রাজা ও তাঁহাব পঞ্চ পুত্র পঞ্চাল রাজ্যে রাজত্ব করেন। এই রাজ্যের পঞ্চ খণ্ডে পঞ্চ পুত্রের অধিকার প্রযুক্তই সে রাজ্য পঞ্চাল নামে

জিলার কিয়দংশ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরের কিঞ্চিৎ অংশ, এবং জঙ্গলমহল, বেহারের মধ্যে রামগড়, পাঁচেট ও পালাসো, এবং আলাহাবাদের মধ্যে চুনারের কিয়দংশ, এই সকল জিলা পূর্ব্বে পুণ্ড্র দেশ ছিল। কিন্তু যখন অঙ্গ মগধাদির স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ আছে তখন প্রথমতঃ পুণ্ড্র দেশ এতদ্রূপ বিস্তারিত না থাকিবে। ভাগবতে উৎকলের বসতিও এই সঙ্গে ধৃত করিয়াছেন। যথা "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদ্যাঃ সুহ্ম পুণ্ড্রাভ্র সংজ্ঞিতাঃ।" কিন্তু উৎকলে হিন্দুবংশের অধিবাস ইহার পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব অনুমান করেন এই বচনে বঙ্গ কলিঙ্গাদি কতিপয় নাম তত্তৎ দেশে হিন্দুসন্তানদিগের বসতি হইবার পর কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সুদ্যুম্নের পুত্র উৎকল দ্বারা উৎকল দেশের নাম প্রসিদ্ধ হইবার যে আখ্যান কথিত হইয়াছে তাহাও তদ্রূপ কল্পনা বোধ হয়, যেহেতু কাশ্যাদি দেশ অপেক্ষা অগ্রে উৎকল অধিকার করা সম্ভব নহে। (তত্ত্ববোধিনী)

(১) হস্তিনাপুরী দিল্লীর পূর্ব্বাংশে ছিল, তাহা গঙ্গার স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার ভগ্ন চিহ্ন দিল্লীর পূর্ব্বে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে দৃষ্ট হয়।

খ্যাত। অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্রের নাম রুক্ষ। তৎপুত্র সম্বরণকে পাঞ্চালেরা রণে পরাস্ত করিয়া রাজ্য ভ্রষ্ট করেন, এজন্য সম্বরণ হস্তিনাপুরী হইতে সপরিবারে অমাত্য ও সুহৃদ্‌গণ সহিত পশ্চিমে সিন্ধু নদী তীরে পর্ব্বত সন্নিধানে অবস্থিতি করেন। তৎপরে পুনর্ব্বার তাঁহারা হস্তিনাপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। এই সম্বরণের পুত্র কুরুব নামে কুরুজাঙ্গল দেশ ও কুরুক্ষেত্র তীর্থের নাম প্রসিদ্ধ হয়। রুক্ষবংশীয় বৃহদ্রথ প্রভৃতি ভূপতিগণ মগধ রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

যযাতির আর এক সন্তানের নাম দ্রুহ্যু। দ্রুহ্যুর কুলোদ্ভব গান্ধার কর্ত্তৃক গান্ধার রাজ্য স্থাপিত হয় (১)। এবং তৎকুলোদ্ভব প্রচেতার পুত্র গণের উত্তর অঞ্চলে ম্লেচ্ছ দেশে আধিপত্য করিবার প্রসঙ্গ উল্লেখিত আছে।

---

(১) কাবুলের পশ্চিম উত্তর যে বর্ত্তমান কান্ধার দেশ আছে তাহাই পূর্ব্বে গান্ধার নামে খ্যাত ছিল। এই দেশের লোকেরা প্রথমতঃ ধর্ম্মশীল ছিল, এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে ইহাদের আকারের বৈলক্ষণ্য জন্মে। তৎপরে ইহারা পারস্য দেশের অধীন হইয়াছিল। তাহাতে ঐ দেশে পারস্য ভাষা প্রচলিত হইলে, বোধ হয় ঐ ভাষার (ক ও গ) কাফ ও গাফ অক্ষরের সমতা প্রযুক্ত গান্ধার শব্দ ঘুচিয়া কান্ধার শব্দ হইয়াছে।

তুর্ব্বসু হইতে যবন জাতির উদ্ভব হয়, ইহা মহাভারতে লেখা আছে, কিন্তু ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কাশ্মীর রাজ্যে হিন্দুদিগের বসতির বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ঐ রাজ্য সম্পর্কীয় এ প্রকার এক প্রাচীন গল্প আছে যে, কাশ্মীর রাজ্য পূর্ব্বে জলে মগ্ন ছিল, কশ্যপ মুনি ঐ জল নিঃসারিত করিয়া কাশ্মীর রাজ্য স্থাপন করিলেন। মুসলমান গ্রন্থে লেখে যে ঐ মুনি তথায় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে লিখিয়াছে যে ঐ রাজ্যের প্রথম রাজা গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু মুসলমান গ্রন্থে লেখে যে গোনর্দ্দের পূর্ব্বে পাণ্ডু নামে তথাকার এক রাজা ছিলেন। গ্রীক গ্রন্থকর্ত্তা তলমীও লেখেন যে বিতস্তা নদীর নিকটে এক পাণ্ডু রাজ্য ছিল। অপর, মহাভারতেও ইহা দৃষ্ট হয় যে পঞ্চ পাণ্ডব পূর্ব্বকালে হিমালয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় যে কৌরব বংশ এই রাজ্য অধিকার করিযাছিলেন।

এই প্রকার মধ্যে ও পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, মথুরা, কান্যকুব্জ, পঞ্চাল এবং দ্বারিকা, সিন্ধু, ও সিন্ধু পার পূর্ব্বদিকে কাশী, মিথিলা, মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি ও তৎপৃষ্ঠে বিদর্ভ পর্য্যন্ত মনুসন্তানেরা আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। রামায়ণ মহাভারত ও

পুরাণে ইহার যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা কদাপি মিথ্যা বোধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐ সকল বিবরণ অকল্পিত, পাষাণ পট্ট ও তাম্রপট্টে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

এস্থলে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুসন্তানদিগের বসতির বিবরণ লেখা গেল না। এই দেশ পূর্ব্বকালে ম্লেচ্ছ বলিয়া গণনীয় ছিল। বিশেষতঃ মনুর দশম অধ্যায়ে দ্রাবিড়াদি দেশীয় লোক সকলকে শক যবনাদি ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে গণনা করা গিয়াছে। ম্লেচ্ছ শব্দের কি অর্থ তাহা স্পষ্ট নির্দ্ধারণ কিছুই নাই।

মনুসংহিতাতে লিখিত আছে পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পাবদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই সমস্ত লোকেরা ম্লেচ্ছ মধ্যে গণ্য ছিল। স্থানান্তরে লেখে ইহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুরাণ ইতিহাসে ও ভূরি ২ গ্রন্থে ম্লেচ্ছদিগকে ধর্ম্মচ্যুত ক্ষত্রিয় রূপে উক্ত করিয়াছেন এবং সগরাদির উপাখ্যানে ধর্ম্মচ্যুত ক্ষত্রিয়দিগের শক যবনাদি ম্লেচ্ছ হইবার বিবরণ আছে।

এই বিবরণের স্থূল তাৎপর্য্য এই। বৈবস্বত মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুর গাভি হনন করিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়, এবং তদ্বংশীয়েরা যদিও বেদবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিত কিন্তু তাহাদিগের যবন খ্যাতি হইয়াছিল। ইহাদিগের কোন ২ শ্রেণি শক, কাম্বোজ,

পারদ, খশ, পহ্লব নামে খ্যাত ছিল। বহুকাল পরে বাহুক নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা হইয়াছিলেন। তালজঙ্ঘ হৈহয় বংশীয় রাজারা পূবধ্রুবংশীয় যবনদিগের সহযোগে তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করেন। বাহুক রাজার পুত্র সগর এক মুনির আশ্রমে থাকিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে পিতৃশত্রুদিগকে দণ্ড দিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যবনাদি তালজঙ্ঘ হৈহয়দিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ঐ জাতীয়েরা মহাভীত হইয়া বশিষ্ঠের শরণাগত হইল। বশিষ্ঠ তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের পরামর্শ দিয়া সগর রাজাকে বলিলেন তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। সগর রাজা তাঁহার অনুরোধে তাহাদিগকে বধ না করিয়া তাহাদিগের ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা রহিত করিলেন, এবং কাহারো সর্ব্বশিরোমুণ্ডন, কাহারো অর্দ্ধশিরোমুণ্ডন, কাহাকে শ্মশ্রুধারী ও কাহাকে মুক্তকচ্ছ করিয়া (১) সিন্ধুপার করিয়া দিলেন। যে হেতু তাহারা অপর হিন্দুদিগের সহিত একত্রে বাস করিতে না পারে। তাহাতে ঐ সকল জাতীয়েরা হিন্দুস্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে বাস করিতে লাগিল। বিষ্ণুপুরাণে লেখে যাহারা সর্ব্ব-

---

(১) অর্দ্ধ মুণ্ডান শিরঃ কাংশ্চিৎ সর্ব্বমুণ্ডানথাপরান্। কাংশ্চিৎ শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিৎ মুক্তকচ্ছানথাপরান্। হরিবংশ।

শিরোমুণ্ডিত তাহারা যবন, যাহারা অর্দ্ধশিরোমুণ্ডিত তাহারা শক, যাহাদিগের প্রলম্বিত কেশ তাহারা পারদ, এবং পহ্লবেরা শ্মশ্রুধারী (১)। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও এই কথার প্রমাণ আছে, ঐ গ্রন্থে লেখে যবন ও কাম্বোজেরা সর্ব্বশিরোমুণ্ডিত, পারদেরা মুক্তকেশ, এবং পহ্লবেরা শ্মশ্রুধারী (২)। সম্ভবতঃ এই সকল জাতি হইতে আরব, তুর্কী, ইহুদী, পারস, ও আর ২ সকল যবন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু আরবীয়েরা সর্ব্ব-শিরোমুণ্ডিত, তুর্কী ও ইহুদীরা অর্দ্ধশিরোমুণ্ডিত, পারসেরা মুক্তকেশ। এবং আর ২ মুসলমানেরা শ্মশ্রু-ধারী। অতএব ইহারা সকলেই প্রথমে হিন্দুসন্তান ছিল ইহা অসম্ভব নহে। তবে যে মুসলমান দিগের আচার ব্যবহারাদি হিন্দু দিগের আচার ব্যবহারের বিপরীত তাহার কারণ এই, সগর রাজা যখন তাহাদিগকে দেশা-ন্তরিত করেন তখন তাহাদিগকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিয়া হিন্দু দিগের বিপরীত বেশাদি ধারণ করান। এই জন্য তাহাদের বেশ ব্যবহারাদি হিন্দুদিগের বিপরীত, এবং

(১) যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোঽর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্ব-কেশান্ পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধারিণঃ। বিষ্ণুপুরাণ।

(২) যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ। পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

এই কারণে তাহারা হিন্দুদ্বেষী হইয়া থাকিবে এমত অনুমান করা যাইতে পারে।

পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির বিষয়ে তত্ত্ববোধিনীলেখকেরা যে টীকা করিয়াছেন তাহার সার ভাগ পশ্চাতে লেখা যাইতেছে।

পৌণ্ড্র।—পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে যে গৌড়াদি পূর্ব্বদেশের নাম পুণ্ড্র, তদ্দেশবাসীদিগের নাম পৌণ্ড্র। ইহারা হিন্দু আচার ভ্রষ্ট ছিল।

উড্র।—উৎকল দেশীয় লোকদিগের নাম উড্র।

দ্রাবিড়।—দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে কলিঙ্গের দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত দ্রবিড। তদ্দেশীয় লোকদিগের নাম দ্রাবিড়।

এই সকল দেশে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতির বসতি ছিল না। ইহাতে ঐ সকল দেশ ম্লেচ্ছরূপে গণনীয় হইয়া থাকিবে।

কাম্বোজ।—ভূখার অর্থাৎ বর্ত্তমান বোখারার দক্ষিণ অংশে পারোপার্শিস পর্ব্বতে ও তাহার উত্তর ভূমিতে এই জাতীয়দের পূর্ব্ব বসতি ছিল। ঐ দেশে উত্তম অশ্ব জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে হিন্দুকুশ পর্ব্বতে কামৌজি, কামতোজ, কামোজ প্রভৃতি কয়েক সিয়াপোষ জাতির বসতি আছে। বোধ হয ইহারাই মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে কাম্বোজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে হিন্দুকুশে গিযা

বাস করিয়াছে। আর, পূর্ব্বকালে কাম্বোজ দেশে সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃতমূলক কোন ভাষা চলিত ছিল। এক্ষণে হিন্দুকুশে যে সিয়াপোষেরা বাস করে তাহাদিগের ভাষাও সংস্কৃতমূলক। অতএব এই সিযাপোষেরা কাম্বোজে বাস করিত ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। ইহারা হিন্দুবংশোদ্ভব অথচ হিন্দুধর্ম্ম ভ্রষ্ট, এই জন্য ইহারা ম্লেচ্ছ মধ্যে গণনীয় হইয়াছিল।

যবন।—পাঠান, আরব, তুর্ক প্রভৃতি জাতিদিগকে এক্ষণে যবন বলা যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, যযাতি রাজার পুত্র তুর্ব্বসু হইতে যবনজাতির উৎপত্তি। সগর রাজার উপাখ্যানে ধর্ম্মভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়দিগকে যবন নির্ণয় করা গিয়াছে। কিন্তু অশোক রাজার রাজত্বকালে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তার হইবার পূর্ব্বে, এই ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে যে গ্রীক লোকেরা বাস করিত তাহাদিগকেও যবন বলা যাইত। পালি ভাষাতে এই গ্রীকদিগকে যোন বলিত।

শক।—ভারতবর্ষের উত্তর, অকসস অর্থাৎ অলকনন্দা ও জকজর্তিস নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তি তুর্কস্থানে এই শক জাতীয়েরা বাস করিত। গ্রীক গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে শকি, এবং পারস্য ভাষাতে ইহাদিগকে শক, বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। এই শকেরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত। রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া আপন শক প্রচলিত করেন।

পারদ ও পহ্লব।—ইহারা সম্ভবত পারসদেশীয় লোক, মনু রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে ভারতবর্ষের পশ্চিম দেশের ম্লেচ্ছ লোকদিগকে পারদ ও পহ্লব কহে। শব্দ-সাদৃশ্য দ্বারা পারদ নাম পার্থিয় জাতি এবং পহ্লব বা পহ্লাব পূর্ব্বতন পহ্লবী ভাষী পারসিক জাতির প্রতি-পাদক হইতে পারে।

চীন।—এই নামধারী লোকদিগের কোন বিবরণ লিখি-বার অপেক্ষা রাখে না। চীনদেশীয লোকেরা পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে সর্ব্বদা গমনাগমন করিত। সংস্কৃত গ্রন্থে চীন ও মহাচীন দুই দেশের কথা দেখা যায।

কিরাত।—এই জাতীয় লোকদিগের দুই প্রকার বিবরণ আছে। হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিগ্-বাসী। হিমালয় পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে শিকিমের পশ্চিমে মুরঙ্গের পর্ব্বতে কিরাত নামে এক জাতি এখন পর্য্যন্ত বাস করে, ইহারা অসভ্য এবং আচারভ্রষ্ট। রুমদেশীয় গ্রন্থ-কারেরা অলকনন্দা নদীর সন্নিধানে আর এক কিরাত জাতির উল্লেখ করেন। এই দুই কথাই সম্ভব। ইহাও বোধ হইতে পারে, এই জাতীয়েরা উভয় স্থানে বাস করিয়াছে।

দরদ।—এই জাতীয়েরা হিমালয়ের উত্তরে সিন্ধুনদীর নিকটে কাফর স্থানে এবং ত্রিবর্ত্তদেশে অদ্যাপি বাস করিতেছে।

খশ।—বঙ্গদেশের পূর্ব্ব পর্ব্বতে খশজাতীয়েরা এখন পর্য্যন্ত বসতি করে। ইহাবা উত্তরীয় ম্লেচ্ছ জাতীয়েব মধ্যে গণনীয়।

আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অন্যান্য স্থানে হিন্দুদিগেব বসতি ও গমনাগমনের বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

পুরাণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী এমত চিহ্নও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে অতি প্রাচীন কালে মেরু হইতে কতক উত্তর রুষ দেশের মধ্যে কোন বিশিষ্ট জাতির বসতি ছিল। (১) উক্ত দেশের অন্তঃপাতি জেনিসী নদীর তীরস্থ ক্রষ্ণজস্ক নগরের নিকট বহুবিধ ধাতুব খনি দৃষ্ট হইযাছে। ঐ সকল খনি এত অধিক কাল খনিত হইযাছিল, যে তন্মধ্যস্থিত মৃৎস্তম্ভ সকল পাষাণ হইযা গিয়াছে। আব উক্ত স্থানের

---

(১) বিষ্ণুপুরাণানুসারে ভারতবর্ষের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত হইতে অনেক উত্তরে মেরু পর্ব্বত। এই মেরু পর্ব্বতের চারি দিকে চারি নদী নিঃসৃত হইযাছে। যথা, দক্ষিণে অলকনন্দা ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইয়াছে, চক্ষুস্ নদী পশ্চিমবাহিনী হইযা সমুদ্র বিশেষে অস্ত হইয়াছে, উত্তরে ভদ্রা উত্তর কুরু দেশ ব্যাপিযা উত্তর সমুদ্রে অস্ত হইয়াছে, এবং সীতা নদী পূর্ব্বদিকে নির্গত হইয়াছে। অলকনন্দা নদী দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার এক অংশ ইহা প্রসিদ্ধই আছে। পশ্চিমবাহিনী চক্ষুস্ নদী এক্ষণে অক্ষস্ নামে খ্যাত আছে। উত্তরে ওবী নামক নদী রুষতাতার দেশে ব্যাপ্ত হইয়া উত্তর সমুদ্রে অস্ত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বদিকে হরমরণ

পশ্চিমে ইর্ত্তিষ নদীর নিকট পর্ব্বত ও ক্ষেত্রে ছুরিকা, দাত্র, ও তাম্রনির্ম্মিত ভগ্ন বাণ ও অন্যান্য অস্ত্র, এবং ক্রস্কজস্ক নগরের নিকটে স্বর্ণ ও তাম্র নির্ম্মিত, এবং হরিণ প্রভৃতি নানা পশ্বাকৃতি মুদ্রিত, বহুবিধ অলঙ্কার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে সকল লোকেরা এই প্রকার শিল্পকার্য্যে পারগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদিগের বাসস্থান অবশ্য পাষাণাদি নির্ম্মিত অট্টালিকায় শোভিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অট্টালিকাদির কোন চিহ্ন প্রকাশ নাই, এবং তাহার জনশ্রুতিও কোন দেশে শ্রুত হওয়া যায় না, ইহাই আশ্চর্য্য। এই প্রাচীন নগর ইক্ষ্বাকুর সন্তানদিগের রাজধানী ছিল, ইহা অসম্ভব নহে। পরেও এই সকল স্থানে হিন্দুদিগের সতত গমনাগমন হইত, এবং মেরুগিরি তপস্যার এক প্রধান স্থান ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা জানা যায় যে পুরাণপুরী নামে

নদী চীনদেশ দিয়া যাইয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে অস্ত হইয়াছে। অতএব সম্ভবতঃ এই চারি নদীর মধ্যে স্থাপিত ক্ষুদ্র বোখারা নামক দেশাদিতে ব্যাপ্ত পর্ব্বত সমূহের নাম মেরু। এই মেরুর দক্ষিণে তিব্বৎ দেশ, পূর্ব্ব পশ্চিমে তাতার দেশ এবং উত্তরে তাতার দেশ ও উত্তর কুরুবর্ষ অর্থাৎ রুষতাতার। পুরাণে লিখিয়াছেন, যে মেরু হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে এবং উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণে উত্তর কুরুবর্ষ, এই দেশ এক্ষণে রুষতাতার নামে খ্যাত আছে। (তত্ত্ববোধিনী)

এক সন্ন্যাসী পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মরাজ্য অবধি পশ্চিমে ইউরোপস্থ রুষদেশে মস্কো নগর পর্য্যন্ত বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তুর্কদেশীয় বসোরা নগরে গোবিন্দরাও এবং কল্যাণরাও নামে দুই বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তিনি ইহাও কহিয়াছেন, যে তুর্কদেশীয় মস্কট নগরে তাতার দেশীয় বাখ নগরে এবং খরক উপদ্বীপে তিনি অনেক হিন্দুলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এবং আসিয়া খণ্ডস্থ রুষদেশীয় অস্ত্রকান নগরে হিন্দুদিগের বাসস্থান আছে। আর, পারসীকের অন্তঃপাতি হিঙ্গলাজ নগরে অদ্যাপি দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপিত রহিযাছে।

মহাভারত অনুসারে ইহাও প্রতীত হইতেছে, অর্জ্জুন তিব্বদ্দেশীয় মানস সরোবরে এবং তদুত্তরে হরিবর্ষ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। নকুল পশ্চিম দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম নানা ম্লেচ্ছ দেশে গমন পূর্ব্বক বহু রত্ন গ্রহণ করিযাছিলেন, তদনন্তর সাগর নিকটস্থ অতি দারুণ ম্লেচ্ছ সকলকে জয় করিলেন, এবং পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন, এবং শক, এই সকল জাতিকে বশীভূত করিযা তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলেন।

রাজতরঙ্গিণী অনুসারে কাশ্মীর দেশীয় রাজা ললিতাদিত্য ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে বোখারা প্রভৃতি মুসলমান দেশে

গমন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে উত্তর কুরু অর্থাৎ রুষতাতার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এবং গরুড়ের ভয়ে যেমন সর্প সকল বিবর পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তর কুরুর লোকেরা তাঁহার ভয়ে জন্মস্থান ত্যাগ করিয়াছিল।

উত্তর কুরুর পশ্চিম দক্ষিণ কৃষ্ণ সাগরের পূর্ব্ব কল্‌চিস্ নামক স্থানে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বসতি আছে।

আরও দেখা যায় যে প্রাচীন কালে পারসীক দেশে সিপাসিয়ান নামক এক উপাসক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দুদিগের যোগানুষ্ঠান করিত। তাহাদিগের ৮৪ প্রকার আসন ও প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সকল অবিকল হিন্দুদিগের ন্যায় ছিল।

এই সিপাসিয়ান লোকদিগের ধর্ম্ম প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সহিত অনেক প্রকারে ঐক্য হয়। তাহারা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহের এবং অগ্নির উপাসনা করিত, এবং পুণ্য পাপ অনুসারে ঊর্দ্ধ ও অধোলোকে যোনি ভ্রমণও মান্য করিত। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ ছিল।

পারসীক ভাষাতে দাবিস্তান নামক গ্রন্থে লেখে, যে মহাবাদ মনুষ্যদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। অগ্নিহোত্রী ঋত্বিক্, জ্ঞানবান, সূর্য্যোপাসক, এবং বিদ্যাবান ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়ম রক্ষার জন্য যাঁহারা নিযুক্ত হই-

লেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণী ভুক্ত, তাঁহাদিগের নাম বর্ম্মাণ অর্থাৎ দেবতুল্য।

রাজা ও বীরগণ দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা রাজ্য রক্ষা, নিয়ম প্রচার, বিচার কার্য্য, এবং রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ করিতেন। তাঁহাদিগের নাম চত্রমান্ চত্রমন এবং চত্রি (১)। চত্রিব অর্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের চিহ্ন, এবং ছায়াদায়ক ছত্রকেও চত্র কহা যায়। পৃথিবীস্থ লোক সকল ইহাদিগের আশ্রয়ে স্থিতি করিযাছেন।

কৃষী লোকেরা তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত ছিল, তাহারা ব্যবসায় এবং শিল্প কর্ম্ম করিত। ইহাদিগের নাম বাস। বাসের অর্থ আধিক্য, এই শ্রেণী ভুক্ত লোক অন্য শ্রেণীস্থ লোক অপেক্ষা অধিক, এনিমিত্ত তাহাদিগের নাম বাস (২)। বাসের আর এক অর্থ ভূমিকর্ষণ ও প্রচুরতা। ইহাতেই তাহাদের নাম বাস হইয়াছে।

চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত লোকদিগের নাম সুদীন, সুদী এবং সুদ। তাহারা দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। সুদ অর্থ লভ্য, ইহাদিগের দ্বারা লভ্য, পরিশ্রমের লাঘব, এবং আরাম হইত এই জন্য ইহাদের নাম সুদীন ইত্যাদি।

আর পূর্ব্বকালে লিঙ্গ উপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে বদ্ধ

---

(১) চত্রি অর্থাৎ ক্ষত্রি বা ক্ষত্রিয়।

(২) বাস বৈশ্য।

ছিল না, তত্ত্ববোধিনী পত্র দ্বারা জানা যায় এখান হইতে প্রায় অষ্টাদশ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিসর দেশে অসীরিস নামক দেবলিঙ্গ পূজা বাহুল্য রূপে প্রচলিত ছিল। এই অসীরিস এবং তৎপত্নী আইসীস দেবীর সহিত শিব এবং তাঁহার শক্তি ভগবতীর বিবিধ বিষযে ঐক্য হয়। বিশ্ব-রূপা ভগবতীর ন্যায় আইসীস দেবী পৃথিবীরূপা, এবং শক্তি যন্ত্রের ত্রিকোণাকৃতির ন্যায় ত্রিকোণআকার, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির সঙ্কেত ছিল। শিবের অংশ রুদ্র যেরূপ সংহারকর্ত্তা, অসীরিস তদ্রূপ যমরূপী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শিবেব বাহন বৃষ যেপ্রকার পূজ্য অসীরিসেরও এপিস্ নামক এক বৃষ ছিল, ঐ বৃষ তাঁহার অংশরূপ বলিযা পূজিত হইত। জনশ্রুতি আছে, বেকস দেব ভারতবর্ষ হইতে দুই বৃষকে মিসর দেশে লইযা গিয়াছিলেন, তাহারই এক বৃষের নাম এপিস্। শিবের ন্যায় অসীরিসের শিরোভূষণ সর্প, এবং তাঁহার হস্তে এক দণ্ড থাকিত। মিসর দেশে অসীরিস দেবের অনেক পাষাণ মূর্ত্তির সহিত শিবপরিধান ব্যাঘ্র চর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার এক প্রিয় বৃক্ষ ছিল, তাহার পত্র শিবপ্রিয় বিল্বপত্রের ন্যায় ত্রিভাগে বিভক্ত, এ প্রযুক্ত গ্রীক ভাষাতে সেই পত্র থ্যাযা নামে উক্ত হয়। বারাণসীর ন্যায় মেম্ফিষ নগর তাঁহার বিশেষ মহিমাস্থান ছিল। দুগ্ধ দ্বারা শিবস্নান বা শিব

অভিষেকের ন্যায় কিলি দ্বীপে অসীরিস দেবের পীঠ স্থানে তত্রস্থ ঋত্বিকেরা প্রত্যহ ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ দান করিতেন। মহাদেবের সহিত অসীরিস দেবের এক বিশেষ প্রভেদ এই যে মহাদেব সামান্যতঃ শ্বেতবর্ণ, অসীরিস কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু শিব অংশ মহাকালের কৃষ্ণ বর্ণ লিখিযাছেন। তত্ত্ববোধিনী।

এই সকল স্থানে হিন্দুদিগের গমনাগমন ছিল তাহার সন্দেহ নাই, বরঞ্চ এমত বোধ হইতে পারে, যে হিন্দুরা এই সকল দেশে বসবাস করিয়াছেন, এবং এক্ষণে এই সকল দেশে যে সকল লোক দেখা যায় তাহারা ঐ সকল হিন্দুদিগের বংশোদ্ভব। পরন্তু মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি দ্বারা জানা যাইতেছে যে হিন্দুরা স্থলপথে যেমন অন্য ২ দেশে গমন করিতেন, জলপথেও তাহাদিগেব সেই প্রকাব গমনাগমন ছিল। সগর রাজা সাগরের রাজা ছিলেন এ কথা ভুবন বিখ্যাত। তিনি কোন্ স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন তাহা আমরা নির্ব্যাস বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি সমুদ্রমধ্যস্থিত কোন দ্বীপে রাজত্ব করিতেন, এবং তাঁহার অনেক সাগর তরী ও সৈন্য ছিল, তৎসহযোগে তিনি সমুদ্রের অনেক দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। কিম্বা সমুদয় সাগর অধিকার করিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার নাম সগর হইয়াছিল। এক্ষণে সমুদ্রকূলে ও সমুদ্রমধ্যে এমত অনেক স্থান আছে তথায় হিন্দু ব্যবহারাদি দৃষ্ট হয়।

রামায়ণ দ্বারা জানা যায় যে রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেক ২ বীর সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায গমন করিয়াছিলেন। পালিভাষায় লিখিত মহাবংশ গ্রন্থে দেখা যায যে এদেশীয় লোকেরা অনেকেই সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন। ভারত-বর্ষস্থ সিংহবাহ রাজা তাঁহার পুত্র বিজয় প্রভৃতিকে সমুদ্রে প্রেরণ করেন, তাঁহারা কেহ সিংহল, কেহ অন্য ২ দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন। কুমারেরা যে দ্বীপে উত্তীর্ণ হই-লেন তাহার নাম লগ্ন দ্বীপ, আর তাঁহাদিগের ভার্য্যারা যে দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন তাহার নাম মহিন্দ দ্বীপ।

বিজয় রাজা ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার ভ্রাতা সুমিত্রকে আহ্বান করেন, তাহাতে সুমিত্রের পুত্র পাণ্ডু বাসুদেব লঙ্কাতে উপস্থিত হইলে, বিজয রাজার মৃত্যু প্রযুক্ত, তত্রস্থ রাজমন্ত্রিরা তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

মহাভারতে অর্জ্জুন ও নকুলের দিগ্বিজয়ার্থ সাগরান্ত-র্গত বহুতর দ্বীপে ও ভারতবর্ষ বহির্ভূত অন্যান্য বিবিধ দেশে যাত্রা, এবং রঘুবংশে রঘুরাজার পারসীক আদি পশ্চিম রাজ্য জয করিবার বর্ণনা আছে। এই সকল স্থানে গমনাগমনের বিধি না থাকিলে সে সকল কথা কাব্য গ্রন্থে উল্লিখিত হইত না। আর কবিকঙ্কণের গ্রন্থে দেখা যায় বঙ্গদেশীয় ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর সিংহলে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের অমাবস্যা ব্রতের কথায় চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য গমনের

প্রসঙ্গ আছে। যখন এই সমস্ত উপকথার মধ্যেও হিন্দু-দিগের সাগর যাত্রার উল্লেখ আছে, তখন সে কথা কোন প্রকারে মিথ্যা বোধ হইতে পারে না।

ভারত সমুদ্র স্থিত জাবা দ্বীপে ইদানীং মুসলমান ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ স্থানে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহার অখণ্ড চিহ্ন অদ্যাপি স্পষ্ট রহিযাছে। তথা-কার প্রাচীন লোকেরা হিন্দু ছিলেন, সপ্তদশ শত বৎসর হইল তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ দ্বীপে প্রম্বলন নামে এক স্থান আছে, তাহার এক স্থলে দুই শত অপেক্ষাও অধিক মন্দির বর্ত্তমান। ঐ সকল মন্দিরে শিব, দুর্গা, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি পাষাণ পিত্তলাদি নির্ম্মিত নানা দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। জাবাবাসীরা মুসলমান হইয়াও অনেকে ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিকে অদ্যাপি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে।

বালি দ্বীপে অদ্যাপি যে ধর্ম্ম প্রচলিত তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুদিগেরই ধর্ম্ম। সেখানে প্রধান চারি বর্ণ আছে যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্রহ্মাব মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। চণ্ডাল জাতিও সেখানে দৃষ্ট হয়, তাহারা গ্রামের প্রান্ত ভাগে বাস করিয়া চর্ম্ম ও মদ্য ব্যবসায় প্রভৃতি হীন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। ব্রাহ্মণেরা মাংসাদি

বর্জ্জিত হইয়া কেবল যব তণ্ডুল ও ফল মূলাদি আহার করেন। তথায় শব দাহ হয়, এবং সতীর সহমরণের প্রথাও প্রচলিত আছে। স্ত্রী যদি স্বামীর চিতারোহণ করে, তবে তত্রস্থ ভাষাতে তাহাকে সত্য বলে। উপপত্নী বা দাসী অথবা পরিবারস্থ অন্য কোন স্ত্রী সহমৃতা হইলে তাহাকে বেল কহে। উৎকৃষ্ট বর্ণ অধম বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অধম বর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী নহে। শিবোপাসনাই তথাকার প্রচলিত ধর্ম্ম। তত্রস্থ ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন না। এখানকার ন্যায় চারি যুগের গণনা তথায় প্রচলিত আছে, যথা কৃতযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগ। এ দেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তত্রস্থ কবি নামক ভাষা অতিমান্য, তাহাতেই সমুদয় গ্রন্থাদি লিখিত হয। ব্রতযুদ নামক এক গ্রন্থে মহাভারতের যুদ্ধ সকল বর্ণনা আছে, তদ্ব্যতীত রামায়ণ, নীতিশাস্ত্র, অর্জ্জুনবিজয় এবং আগম, দেবাগম, সত্ত্বাগম, তত্ত্ব প্রভৃতি নামে অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। অধিক প্রমাণ আর কি লিখিব, কবিতার ছন্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত, যথা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, বংশপত্র, স্রগ্ধরা, চম্পকমাল্য, দণ্ড, প্রবীর ললিত।

এই বালি দ্বীপ ও জাবা দ্বীপ ও অন্য অন্য দ্বীপস্থ মনুষ্য দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে, এবং তাহাদিগের

গ্রন্থেও লিখিত আছে, যে তাহারা ভারতবর্ষস্থ কলিঙ্গ দেশ হইতে তথায় গমন করিযাছিলেন।

বরণীয় উপদ্বীপস্থ সরাবকা প্রদেশে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দুদিগের ন্যায ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত। এইক্ষণে ইহাদিগের ব্যবহারাদি হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত, কিন্তু তাহারা যথার্থ হিন্দুসন্তান তাহাতে কোন সংশয নাই।

ফ্রিয়র সাহেবের দেশভ্রমণ বৃত্তান্তে জাপান দেশ সম্পর্কে এইরূপ এক উপাখ্যান আছে, যে, অতি প্রাচীন কালে কতকগুলি দুষ্ট অসুব ও কতকগুলি সুশীল অসুর এক সর্পকে রজ্জু করিযা সমুদ্র মন্থন কবিয়াছিল। এই আখ্যান পৌরাণিক সমুদ্রমন্থন আখ্যান হইতে গৃহীত হইযাছে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে যখন জাপান দেশের লোকেরা ভারতবর্ষে আগমনে অশক্ত ছিল, তখন এই আখ্যান তাহাদের দেশে প্রচার হওযা আশ্চর্য্যের বিষয়।

ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের জলপথে দুর গমনের আরও এক প্রমাণ এই, আমেরিকা খণ্ড ৩৬০ বৎসর মাত্র পুর্ব্বে ইউরোপীয লোকের জ্ঞানগোচর হইযাছে, এই আমেরিকার অন্তঃপাতি পিরু দেশীয রাজারা সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগকে গণ্য করেন। এবং তাহাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রধান মহোৎসবকে রামসীতোয়া নামে উক্ত করেন।

এই সূর্য্যবংশোদ্ভব পিরু দেশীয় রাজারা হিন্দু সূর্য্য-বংশীয়দিগের বংশোদ্ভব তাহা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে যে সগর রাজার সময় অবধি হিন্দু-দিগের সমুদ্রযান আরোহণ ও সমুদ্রপথে গমনাগমন ছিল। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে বা তাহার পরে সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজারা যুদ্ধার্থে হউক বা বাণিজ্য বা অন্য কোন অভি-প্রায়েই হউক, আমেরিকা মহাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। পরে কোন বিপাকে পড়িয়াই হউক কিম্বা ইচ্ছাবশতঃ তথায় বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে স্বদেশে আসি-তে পারেন নাই, তাঁহাতে সেই স্থানে তাঁহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে। তদনন্তর বহুকাল পরে তাঁহারা ইউরো-পীয় নাবিকদিগের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন, ইহাতেই ইউরোপীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে অভিনব আবিষ্কৃত করিয়াছেন বলিয়া অহঙ্কার করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা-রা প্রাচীন হিন্দুদিগের বংশোদ্ভব (১)।

---

(১) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রে লিখিত হইয়াছে রাবণের পুত্র মহি আমেরিকা খণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। এস্থলে আর এক কথা লেখা অসঙ্গত নহে, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন যখন দেবাসুরের যুদ্ধ হয় তখন অসুরেরা পরাস্ত হইয়া পাতালে পলায়ন করেন। আমেরিকা খণ্ড ভারতবর্ষের অধোভাগ, অর্থাৎ পৃথিবী গোলাকার বিবে-চনা করিলে এক দিকে ভারতবর্ষ অন্য দিকে আমেরিকা,

পূর্ব্বকালীন হিন্দুদিগের স্থলপথে ও জলপথে দূর দেশে যাত্রা করিবার যে সকল বিবরণ উপরে লেখা গেল তদ্ভিন্ন গ্রীক, রোমীয়, ও অন্য দেশীয় গ্রন্থে হিন্দুদিগের আর আর অনেক স্থানে গমনের ভূরি ২ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তদ্বিবরণ এই, ন্যূনাধিক ২৩২০ বৎসর পূর্ব্বে যখন জরক্‌সেস নামক পারসীক সম্রাট গ্রীশ রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হিন্দু সৈন্যেরা কার্পাস বস্ত্র পরিধান, ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল।

গ্রীক সম্রাট সিকন্দরের সহিত পারসীক রাজা দরায়ুষের যুদ্ধকালেও হিন্দুযোদ্ধারা তাঁহার সৈন্য ছিল।

সীরিয়া দেশের অন্তঃপাতি হাযেরো পোলিস নগরে এক দেবীর প্রতিমা ছিল, হিন্দুরা তাঁহাকে নানাবিধ রত্নোপহার প্রদান করিতেন। এই দেবীর সন্নিধানে এক পুরুষ ও নারীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, পুরুষ বৃষারূঢ় ও নারী সিংহবাহিনী। ইহা ভিন্ন ঐ স্থানে আর আর যে সকল দেবমূর্ত্তি ছিল তাহাদের আকৃতি বিবেচনা করিযা দেখিলে বোধ হয় এই সকল দেবতা হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সুতরাং অধো বিবেচনায আমেরিকাকে পাতাল বোধ হইতে পারে, অতএব অসুরেরা দেবতাদিগের ভয়ে আমেরিকাতে গিযা বাস করিয়াছিল ইহা বিচিত্র নহে।

খৃষ্টাব্দ আরম্ভের পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আরমানি দেশে যাইয়া ঐ স্থানে পিত্তলময় এক দেবপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্রত্য খৃষ্টান দিগের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে তাঁহারাই পরাস্ত হযেন। এবং খৃষ্টানেরা তাঁহাদিগের দেবালয ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ করেন। ইহাও লিখিত আছে যে গ্রিগরি নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ এক দিবসে ৫০ ৫০ জন হিন্দুকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করেন। তদনন্তর কতকগুলিন ব্রাহ্মণ ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই, তাহাতে তদ্দেশীয় এক রাজা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেন।

আরো দেখা যায় অরলিয়ন নামক রুম দেশীয় সম্রাট তাতমোর দেশ (পালমিরা) জয করিলে হিন্দুরা তাঁহার নিকটে রাজদূত ও বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং যৎকালে ঐ সম্রাট মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক জযোল্লাসের সজ্জা করিয়া রাজধানী প্রবেশ করেন তখন হিন্দুরা আনন্দোৎসাহ প্রকাশ জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ইহা ভিন্ন অনেকে অবগত থাকিতে পারেন ভারতবর্ষীয় ভূপতি সকল অন্তনাইনস, পায়র্স, থিওদোষস, হিরাক্লাইয়স ও যষ্টিলিয়ান নামক রুম দেশীয় সম্রাট দিগের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং খৃষ্টাব্দের

প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় ফলিত জ্যোতিষ বেত্তা পণ্ডিতেরা রুম নগরে অবস্থিতি করিয়া ফলাফল গণনার্থ নিযুক্ত থাকিতেন।

এইরূপ বিক্রমাদিত্যের সম্বতের প্রথম শতাব্দী অবধি ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরা রুম রাজ্যে গমনাগমন করিতেন, এবং ২১০০ বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা খণ্ডস্থ কার্থেজ দেশে হিন্দুদিগের যাতায়াত ও তদ্দেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। তদ্ভিন্ন খৃষ্টাব্দের ২৫১ বৎসর পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপে রুম দেশীয় সেনাপতি মতলসসিলরের সহিত কার্থেজ দেশস্থ সেনাপতি অজদ্রুবলের ঘোরতর সংগ্রাম হইলে, কার্থেজ দেশীয় লোকদের অনেক দ্রব্য ক্ষতি হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় হস্তী ধরা পড়িবার কথা লেখা আছে, ইহাতে দেখাযাইতেছে হিন্দু মানুষেরা আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডে যাইয়া অবস্থিতি করিত।

এইরূপ গমনাগমনের আর এক আশ্চর্য্য ইতিহাস আছে। খৃষ্টাব্দের ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু বণিক সমুদ্রযান আরোহণ পূর্ব্বক ইউরোপ খণ্ডের জর্ম্মণ সাগরে উপস্থিত হয়েন, ঐ স্থানে তাহারা ভগ্নতরি হইয়া জর্ম্মণী দেশের সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সুবে-বিযা দেশের রাজা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রোমীয় রাজ-প্রতিনিধিকে প্রদান করিয়াছিলেন।

অপর লোনস নামে মিসর দেশীয় এক কবি স্বকৃত কাব্য মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যে হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রায় বিলক্ষণ নিপুণতা ছিল, এবং স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সামুদ্রিক যুদ্ধে তাঁহাদিগের অতিশয় বিক্রম বৃদ্ধি হইয়া ছিল। বিজ্ঞবর উইলসন সাহেব এই কাব্যের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে খৃষ্টাব্দের প্রথমে আরবি ও হিন্দু নাবিকেরা মিসর দেশে সর্ব্বদা গমনাগমন করিত। আর অতিপূর্ব্বে কাম্বোজ হিন্দুরা আফ্রিকা খণ্ডে পূর্ব্বাংশে জোকতরদিউ অর্থাৎ প্লুথতর দ্বীপে বাস করিয়া আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

আর ২০৩৯ বৎসর পূর্ব্বে এক হিন্দু হস্তি পালক বৃহৎ ফ্রিজিয়ার প্রান্তবর্ত্তি কোন নদীতে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ নদীর হিন্দু নাম হয়। তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে গ্রীশ দেশে সচরাচর হিন্দু দাস দাসী প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্ত্তি কলচিস দেশে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বাস আছে। এবং হেসেচিয়স নামে এক গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, থ্রেস দেশের সিন্ধি নামক লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে তথায় গিয়া বাস করে। ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষীয় হিন্দু পণ্ডিতেরা আরবীয় ভূপালদিগের সভায় যাইতেন, ও তথায় অবস্থিতি করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন।

এই প্রকার হিন্দু বংশোদ্ভব মনুষ্য সকল প্রাচীন কালে

পৃথিবীর নানা খণ্ডে স্থল ও জল পথ দ্বারা গমনাগমন করিতেন। এবং নানা দ্বীপে ও নানা দেশে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এবং কোন কোন স্থানে এখন পর্য্যন্ত বাস করিতেছেন। কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন যাঁহারা এই প্রকার দূর দেশে গমনাগমন করিতেন, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবার অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষস্থ লোকেরা জল ও স্থল পথে দূরদেশে গমন করিতেন, এবং অনেক স্থানে তাঁহাদের বসবাসের চিহ্ন আছে। অতএব দূর দেশে গমন বা সমুদ্র যানারোহণ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। অধিকন্তু পাঠকেরা এই অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখিবেন, পৃথিবীর অন্য অন্য খণ্ডে যে সকল লোকেরা এক্ষণে বাস করিতেছে তাহাদের অনেকে হিন্দু বংশোদ্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রধান ২ রাজ্যের বিবরণ।

পূর্ব্বে যাহা লেখা গেল তদ্দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। কিন্তু এই রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ নাই। যাহা পাওয়া যায় তাহা অসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ সত্য নহে। এজন্য এ রাজ্যের প্রাচীন বৃত্তান্ত লিখিতে সক্ষম হইলাম না। কিন্তু এই ভারতবর্ষে যে কয়েক বৃহৎ রাজ্য ছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লেখা যাইতেছে। এই বিবরণ সম্ভাবিত বটে।

অযোধ্যা।

পুরাণ লেখকেরা লিখিযাছেন অযোধ্যা রাজ্য আর আর সকল রাজ্য অপেক্ষা প্রাচীন। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি বলিয়া যে বৃহৎ দেশ খ্যাত ছিল এই রাজ্য তাহার মধ্যস্থ। ইক্ষ্বাকু নামে এই অযোধ্যার প্রথম রাজা ছিলেন, তিনি বৈবস্বত মনুরপুত্র, এবং তাঁহা হইতে সূর্য্য বংশের উৎপত্তি। (সুদ্যুম্ন নামে মনুর আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁহা হইতে চন্দ্রবংশ উৎপন্ন হয়। এই রাজারা প্রথমে প্রয়াগের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠান নামক এক স্থানে রাজধানী

স্থাপন করেন, তদনন্তর তাঁহাদের ৫৬ শাখা হয়, ইঁহারা প্রায় তাবৎ ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইয়া পড়েন)।

ইক্ষ্বাকু রাজার পর অযোধ্যাতে কয়েক জন রাজা হইলে পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরশুরাম জমদগ্নি মুনির পুত্র। হৈহয় (১) দেশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজ্যে জমদগ্নির আশ্রম ছিল।

ক্ষত্রিয়দিগের সহিত পরশুরামের বিবাদের সুত্র এই,—এক দিবস পরশুরাম ও তাঁহার অপর ভ্রাতাগণ গৃহ হইতে বহির্গমন করিলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রথারোহণে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঋষিপত্নী তাঁহাকে দেখিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য যুদ্ধমদে মত্ততা প্রযুক্ত তাহাতে আনন্দ প্রকাশ না করিযা বল দ্বারা ঋষির গাভীবৎসকে হরণ করিলেন, এবং আশ্রমবৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়া দিলেন। পরশুরাম প্রত্যাগমন করিলে জমদগ্নি তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। পরশুরাম তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিশেষতঃ গাভীকে রোদনশীলা দেখিযা

---

(১) সম্ভবতঃ বিন্ধ্যশ্রেণীর পশ্চিম ভাগে এই হৈহয জাতির নিবাস ছিল। নর্ম্মদা সন্নিধানে ভগেল খণ্ডে সোহানপুরের নিকট অদ্যাপি হৈহয নামে এক জাতি আছে, তাহারা আপনাদিগকে পূর্ব্বতন হৈহয় জাতির সন্তান বলিয়া স্বীকার করে।

অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন, এবং ধনুর্দ্ধারী হইয়া যুদ্ধেতে বিক্রম পূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের বাহুচ্ছেদন করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য কালবলে অবসন্ন হইয়া কালকবলে পতিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার পুত্রেরা প্রকোপিত হইল, এবং, এক দিবস পরশুরাম আশ্রম হইতে বহির্গমন করিলে তাহারা তথায় ধাবিত হইয়া জমদগ্নির প্রাণ নষ্ট করিল। পরশুরাম গৃহে আসিয়া পিতার জন্য বহু বিলাপ করিলেন, এবং তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিব। অনন্তর তিনি কাল স্বরূপ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণকে ও তাহাদের অনুগত সমস্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলেন। তৎপরে তিনি একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাতে অনেক ক্ষত্রিয় নিহত হয়, এইজন্য শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন যে তিনি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের পর পরশুরাম অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং নারায়ণের অবতার রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। তৎপরে স্বীয় রাজ্যাদি কশ্যপকে অর্পণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে (১) অবস্থান করেন।

---

(১) বিন্ধ্যাদি সপ্ত কুলপর্ব্বতের মধ্যে মহেন্দ্র এক কুলপর্ব্বত, সুতরাং তাহা কোন ক্রমে এক ক্ষুদ্র গিরি হইতে পারে না। উড়িস্যা ও উত্তর সরকার অবধি গন্দোয়ানা

উপরি উক্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে পরশুরামের কালে এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজ্যাধিপত্য নিমিত্ত ক্ষাত্রিয়দিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের উৎকট বিবাদ কলহ ও যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে উত্তর হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত প্রতাপ ছিল। তদনন্তর সগর রাজা হইলে ক্ষত্রিয়েরা পুনঃ প্রবল হইয়াছিলেন। এবং অবশেষে তাঁহারা পরশুরামকে হিমালয়ে দূরীকরণ করিয়াছিলেন।

সগর রাজা অতি পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি সাগর তটস্থ তাবৎ দ্বীপে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল দ্বীপে অতি প্রাচীন কালাবধি হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এবং এখন পর্য্যন্ত জাবা বালী প্রভৃতি অন্যান্য দ্বীপে হিন্দুলোক বাস কবিতেছে। তাহারা সগর রাজাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে।

ইক্ষ্বাকু রাজার পর অম্লান পঞ্চাশৎ জন রাজা হইলে তদনন্তর রাম রাজা হইয়াছিলেন। রাম রাজা দশরথের পুত্র ছিলেন, এবং মিথিলাধিপতি সূর্য্যবংশীয জনক রাজার

পর্য্যন্ত যে পর্ব্বত সকল ব্যাপ্ত আছে, তাহার নাম মহেন্দ্র পর্ব্বত বলিযা অনুমিত হইয়াছে। গাঞ্জাবের নিকট কতক দুর অদ্যাপি মহীন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ আছে।

কন্যা সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি বিমাতার আজ্ঞায় এবং পিতার সত্যপালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন প্রবাস করেন। সীতাও তাঁহার সঙ্গে বন গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাবণ লঙ্কার রাজা ছিলেন। তিনি সীতার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে হরণ করেন। রাম, সীতার উদ্ধার জন্য দক্ষিণ দেশীয় রাজাদের সঙ্গে লঙ্কায গমন করেন। রামের সঙ্গে যে সকল সৈন্য গমন করিয়াছিল তাহারা বানর বলিয়া উক্ত হইযাছে। সম্ভবতঃ ইহারা দক্ষিণ দেশীয় অসভ্য লোক। ইহারা লঙ্কাতে গমন জন্য সমুদ্রের উপর এক সেতু বন্ধন করিযাছিল। ঐ সেতু এক্ষণে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে স্থানে তাহা নির্ম্মিত হয তাহা এখন পর্য্যন্ত সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে খ্যাত আছে।

এই সেতু দ্বারা রাম লঙ্কাতে গমন এবং রাবণকে বধ করিযা লঙ্কা জয় এবং সীতাকে উদ্ধার করেন। কথিত আছে ঐ সময়ে রাম দক্ষিণ দেশ জয় করিয়াছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ বাল্মীকিকৃত প্রসিদ্ধ রামায়ণ গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। ঐ গ্রন্থে ইহাও প্রকাশ আছে যে তৎকালে লঙ্কাদ্বীপস্থ লোকেরা সভ্য ও বিদ্বান ছিলেন, এবং তাহাদের ধন মান ও বল বুদ্ধির কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

হিন্দুশাস্ত্রে লেখে রাম দ্বাপর যুগে রাজা হইয়াছিলেন। এ বিষয়ের অনেক তর্ক হইয়া আসিতেছে

কোন ২ গ্রন্থকার কহেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রাম রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন খৃষ্টাব্দের ৯৬১ বৎসর পূর্ব্বে রাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথার কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয নাই। কিন্তু মহাভারতে অযোধ্যা রাজ্যের কোন কথার উল্লেখ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অযোধ্যা রাজ্য লুপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে অবশ্য বোধ হইতেছে ঐ যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে রাম রাজা হইযাছিলেন।

রামের পর তৎপুত্র লব ও কুশ প্রভৃতি ৬০ জন সূর্য্যবংশীয় রাজা অযোধ্যাতে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ রাজ্যের আর কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায নাই। তাহাতে বোধ হয় ঐ রাজ্য আর কোন রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হইযা থাকিবে। কোন কোন গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন এই রাজধানী অযোধ্যা হইতে কান্যকুব্জে উঠিযা গিয়াছিল।

এ কথাও অসম্ভব নহে, যে, অযোধ্যাবাসী সূর্য্যবংশীয ক্ষত্রিয়েরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে যাইযা বাস এবং রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার অনেক বিবরণ দেখা যায়। এক বিবরণ এই—রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের বংশীয়েরা প্রথমতঃ সৌরাষ্ট্র দেশে যাইয়া বল্লভীপুর নগরে এক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাজ্য বহুকাল বর্ত্তমান ছিল। তদনন্তর কলিঅব্দের ৩৬২৬ বৎসরে

পারস দেশীয় রাজা নৌসেরওয়াঁনের পুত্র নৌসেজাদ ঐ প্রদেশ আক্রমণ করেন, তাহাতে ঐ রাজ্য একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুদিগের অনেক হানি এবং অসংখ্য প্রাণী হত ও আহত হইল। এই সময়ে রাজরাণী পুষ্পবতী গর্ব্ববতী ছিলেন। তিনি কোন কৌশলে মলয় পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। পরে তাঁহার গর্ব্বে এক কুমার জন্মিলেন। এই কুমার গিরিগুহাতে ভূমিষ্ঠ হইলেন, এই জন্য তাঁহার গুহা নাম হইল। তিনি বয়োধিক হইয়া ইদর দেশ অধিকার করিয়া তথায় এক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। উদয়পুরেব যে রাজারা (১) হিন্দুদিগের মধ্যে অতি মান্য এবং হিন্দুসূর্য্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহারা উক্ত গুহার বংশোদ্ভব। পূর্ব্বকালে এই রাজাদের এত

---

(১) কোন কোন ইতিহাস বেত্তারা কহেন, যে পারস দেশের রাজা নৌসেরওয়াঁনের পুত্র পিতার সহিত বিবাদ করিয়া হিন্দুস্থানে আসিয়া ছিলেন। সেই অবধি তাঁহার বংশীয়েরা হিন্দুস্থানে বাস করিতেন, এবং তাঁহাদিগের হইতে উদয়পুরের রাজাদিগের উৎপত্তি। কেহ কেহ ইহাও লিখিয়াছেন, যে, নৌসেরওয়াঁন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কনষ্টান্টিনোপল দেশের মারিস নামক রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, উদয়পুরের কোন রাজার সহিত তদ্গর্ব্বজাত এক কন্যার বিবাহ হয়, এই জন্য উদয়পুরের রাজারা এক প্রকার খৃষ্টানদিগের সন্তান। এই কথা অতি অমূলক।

অধিক সমৃদ্ধি ছিল, যে, তাঁহাদের অনুমতি ভিন্ন অপরা-পর হিন্দুরাজারা আপন আপন পৈতৃক সিংহাসন আরোহণ করিতে পারিতেন না। এই রাজারা তৎকালে আর২ রাজাদিগকে নরুধিরের তিলক দিতেন, তাহাকে রাজটীকা কহে, তাহা হইলে ঐ সকল রাজাদের রাজ্যাভি-ষেক সম্পূর্ণ হইত।

রামের দ্বিতীয় পুত্র কুশের বংশীয়েরা উজ্জয়িনী নগরে রাজধানী করিয়াছিলেন। সুমাত্রা তাঁহাদিগের শেষ রাজা ছিলেন। মুসলমানেরা যে সময়ে কান্যকুব্জ আক্রমণ করে তাহার পূর্ব্বে বিখ্যাত রথোড বংশীয় রাজারা তথায় রাজত্ব করিতেন। ইহারা আপনাদিগকে কুশের বংশো-দ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা এই রাজ্য বিনাশ করিলে, রথোড বংশী-য়েরা মিবারে যাইয়া বসতি করেন। এবং তাঁহাদের এমত বল ও বিক্রম ছিল, যে, কেবল তাঁহাদের সহায়তাতে মুসলমান রাজারা প্রায় অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ জয় করিয়া-ছিলেন। কুশের বংশীয় আর এক শাখার নাম কচ। বিখ্যাত নলরাজা এই বংশীয় ছিলেন। তিনি নিষধের রাজা ছিলেন। তদ্বংশোদ্ভব রাজারা পনর শত বৎ-সর নেওয়ার প্রদেশে রাজ্য করেন। তৎপরে সিন্ধুর রাজা তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। সম্প্রতিকার জয়-পুরের রাজারা নলরাজার বংশীযদিগের এক শাখা।

হস্তিনা।

রাম-রাজ্যের বিবরণের পর পুরাণ লেখকেরা কুরু পাণ্ডব দিগের যুদ্ধের বৃত্তান্ত উল্লেখ করেন। পূর্ব্বে লেখা গিযাছে ইক্ষ্বাকু রাজার সহোদর সুদ্যুম্ন হইতে চন্দ্র বংশের উৎপত্তি হয। এই বংশীযেরা প্রয়াগে অথবা তৎপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান পুরীতে রাজধানী করিয়াছিলেন। যযাতি নামে এই বংশীয় এক অতি পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু, ও পুরু। ইহারা অতি বীর্য্যবান ও যশস্বী ছিলেন, কিন্তু প্রথম চারি পুত্র পিতার বাধ্য ছিলেন না, তাহাতে তিনি তাহা দিগের মধ্যে কাহাকেও উত্তরাধিকারী না করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্যার্পণ করিযাছিলেন। প্রথম চারি পুত্র পিতার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া আপন২ ইচ্ছানুসারে অন্য দিকে গমন করিযা এক এক জন এক এক রাজ্য স্থাপন করেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা চারি বংশ উদ্ভব হয়, ইহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। পূরু পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।

পূরু রাজার কয়েক পুরুষ পরে দুষ্মন্ত নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তিনি শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, তিনি ভারতবর্ষে অতি বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। ভরতের পুত্র ভূমন্যু। তস্য পুত্র সুভদ্র। তাঁহার পুত্র হস্তী

রাজা হইয়া দিল্লীর পশ্চিম উত্তরে এক নগর স্থাপন করেন, ঐ নগরের নাম হস্তিনা নগর। হস্তীর পুত্র আজমীঢ়। তস্য পুত্র সম্বরণ, তিনি রাজা হইলে দুর্ভিক্ষাদি অনেক অমঙ্গল ঘটনা হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে যাত্রা করেন। তদনন্তর তিনি হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সম্বরণ রাজার পুত্র কুরু। তাঁহার নামেই কুরুক্ষেত্রের নাম হইয়াছে। কুরুর পাঁচ পুত্র ছিলেন। ইহার মধ্যে জন্মেজয় রাজা হযেন। জন্মেজযের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র ছিলেন, দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লিক। দেবাপি উদাসীন হইয়া বন গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে শান্তনু রাজা হইয়া গঙ্গাকে বিবাহ করেন। গঙ্গার গর্ব্ভে ভীষ্ম জন্মেন। ইহা ব্যতীত সত্যবতী নামে শান্তনু রাজার আর এক ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ব্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। বিচিত্রবীর্য্য হস্তিনা নগরের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে অম্বিকার গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ব্ভে পাণ্ডু রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, এজন্য রাজা হইতে পারেন নাই। তাহাতে কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র ছিলেন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল

ও সহদেব। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত পুত্র হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর লোকান্তর গমনের পর যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলেন। তাহাতে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ বন ভ্রমণ, তদনন্তর পঞ্চালে গমন করেন। তথায় পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চালাধিপতির কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। এবং তাঁহাদের বল বিক্রমের কথা চতুর্দ্দিগে রাষ্ট্র হইল। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে পুনরাহ্বান করিয়া ভবিষ্যৎ কলহ নিবারণ জন্য হস্তিনা রাজ্য অর্দ্ধার্দ্ধ করিয়া একার্দ্ধ আপনার পুত্রকে ও অন্যার্দ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে দিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন হস্তিনা নগরে রাজা হইলেন, এবং যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী করিলেন। এই রাজধানী ক্রমে ২ অতি প্রবল হইল, এবং কিছু কালের মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির অনেক দেশ জয় করিলেন। কথিত আছে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে লঙ্কা, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, ও পূর্ব্বে মগধ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার হইয়াছিল এবং অনেক যবন ভূপতিও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

এই প্রকার সর্ব্বত্রে তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে ভারতবর্ষীয় তাবৎ রাজা তাঁহার সভাস্থ হইলেন। এবং তিনি অনেক দেশ হইতে অনেক অর্থ পাই-

লেন, ইহাতে দুর্য্যোধনের হিংসানল পুনঃ প্রজ্বলিত হইল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে অপদস্থ করণার্থ বিবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে তাহা করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিলেন। ঐ ক্রীড়ায় এই পণ হইল যিনি পরাজিত হইবেন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবেন। রাজা যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়া অঙ্গীকার অনুরোধে ত্রয়োদশ বৎসর বন প্রবাস করিলেন। তৎপরে দুর্য্যোধন অধর্ম্ম পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন না। তাহাতে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহাই কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে কুরু পাণ্ডব ও যদু বংশীয়েরা তাবতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং হিমালয় অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত যত রাজা ছিলেন সকলেই এক এক পক্ষের সহকারী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে কত সৈন্য একত্র হইয়াছিল তাহার সংখ্যা হয় না। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধে পাণ্ডব দিগের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামের পরে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রণ জয়ের পর তিনি দেখিলেন তাঁহার জ্ঞাতি বন্ধু প্রায় তাবতে হত হইয়াছেন। তাহাতে অন্তঃকরণে ঔদাস্য জন্মিয়া তিনি পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে হিমালয় যাত্রা করিলেন। তথা হইতে আর ফিরিলেন না।

এই যুদ্ধের বিবরণ এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের যাবতীয় কীর্ত্তি মহাভারত গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে লেখা আছে। এই বিবরণ কাহারো অগোচর নাই। এই গ্রন্থের বর্ণনা সকল কিবা মনোহর, যখনই পাঠ করা যায় তখনই নূতন বোধ হয়।

রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থের কি শোভা ও সম্পত্তি ছিল তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। তাহা অনুভব করিতে হইলে মন একেবারে আশ্চর্য্যে পরিপূরিত হয়। ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দ্রের পুরীর ন্যায় ছিল, এবং ইহার তুল্য স্থান পৃথিবীতে আর ছিল না। ঐ নগর পরে দিল্লী নামে খ্যাত হইয়াছিল। অনেক দিবস হইল এই নগর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দিল্লী নগরের মধ্যে এবং তাহার পশ্চিমে ৪।৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত যে সকল প্রস্তরময় অট্টালিকার খণ্ডাবশেষ পড়িয়া আছে তাহা দেখিলে পর ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। ঐ সকল অট্টালিকা নব্যাবস্থাতে কি সুশোভিত ও চমৎকার ছিল তাহা অনুভব করা অসাধ্য। এই সকল ভগ্ন অট্টালিকা অবলোকন করিয়া পাদরি হিবর সাহেব লিখিয়াছেন লণ্ডন নগরও ধ্বংস হইলে ইহার তুল্য হইবেক না।

হিন্দু শাস্ত্র মতে রাজা যুধিষ্ঠির কলিযুগের আরম্ভেই রাজ্যারম্ভ করেন। কিন্তু সময়ের বিষয়ে অনেক বাদানুবাদের পর ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তলেখক এলফিন্‌ষ্টন

সাহেব এই স্থির করিয়াছেন যে খৃষ্টের জন্মের ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ কলি অব্দের ১৭৫০।১৮৫০ বৎসরের মধ্যে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের পর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত রাজা হইয়াছিলেন। তদবধি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালের ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্ব অর্থাৎ ২৭৫৮ কলিঅব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ডুবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রপ্রস্থ ভারতবর্ষের রাজপাট রূপে গণ্য ছিল।

এই নগর ক্রমশঃ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি কিমায়ুন পর্ব্বতের শুকবন্ত নামা রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি পরাস্ত ও হত হয়েন। তাহাতে শুকবন্ত ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হয়েন। ঐ সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থের তাদৃশ শোভা বা সম্পত্তি ছিলনা, প্রায় সকলি বিলুপ্ত হইয়াছিল। যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল রাজা বিক্রমাদিত্য তাহা হরণ করিয়া ঐ নগরকে একেবারে শ্রীভ্রষ্ট করেন। তদবধি ৮০০ বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থের কি অবস্থা ছিল তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কুতব মিনার নামক জয়স্তম্ভের সন্নিকটস্থ এক লৌহস্তম্ভে যে বিবরণ ক্ষোদিত আছে তদ্দৃষ্ট বোধ হয় ৫০৬ খৃষ্টাব্দে (কলিঅব্দ ৩৬০৮) ইন্দ্রপ্রস্থে ধার নামে এক বীর্য্যবান রাজা হয়েন। কিন্তু তাঁহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

৮৫৬ খৃষ্টাব্দে (কলি ৩৯৫৮) তুষারবংশীয় রাজা-দিগের জয়পতাকা ইন্দ্রপ্রস্থে উড্ডীয়মানা হইয়াছিল, এবং রাজপুত্রদিগের সিংহনাদে ইন্দ্রপ্রস্থের শক্রদল একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। তৎপরে মুসলমান জাতীয় পাঠানেরা এই রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের রাজ্যকালে এই প্রাচীন বিখ্যাত নগর সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হইয়া ধন মান বল বীর্য্য বিক্রম শিল্প ও সৌজন্যে পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাজপাট রূপে গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও কালবশে কালের করাল গ্রাসে পড়িয়াছে।

ইন্দ্রপ্রস্থের অপর নাম দিল্লী। জনশ্রুতি আছে দিলীপ নামে তথায় এক রাজা হইয়াছিলেন, তাহাতে এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে দেহল নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার নামই দিল্লীর আদি শব্দ। পরন্তু মুসলমানেরা কহিয়াথাকেন, গজনির অধিপতি মহম্মদ ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন সময়ে তত্রত্য মৃত্তিকার অদৃঢ়তা প্রযুক্ত শিবির সন্নিবেশনে ক্লেশ পাইয়া নগরের নাম দহলী রাখিয়াছিলেন, তাহার অপভ্রংশে দিল্লী হইয়াছে। কিন্তু এ কথা মিথ্যা, কারণ ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বাবধি দিল্লীশব্দ প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে যে দিল্লী নগর আছে তাহা এই প্রাচীন দিল্লী নহে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে শাহজমান রাজা প্রাচীন দিল্লীর অনধিক দূরে এক

নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করেন, এই নগর সম্প্রতিকার দিল্লী।

ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীনগর ভিন্ন গঙ্গা যমুনার তীরে আর পাঁচ হিন্দুরাজ্য ছিল, অর্থাৎ মথুরা কাশী পঞ্চাল মগধ ও বঙ্গদেশ। তাহার বিবরণ লেখা যাইতেছে।

মথুরা।

মথুরা অতি প্রাচীন দেশ এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু পিতৃরাজ্যে বিমুখ হইয়া এইখানে আসিযা রাজ্য স্থাপন কবিযাছিলেন। তৎপরে যদুবংশীয় নামে খ্যাত তদ্বংশীয়েরা এই স্থানে রাজ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তৎপরে কংশ নামে এক রাজা হযেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাগিনেয়, বসুদেবের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিলে কিংবদন্তী হইল, তিনি অবতার হইয়া আসিয়াছেন, এবং কংশকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করিবেন। এই ভয়ে কংশ তাঁহাকে ধ্বংস করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। শ্রীকৃষ্ণ এক গোপের গৃহে থাকিযা ক্রমশঃ অতি সাহসী ও যশস্বী হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কংশকে বিনাশ করিয়া ধরণীকে তাঁহার অত্যাচাব হইতে মুক্ত করিলেন।

কংশ মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংশকে বিনাশ করিলে জরাসন্ধ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক মথুরাতে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে তিনি ঐ দেশ

অষ্টাদশ বার আক্রমণ করেন। অবশেষে তিনি ঐ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়দিগকে লইয়া তথা হইতে সমুদ্রতটে গুজরাটে যাইয়া দ্বারিকা নামে এক রাজ্য স্থাপন করেন।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলে রাজা জরাসন্ধ তাহাতে প্রতিবাদী হইলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব আক্রোশে রাজা যুধিষ্ঠিরের সেনাপতি হইয়া ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। জরাসন্ধ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভীমের হস্তে নিহত হইলেন। কোন কোন স্থানে লেখে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহাকে করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অনন্তর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ যুদ্ধের একজন মহারথী হইযাছিলেন। ঐ যুদ্ধ জয় হইলে তিনি দ্বারিকাতে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তথায় আসিলে পর যদুবংশীয়দের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। তাহাতে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এক ব্যাধের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলা সম্বরণের পর যদুবংশীযেরা সিন্ধুপার গমন করিযাছিলেন। কোন কোন গ্রন্থে লেখে বহুকাল পরে যে রজঃপুত জাতীয়েরা সিন্ধু ও কচে আসিয়াছিল, তাহারাই ঐ যদুবংশীয়। কিন্তু মহাভারত দৃষ্টে বোধ হয শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ঐ যদুবংশীয়েরা যমুনা অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছিলেন।

কাশী।

এই স্থান অতি প্রাচীন এবং হিন্দুদিগের এক প্রধান পুণ্যস্থান। পুরাণে লিখিযাছে কাশী বাস করিলে মনুষ্যের পূর্ব্ব জন্মের সকল পাপ ক্ষয় হয। কাশীবাসী ব্যক্তিরা যদি কোন বার্ত্তা প্রসঙ্গে অন্য দেশীয় লোকদিগের নাম গ্রহণ করেন, তবে সেই সকল ব্যক্তিব পক্ষে তাহা মোক্ষবৃক্ষের বীজ বোপণ করা হয, আর যাহারা দেশান্তরে থাকিয়া কাশীর নাম স্মরণ করেন তাঁহারা ভব সাগর পার হযেন। কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইহা উক্ত হইয়াছে সৃষ্টির আরম্ভে যখন পৃথিবী জলমগ্না হয, তখন মহাদেব এই স্থানকে রক্ষা করিযাছিলেন। এই প্রকার অনেক কথা আছে তাহা লিখিবার প্রযোজন নাই।

কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্রতনয় কুশের বংশজাত বিহঙ্গরাজ রাজার পুত্র কাশীরাজ পৈতৃক অযোধ্যা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইযা তদধিকার পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে রাজপাট স্থাপন করেন। অপরে কহেন চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার কুলজাত ক্ষত্রবৃদ্ধ রাজার প্রপৌত্র কাশীরাজ এই রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁহা হইতে কাশীনাম হইয়াছে। ইহার আর এক নাম বারাণসী। কাশীর উভয় পার্শ্বে বরুণা ও অসী নামে দুই নদী আছে, তৎসংযোগে এই নাম হইযাছে।

কাশীরাজেব পৌত্র ধন্বন্তরি, তিনি চিকিৎসা বিদ্যাতে

অতি বিখ্যাত এবং অনেক দিবসাবধি এই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। ঐ ধন্বন্তরির পৌত্র দিবোদাস আরো বিখ্যাত ছিলেন, এবং সর্ব্বদা যোগ সাধনে থাকিতেন। তাঁহার যোগভঙ্গ জন্য দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়। ঐ যজ্ঞের স্থান দশাশ্বমেধের ঘাট নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এই রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুই কন্যা ছিল, ভীষ্মদেব স্বীয় সহোদর বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিবাব জন্য তাহাদিগকে হস্তিনা নগরে লইযা যান। অনন্তর কাশীতে পৌণ্ড্রক নামে এক ব্যক্তি জন্মেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বেষ করিযা দ্বিতীয বসুদেব হইবার চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিযা তাহাকে বিনাশ করেন। ইহাব পর কাশীর আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৩ খৃষ্টাব্দে কাশীতে বুনার নামে এক রাজা ছিলেন, ইনি মুসলমান ভূপতি মহম্মদ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইযা পবলোক গমন করেন। জনশ্রুতি আছে বুনার রাজার নামেতে কাশীর অপব নাম বারাণস হইযাছে।

ইহার কিছু দিন পরে গৌড়দেশাধিপতি, মহীপাল রাজা, কাশী জয় করিয়া, স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামে দুই ব্যক্তিকে আপনার প্রতিনিধি করিযা তথায় পাঠান। তদনন্তর কাশী কান্যকুব্জাধিপতি রাজা চন্দ্রদেবের রাজ্যান্তর্গত হয়

অবশেষে ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে (কলি ৪৩৩৮ অব্দে) মুসলমানেরা ঐ রাজ্য অধিকার করেন।

পঞ্চাল।

অযোধ্যা ও সম্প্রতি যাহাকে দুয়াব বলা যায় পঞ্চাল রাজ্য তাহার মধ্যবর্ত্তী ছিল। পুরুবংশীয় হর্য্যশ্ব রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন, এবং তাঁহার পঞ্চ পুত্রকে এই রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন, এইজন্য ইহার পঞ্চাল নাম হইয়াছে। যৎকালে কুরু পাণ্ডব দিগের যুদ্ধ হয় তৎকালে দ্রুপদ রাজা এই দেশের ভূপতি ছিলেন। মহাভারতে অযোধ্যা রাজ্যের নাম উল্লেখ নাই, ইহাতে বোধ হয় তৎকালে ঐ রাজ্য তথা হইতে পঞ্চালে উঠিয়া গিয়া থাকিবে, তাহার পর কান্যকুব্জের সঙ্গে একত্র হয়।

মগধ।

এক্ষণে যাহাকে বেহার বলা যায়, পূর্ব্বে তাহা মগধ নামে খ্যাত ছিল। বুদ্ধদেব মঠে "বিহার" করিতেন, এই জন্য ইহার বেহার নাম হইয়াছে। পাটলিপুত্র এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। ঐ নগর পূর্ব্বে অতি ধনাঢ্য ও বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ঐ নগরের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, কিন্তু সম্প্রতি যেখানে পাটনা জিলা হইয়াছে তাহার নিকটে ঐ নগর ছিল, নিশ্চয় হইয়াছে।

বহুকালাবধি এই মগধ রাজ্যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়

রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে এই নগরে জরাসন্ধ রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংশকে বধ করিলে পর তিনি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ কবিয়া তাঁহাকে এবং তদ্বংশীয় যদুদিগকে মথুরা হইতে দূরীকৃত করিয়া আপনি ঐ রাজ্য অধিকার করেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে তিনি ঐ যজ্ঞের প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, এই জন্য পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে তিনি হত হয়েন।

যখন কুরুক্ষেত্রে সংগ্রামারম্ভ হয, তখন মগধে সহদেব নামে এক রাজা ছিলেন। ঐ রাজার পর তদ্বংশীয ৩৩ জন রাজা হইযাছিলেন। তৎপবে অজাতশত্রু নামে এক রাজা হয়েন। তাঁহার রাজত্ব কালে গৌতম কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হয, এবং তজ্জন্যই মগধ রাজ্যের অধিক গৌরব। এই ধর্ম্মের কথা পরে লেখা যাইবে। গৌতম খৃষ্টাব্দের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে ২৬৫২ কলিঅব্দে পরলোক গমন করেন।

বিদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা কহেন এই সময়েই হউক বা ইহার পরে (খৃষ্টের জন্মের ৫১৪ বৎসর পূর্ব্বে) দারা নামে পারস দেশের রাজা এই দেশে আসিয়া সিন্ধু নদীর তটস্থ তাবৎ প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহাও কথিত আছে ঐ প্রদেশ হইতে তিনি যে কব প্রাপ্ত হইতেন, তাহা তাঁহার সমুদায় রাজ্যের তৃতীয় অংশের এক

অংশের অধিক। আর তিনি আপন দেশ হইতে রৌপ্য মুদ্রা পাইতেন, কিন্তু এ দেশ হইতে স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়া ছিলেন।

অজাতশত্রুর পর চারি জন ক্ষত্রিয় বংশীয় রাজা হইয়া ছিলেন। তৎপরে খৃষ্টাব্দের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে (কলি ২৭৩২) নন্দ নামে এক রাজা হযেন। তিনি শূদ্রাণীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কোন ২ গ্রন্থকার লেখেন তিনি তক্ষক বা নাগ বংশীয ছিলেন। ইংরাজী পুস্তকে লেখে খৃষ্টের জন্মের ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বে সাইথিযা হইতে কতক গুলিন লোক এদেশে আসিযাছিল, শেষনাগ নামে তাহাদের এক অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং সর্প তাহাদেব জাতীয় চিহ্ন ছিল। এই জাতীযেরা মগধ দেশ জয় করিযাছিলেন। তাহাতে তাহাদিগকে নাগ বংশীয় কহে। কেহ কেহ বলে বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দিগকে তক্ষক বলা যাইত। যাহাহউক্।

নন্দ রাজা হইলে পব গ্রীস দেশের সিকন্দর (আলেক্জন্দর) বাদশাহ হিন্দুস্থানে আসিযাছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ বাদশাহ পারস দেশ বিনাশ করিযাছিলেন। পরে ভারতবর্ষের ধনগৌরবে এবং দিগ্বিজয অভিলাষে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারত ভূমির উত্তর খণ্ডে আসিয়া কাবুল দেশ জয় করেন। পরে তথা হইতে সিন্ধুপারস্থ রাজাদিগকে তাঁহার অধীনতা

স্বীকার করিতে বলিলেন। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে তিন জন রাজা ছিলেন, আবিসরিস, তকজযনিস, ও পরগু। আবিসরিস পর্ব্বতাঞ্চলে অর্থাৎ কাশ্মীর দেশের রাজা ছিলেন। সিন্ধু অবধি পঞ্চাল দেশীয় ঝিলম নদী পর্য্যন্ত তকজয়নিসের অধিকার ছিল। এবং ঝিলম অবধি পূর্ব্বদিকে হস্তিনা পর্য্যন্ত পরগুের রাজ্য ছিল। প্রথম দুই রাজা সিকন্দরের সৌহৃদ্য প্রার্থনায় তাঁহার সহিত মিত্রাচরণ করিলেন। কিন্তু পরগু তাহা না করিয়া অনেক হয় হস্তী ও সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার পথাবরোধ করিলেন। পরগু রাজা কোন্ বংশীয ছিলেন তাহার নির্ণয় হয় নাই, এমত নাম হিন্দুপুস্তকে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি পাণ্ডুবংশীয় কোন রাজা হইবেন এমত বোধ হয। যাহাহউক, তিনি অতি সাহসিক হইযা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করিলেও তিনি হয়ারোহণে একাকী সংগ্রাম করিলেন। সিকন্দর তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য হরণ না করিয়া তাঁহাকে সিন্ধুতীরস্থ সকল রাজ্যের অধিপতি করিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্জাবের পঞ্চনদী পার হইযা মগধে আসিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এবং মগধাধিপতি নন্দ দুই লক্ষ পদাতিক এবং ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারূঢ় সেনা লইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিকন্দরের সৈন্যগণ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া সংগ্রাম অস্বীকার

করিল। তাহাতে তিনি এই দেশে আসিতে না পারিয়া সিন্ধু পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যের সীমা নিরূপণ পূর্ব্বক পোতা-রোহণে সিন্ধু নদী দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

নন্দ স্বীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। তাহার পরে তাঁহাব আট পুত্র একত্রে রাজত্ব করেন। কোন ২ গ্রন্থ-কার লেখেন এই আট পুত্রের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত এক জন ছিলেন, কিন্তু তিনি নাপিতানীর গর্ব্ভে জন্মিয়া ছিলেন, এজন্য তাঁহার আর ২ ভ্রাতারা তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। ইহাতে তিনি অপমান বোধ করিয়া অনেক দিবস উত্তর দেশ ভ্রমণ করেন। তদনন্তর চাণক্য নামে এক মন্ত্রীর সাহায্যে ভ্রাতাগণকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। কোন ২ গ্রন্থকার লেখেন এই আট জন ক্রমান্বয়ে রাজ্য করিয়াছিলেন, অবশেষে চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টের জন্মের ৩১৫ বৎ-সর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ২৭৮৭ কলি অব্দে, রাজা হইয়াছিলেন। যাহাহউক চন্দ্রগুপ্তের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তিনি অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সিলুকশ মিসর দেশের অধিপতি হইয়া এই রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার সহিত অনেক যুদ্ধাদি করেন। ইতিহাসলেখকেরা ইহাও লিখিয়াছেন তিনি মিসরাধিপতি সিলুকশের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং ঐ রাজার এক সভাসদ নিয়ত তাঁহার সভাতে বাস করিতেন।

চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজ্য করিয়া খৃষ্টের জন্মের ২৯২ বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তর গমন করেন। চন্দ্রগুপ্তের পর বিন্দুসার, কেহ বলে মিশ্রচন্দ্র, নামে তাঁহার এক পুত্র রাজা হইযাছিলেন। তদবধি ক্ষত্রিয় দিগের বিন্দুমাত্র আধিপত্য রহিল না, শূদ্রেরা রাজা হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পৃথিবী কম্পমানা হইল।

কথিত আছে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক রাজা পিতামহ অপেক্ষাও রাজ্যবৃদ্ধি করিযাছিলেন। পশ্চিম দিকে পেতেনিক, উত্তরে কাশ্মীর, পূর্ব্বে কলিঙ্গ, ও দক্ষিণে কর্ণাট পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইযাছিল। বোধ হয় বঙ্গ দেশও তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। এইক্ষণকার সভ্য রাজারা যে প্রকার করিয়া থাকেন, তিনিও সেই প্রকার আপন রাজ্যের সকল স্থানে চিকিৎসালয ও অতিথিশালা স্থাপন করিযাছিলেন, এবং সকল পথে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দিযাছিলেন।

অশোক প্রথমতঃ পূর্ব্বপুরুষ দিগের মতানুযায়ী চলিতেন। তাহার পর বৌদ্ধমতাবলম্বী হইযা তিনি আপনার যাবতীয় দেশে ঐ ধর্ম্ম বিস্তার করাইবার বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য এক মহাসভা হইযাছিল, ইহাকে বৌদ্ধেরা তৃতীয় মহাধর্ম্মসাঙ্কল্য বলিযা থাকে। এই সভাতে স্থির হইয়াছিল, যে, স্থানে স্থানে ঐ ধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রবীণ বৌদ্ধদিগকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই

প্রতিজ্ঞা অনুসারে মহাধর্ম্মরক্ষিত নামে এক জন প্রধান ধর্ম্মবেত্তা মহারাষ্ট্র দেশে প্রেরিত হয়েন। তিনি ১৭০০০০ মনুষ্যকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করান। এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য ১০০০০ পুরোহিত নিযুক্ত হয়েন। ইহা ভিন্ন মগধ রাজ্যের অধীন অনেক দেশে ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, এবং অনেক স্থানে নাগপূজার ব্যবহার ছিল, তাহাও রহিত হয়। পরন্তু ভারতবর্ষ ভিন্ন আরো পশ্চিম দেশে ও সুবর্ণভূমি এবং লঙ্কাতেও ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। কথিত আছে শেষোক্ত দ্বীপে অশোক রাজার এক পুত্র প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাতে বেদমতাবলম্বী তদ্দেশীয় প্রিয়দর্শী নামক রাজা সপরিবারে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার নাগপূজক প্রজাগণ ঐ মতাবলম্বী হয়। ইহা ভিন্ন নেপাল, ত্রিবর্ত্ত, তাতার, চীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অনেক হিন্দু ও যবন রাজ্যে ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়।

অশোকের পরলোক গমনানন্তর তাঁহার পুত্রেরা ভারত রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়েন। তাহাতে কুলাল নামক তাঁহার এক পুত্র পঞ্চালের রাজা হয়েন, দ্বিতীয় কাশ্মীরের, এবং তৃতীয় পাটলিপুত্রের, রাজা হয়েন।

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারীগণ দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তম রূপে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাদের সময়ে ক্ষত্রিয়েরা নিতান্ত হীনবল হইলেন, এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রবল হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদার হানি হইতে লাগিল। এই

সময়ে কেবল কান্যকুব্জে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ছিল, অন্যত্র ছিল না। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন বৌদ্ধদিগের দমন না হইলে তাঁহাদিগের রাজ্য ও ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া কঠিন। অতএব ক্ষত্রিয় পুনরুদ্ভাবন ও বৌদ্ধ বিনাশ কল্পনা করিয়া তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে তক্ষক খ্যাতি দিয়া এই কথা রাষ্ট্র করিলেন, যে "রাজ্যনিয়ন্তৃ পুরুষাভাবে সর্ব্বত্র অমঙ্গল আরম্ভ হইল, পাপের বৃদ্ধি ও পুণ্যের হানি হইতে লাগিল, প্রজা সকল ক্লেশপঙ্কে পতিত হইল, অসুরকুলের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, এবং ভূদেবী পাপভরে অস্থির হইলেন"

পুরাণলেখকেরা লেখেন এই সকল অমঙ্গল নিবারণ জন্য বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয়ের পুনরুদ্ভাবন কল্পনা করিয়া এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি অসঙ্খ্য দেবতা উপস্থিত হইলেন। পরে অনল-কুণ্ড প্রজ্বলিত হইলে ঐ চারি দেবতা চারি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন, তাহাতে চারি বীর উত্থিত হইল। ইহাদিগের নাম প্রমার, চালুক, পরিহার, এবং চালুমান। এই বীর চতুষ্টয় অগ্নি হইতে উঠিয়া দৈত্য-দিগের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যতই দৈত্য সংহার করিতে লাগিলেন, তাহাদিগের শোণিত হইতে ততই অভিনব দৈত্য জন্মিতে লাগিল। এই সঙ্কটে আশাপূরণা গাজনমাতা কেতুঞ্জমাতা ও সঞ্জির-

মাতা নাম্নী তাঁহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা দৈত্যশোণিত পান করিতে লাগিলেন, তাহাতে দৈত্য বৃদ্ধি নিবারণ হইল, এবং ক্ষত্রিয়েরা জয়ী হইলেন।

এই কথার দ্বারা এমত বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে প্রমার, চালুক, পরিহার, ও চালুমান নামে চারি বীর পুরুষ ছিলেন। প্রমার ধার আবু উজ্জয়িনীর রাজা, চালুক অনলপুর পত্তনের ভূপতি, পরিহার বিখ্যাত নোনাদ্দন মরুভূমির অধিপতি এবং চালুমান নর্ম্মদাকূলে মাসবতী নগরীর অধীশ্বর। ইহাদের বংশ ভারতবর্ষে অগ্নিকুল নামে বিখ্যাত এবং ঐ কুলে অনেক রাজনা-শ্রেষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করিযাছেন। ইহারা অনেক বৌদ্ধ বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায এবং ব্রহ্ম-ধর্ম্ম পুনঃ প্রবল হয। সেই অবধি ব্রাহ্মণদিগের পুন-রাধিপত্য হইযাছে।

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারীগণ খৃষ্টের জন্মের বিংশতি বৎ-সর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার পর আর তিন শূদ্র-গোষ্ঠী রাজা হইযাছিলেন। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্র গোষ্ঠীযেরা প্রধান, এবং তাহারা বহুকাল রাজত্ব করেন। আর দুই গো-ষ্ঠীর কোন বিবরণ পাওযা যায় না। কথিত আছে প্রথমে কর্ণ নামধারী চারি জন রাজা হইয়াছিলেন। ইহাদের শেষ রাজা স্বীয মন্ত্রী কর্ত্তৃক হত হইলে, ঐ মন্ত্রী ১৫১ খৃষ্টাব্দে মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। তাহার ৪০

বৎসর পরে শূদ্রক নামে এক রাজা হয়েন, তিনি কর্ণদেব নামে খ্যাত, তাঁহা হইতেই ইন্দ্রযতিকা বংশ উৎপত্তি হয়। ঐ কর্ণ তাবৎ ভারতবর্ষের সম্রাট বলিযা খ্যাত ছিলেন, এবং বারাণসে যে এক ভূমির তাম্রময দানপত্র বাহির হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে তিন কলিঙ্গের অধিপতি বলিযা লিখিযাছে। ইহাতে বোধ হয তৈলঙ্গ আরাকান প্রভৃতি সমুদ্রতট পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার ছিল। কর্ণ অষ্টাদশ বৎসর রাজ্য করিলে পর তাঁহার এক সহোদর রাজা হযেন। তৎপরে আর পাঁচ ছয জন রাজা হইযাছিলেন। ইঁহারা সকলেই কর্ণ নামে খ্যাত ছিলেন। এবং ইহাদের খ্যাতি রুম রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তার হইয়াছিল। ঐ দেশীয লেখকেরা ইহাদিগকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিযা ব্যাখ্যা করিযাছেন। পরন্তু এই রাজাদের সঙ্গে চীন রাজার সদ্ভাব ছিল এমত বোধ হয, কেননা এক সময়ে তাঁহাদের সাহায্যার্থ চীন রাজা অনেক সৈন্য প্রেরণ করিযাছিলেন। এই বংশীয রাজারা খৃষ্টাব্দের ৪৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিযাছিলেন।

ইহার পর পুরাণলেখকেরা ইন্দ্র বংশীয় রাজাদের নামোল্লেখ করেন না। কিন্তু পুলস নামে এক রাজার নামোল্লেখ আছে। তিনি কোন্ বংশীয তাহা নির্ণয় হয় না। ফলতঃ তিনি অতি পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমার বাহিরেও কয়েক দেশ জয় করিয়া

ছিলেন। পুলম রাজা ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

ইহার পর মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা রামদেব নামে এক রাজার নাম উল্লেখ করেন। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন, এবং বঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন। তৎপরে মালব রাজ্য আপনার অধীন করিয়া হিমালয়াঞ্চলে যাইয়া পর্ব্বতীয় যাবতীয় রাজাকে করস্থ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে কান্যকুব্জের গুপ্ত নামধারী রাজারা এই রাজ্যকে আপনাদের শাসনাধীন করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ।

যযাতির পুত্র অনুর বংশীয় বঙ্গ নামে এক রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন। মহাভারতেও এই দেশের কথা উল্লেখিত আছে। এবং তাহাতে ইহাও লিখিয়াছেন কুরু পাণ্ডব দিগের যুদ্ধে বঙ্গ দেশের এক রাজা মগধদেশীয় রাজার সহকারিতা করিয়াছিলেন। ইহাতে এই বঙ্গ দেশকে প্রাচীন বলা যাইতে পারে। আইন আকবরীতে লেখে ঐ রাজা অবধি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঁচ বংশের রাজারা একাদিক্রমে বঙ্গ দেশের রাজা হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে চতুর্থ বংশীয় পাল উপাধিধারী রাজারা খৃষ্টীয় নয় শত অবধি একাদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজাদের রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় যে

সকল ক্ষোদিত প্রস্তরাদি স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে না। কিন্তু তহতে এই কথা লেখে যে ঐ রাজারা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে সিন্ধু পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে আরো প্রকাশ করে ঐ রাজারা পূর্ব্বে ত্রিবর্ত্তদেশ ও পশ্চিমে কাম্বোজ দেশ করস্থ করিয়াছিলেন। এ কথা অতি অসম্ভব বোধ হয়, যেহেতু কান্যকুব্জ দিল্লী আজমীর মিবার ও গুজরাট রাজ্য এই বঙ্গ দেশের অধীন ছিল না। তবে এই অনুমান হয় যে এই রাজারা দক্ষিণ ও পশ্চিমে অনেক দেশ জয় করিয়া থাকিবেন।

পাল উপাধিধারী রাজাদের পর সেনবংশীয় রাজারা বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। আদিশূর নামে এই বংশীয় রাজা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মূঢ়ত্ব দেখিয়া কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের বংশীয়েরা এক্ষণে এই বঙ্গদেশে অতি মান্য। এবং ঐ পঞ্চ জনের সমভিব্যাহারে যে পঞ্চ জন ভৃত্য আসিয়াছিল, তাহারা কায়স্থ হইয়াছেন। বঙ্গদেশে ইহারা শূদ্রের মধ্যে প্রধান।

গঙ্গা যমুনার তীরস্থ এই কয়েক রাজ্য ভিন্ন উজ্জয়িনী, গুজরাট, কান্যকুব্জ, মিথিলা, আজমীর, মিবার, যশলমীর, জয়পুর, সিন্ধু, কাশ্মীর, ও আর আর অনেক হিন্দুরাজ্য ছিল।

উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনী, মালওয়া রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যকে বড় প্রাচীন বলা যায় না, কিন্তু খৃষ্টাব্দের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে (৩০৪৬ কলিঅব্দে) প্রমার বংশোদ্ভব রাজা বিক্রমাদিত্য তথাকার ভূপতি হইযাছিলেন। তাঁহার রাজত্ব আরম্ভাবধি যে অব্দ চলিযা আসিতেছে, তাহাতেই তাঁহার রাজ্যকাল নিরূপণ হইযাছে। বিক্রমাদিত্য অতি বিক্রমশালী ভূপতি ছিলেন। তিনি বিদ্যা ও বিদ্বান্ লোকের যথোচিত সম্মান করিতেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার নবরত্ন সভার এক রত্ন ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য মহাকাল নামে এক প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তি উজ্জয়িনী নগরে স্থাপন করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের অতি বৃদ্ধাবস্থায় শালিবাহন তাঁহাকে সংহার করিযা তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পরে তিনি দক্ষিণে অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে বিক্রমাদিত্যের অব্দ লুপ্ত প্রায় হইযা তাঁহার অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল।

রাজা শালিবাহনের পর আর কযেক জন রাজা হইয়াছিলেন। আইন আকবরী ও হিন্দুপুস্তকে তাঁহাদের নাম লেখা আছে। তন্মধ্যে চন্দ্রপাল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি তাবৎ হিন্দুস্থান জয করিযাছিলেন, এমত লেখা আছে। কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনন্তর রাজা ভোজ এই দেশের ভূপতি হইয়াছিলেন। তিনিও

ভারতবর্ষের এক জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, এবং অনেক দিবস রাজত্ব করিয়া একাদশ শত বৎসরের শেষকালে পরলোক গমন করেন। ভোজ রাজের পৌত্র রাজা হইলে গুজরাটের রাজা ঐ দেশ জয় করিয়া তাঁহাকে রণবন্দী করিয়া লইয়া যান। তদনন্তর আব এক বংশীয়েরা ঐ দেশের রাজা হইয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন হইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৩১ খৃষ্টাব্দে, ৪৩৩৩ কলিঅব্দে, মুসলমানেরা ঐ দেশ জয় করেন।

গুজরাট।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে দ্বারিকা নগরে শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতেই এই রাজ্য অতি প্রাচীনের মধ্যে গণনীয়। কিন্তু এই রাজ্যের মধ্যে বল্লভী নামে আর এক রাজধানী ছিল। রজঃপূত জাতীয়েরা বলিয়া থাকে অযোধ্যাব সূর্য্যবংশীয রাজপরিবারস্থ কনকসেন ঐ রাজধানী স্থাপন করেন। এই পরিবারস্থ রাজারা খৃষ্টাব্দের ১৪৪ অবধি ৫২৪ বৎসর রাজত্ব করিলে, পারস দেশীয় লোকেরা ঐ রাজ্য নষ্ট করে। রাজা নৌসেরওয়ান ঐ সময সিন্ধু দেশে আসিযাছিলেন। বল্লভী নগর সিন্ধু হইতে অধিক দূর নহে, ইহাতে বোধ হয তিনিই ঐ রাজ্য নষ্ট কবিযা থাকিবেন।

যাহাহউক বল্লভী রাজাদিগের পর চোবা নাম ধারী আর এক রজঃপূত বংশীয় লোকেরা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে, (কলি

৩৮৪৮) অনহলপুরে আর এক রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ অনহলপুর এক্ষণে পত্তন নামে খ্যাত। ইহা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অতি বিখ্যাত ছিল। চৌরাবংশীয় শেষ রাজা ৯৩১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, তাহার সন্তানাভাব প্রযুক্ত চালক বা শলাঙ্ক বংশীয় তাঁহার জামাতা রাজা হইয়াছিলেন। তদ্বংশীয় এক রাজা মালব দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই রাজারা ১২২৮ খৃষ্টাব্দ, কলি ৪৩৩০, বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে মহম্মদ গজনবী ঐ দেশ জয় করিলে আর এক পরিবারস্থ রাজারা তাঁহাদিগকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া আপনারা রাজত্ব করেন। তৎপরে ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা ঐ দেশ পুনর্ব্বার জয় করিলে ঐ রাজবংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়।

কান্যকুব্জ।

কান্যকুব্জ দেশ ভারতবর্ষ মধ্যে অতি প্রাচীন, (১) এবং এই স্থান হইতে ব্রাহ্মণদিগের কুলমর্য্যাদার সৃষ্টি হয়। অতি প্রাচীন কালে এই রাজ্যকে পঞ্চাল বলা

---

(১) এই দেশের আর এক নাম মহোদয়। চন্দ্রবংশীয় কুশনাভ রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন। কুশনাভের কন্যাদিগের উপাখ্যানে জানা যায় তাঁহারা বায়ু দ্বারা কুব্জা হইয়াছিলেন, এই জন্য এই দেশের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছে। "কান্যকুব্জমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরম্" (বালকাণ্ডে)।

যাইত, এমত বোধ হয়। এই রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে অতি লম্বাকার ছিল। যেহেতু ইহার পূর্ব্ব সীমা নেপাল এবং পশ্চিম সীমা চম্বল ও বানস নদীর ধার দিয়া আজমীর পর্য্যন্ত ছিল। এই রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ কিছুই প্রকাশিত নাই।

রজঃপুত জাতীয়দের মধ্যে যে লিখন ও প্রাচীন কথা প্রচলিত আছে, এবং যে সকল ক্ষোদিত প্রস্তর পরীক্ষা করা গিয়াছে, তদ্দারা কেবল এই জনাযায যে, পূর্ব্বে এই দেশে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন। তাহার পর ৪৭০ খৃষ্টাব্দে, কলিঅব্দ ৩৫৭২, রথড় বংশীয় রজঃপুত জাতীয়েরা ঐ রাজ্য অধিকার করিয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করেন। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা রাজ্য ইহার প্রভুত্বাধীন ছিল। তাহার পর মুসলমানেরা ঐ দেশ জয করিলে ঐ রজঃপুতেরা মারবার দেশে প্রস্থান করেন।

রজঃপুত ও মুসলমান জাতীয় লেখকেরা ইহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের যেরূপ বর্ণনা করিযাছেন তাহাতে বোধ হয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে যত দেশ জয় করিযাছিলেন, তন্মধ্যে এই দেশ অতি ধনাঢ্য, ইহা অপেক্ষা অধিক ধনাঢ্য দেশ আর জয় করিতে পারেন নাই। ঐ লেখকেরা লিখিয়াছেন, যে কান্যকুব্জে এমন উচ্চ মন্দির ছিল, যে তাহার চূড়া গগণস্পর্শ করিয়া আছে

এমত বলা যায়। এবং নগরে এত ঐশ্বর্য্যশালী লোক ছিল, যে তাম্বূল বিক্রয় জন্য ৩০০০০ খান দোকান এবং সংগীত ব্যবসায়ী ৬০০০০ মনুষ্য ছিল। ইহা ভিন্ন রাজার তিন লক্ষ পদাতিক, দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধর এবং এক লক্ষ অশ্বারোহী সেনা ছিল। যুদ্ধকালে যখন ইহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিত তখন তাহারা পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় চলিত। এবং অগ্রসারী সেনাগণের আড্ডা লওয়া হইলে পরেও পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাদের তাম্বু ভাঙ্গা হইত না।

এই দেশ এক্ষণে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের যে সকল চিহ্ন এখন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, তাহাতে এই কথা কোন প্রকারে অযথার্থ বোধ হয় না। মুসলমানেরা যে সময়ে এ রাজ্য জয় করেন, তৎকালে কান্যকুব্জের রাজাদের সঙ্গে দিল্লীর রাজাদের আত্মবিচ্ছেদ এবং যুদ্ধাদি উপস্থিত ছিল। ইহাতেই ঐ রাজ্য মুসলমানদের অনায়াসে লব্ধ হয়, নতুবা হিন্দুস্থান জয় করা কঠিন হইত।

মিথিলা।

মিথি নামা ইক্ষ্বাকুর বংশোদ্ভব এক সূর্য্যবংশীয় রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন। ঐ রাজার আর এক নাম বিদেহ ছিল, এজন্য এই দেশকে বিদেহও বলা যাইত। এক্ষণে ইহাকে ত্রিহুত বলা যায়। সূর্য্যবংশীয় জনক রাজা এই স্থানে রাজ্য করিতেন, এবং এইখানে ব্যবস্থাদির সৃষ্টি

হয়। পরন্তু ভারতবর্ষে যে দশ ভাষা চলিত, তন্মধ্যে মৈথিল ভাষা এই দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আজমীর।

এই দেশ হিন্দুদিগের মধ্যে পুষ্কর নামে খ্যাত। এই দেশের অষ্টম ভূপতি মাণিক্য রাও ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিশাল ১০৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী জয় করিয়াছিলেন। তৎপরে দিল্লী ও আজমীর রাজ্য একসঙ্গে পতন হয়।

মিবার।

এই দেশ পূর্ব্বে মালব দেশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল। পরে অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশীয় যে রজঃপূত জাতীয়েরা গুজরাট অধিকার করেন, তাঁহারাই এই দেশ জয় করেন। এই দেশ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

যশলমীর।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীয় জাতীয়েরা এই রাজ্য স্থাপন করেন, এবং এখন পর্য্যন্ত ইহা তাঁহাদের অধিকারে আছে।

জয়পুর।

এই রাজ্যের প্রকৃত নাম ঢুণ্ডার। ইহা এক রজঃপূত জাতীয় রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশজাত। এই রাজ্য এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

সিন্ধুরাজ্য।

সিন্ধুনদের উভয় তটস্থ ভূমি সিন্ধুদেশ নামে খ্যাত। মহাভারতে এই রাজ্যের নামোল্লেখ আছে। সিকন্দর শাহ যখন ভারতবর্ষ জয় করিতে আইসেন তখন এই দেশ চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। পরে ৭১১ খৃষ্টাব্দে, কলি ৩৮১৩, আরবেরা ঐ দেশ আক্রমণ করিলে তাহা পুনর্ব্বার এক হইয়াছিল। তদনন্তর ৭৫০ খৃষ্টাব্দে, কলি ৩৮৫২, রজঃপুত জাতীযেরা এই দেশ পুনঃপ্রাপ্ত হইযাছিলেন। তাহার পরে মুসলমানেরা তাহা একেবারে জয করেন।

কাশ্মীর।

যাঁহারা এই রাজ্যের বিবরণ লিখিযাছেন তাঁহারা লেখেন খৃষ্টের জন্মের ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই রাজ্য বর্ত্তমান। এই রাজ্য পূর্ব্বে পাণ্ডব দিগের রাজ্যান্তর্গত ছিল, এমত বোধ হয। ইহার বিবরণ রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে বিস্তারিত রূপ লিখিত আছে। স্বতন্ত্র২ পাঁচ পরিবারস্থ রাজারা একাদিক্রমে এই রাজ্যে রাজত্ব করেন। পরে ১০১৫ খৃষ্টাব্দে, কলি ৪২১৭, এই দেশ মুসলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

দাক্ষিণাত্যের বিবরণ।

পূর্ব্বে যে সকল রাজ্যের নাম উল্লেখ করা গেল তাহা ভারতবর্ষের পশ্চিম উত্তর এবং পূর্ব্ব সীমাস্থ। দক্ষিণে যে কয়েক রাজ্য ছিল তাহার নাম দ্রাবিড়, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, উৎকল, ও মহারাষ্ট্র। এই কয়েক রাজ্যের কথা মহাভারতে উক্ত আছে, অতএব ঐ সকল রাজ্যকে অপ্রাচীন বলা যায় না। কোন কোন গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন, এই সকল দেশে পূর্ব্বে অসভ্য পর্ব্বতবাসী জাতীয়েরা বাস করিত। এ কথা নিতান্ত অযথার্থ বোধ হয় না, কারণ, যখন রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার কেবল কয়েক জন মুনির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তদ্ভিন্ন অপর যাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারা রাক্ষস ও বানর। ইহারা সম্ভবতঃ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ম্লেচ্ছ অসভ্য জাতি হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত ভাষা অতি প্রাচীন, ইহার পূর্ব্বেও তৈলঙ্গ ভাষার সৃষ্টি ও পরিপক্কতা হয়, এবং তাহাতে অনেক গ্রন্থ রচনা হইয়াছিল। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে ঐ দেশীয় লোক সকলকে নিতান্ত অসভ্য বলা যায় না, কেননা

অসভ্য ও মূর্খ লোক কর্তৃক কখন ভাষার উন্নতি হইতে পারে না, বিদ্বান লোকের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। অপিচ রামায়ণ ও আর আর গ্রন্থে দেখা যায়, যখন রাম লঙ্কা আক্রমণ করেন তখন রাবণ ঐ দেশের রাজা ছিলেন এবং দক্ষিণ রাজ্যেও তাঁহার পরাক্রম বিস্তৃত হইয়াছিল। রাবণ অসভ্য ছিলেন এ কথা কেহই বলিতে পারিবেননা, তিনি যে লঙ্কার রাজা ছিলেন, তত্রস্থ লোকেরা অতি বুদ্ধিজীবী, সভ্য ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন। ইহাও ব্যক্ত আছে যে রাবণ স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও মহাদেবপরায়ণ ছিলেন। অসভ্য লোকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠান বা বিদ্যা শিক্ষা করেনা। অতএব দাক্ষিণাত্যের সকল মনুষ্যই অসভ্য ছিল এমত বোধ হয় না, স্থানে২ সভ্য মনুষ্যও ছিলেন। তবে ইহা হইতে পারে স্থানে২ বা অনেক স্থানে অসভ্য লোক ছিল। ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয ও বৈশ্যেরা তথায় যাইয়া বাস করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ নাই। যে নব্য বিবরণ পাওয়া যায় তাহা যথার্থ বলিয়া গণ্য, অতএব তাহাই লেখা গেল।

দ্রাবিড়।

যে দেশে তামল ভাষা চলিত তাহার নাম দ্রাবিড়। এই দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা সমুদ্র, এবং মান্দ্রাজের নিকট পালিকট অবধি বঙ্গলোর পর্য্যন্ত ঘাট নামে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহা ইহার উত্তর সীমা। পশ্চিম

সীমা মালাবার ও কানাড়া। মান্দ্রাজ রাজধানী এই রাজ্যের অন্তর্গত।

পাণ্ড্যমণ্ডল।—দ্রাবিড় রাজ্যের মধ্যে পাণ্ড্যমণ্ডল ও চোল মণ্ডল নামে দুই প্রাচীন রাজপাট ছিল। এই দুই রাজধানী পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যের অন্তঃপাতী ছিল। পরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে তীর্থযাত্রীরা রামেশ্বর তীর্থে আগমন পূর্ব্বক বন পরিষ্কার করিয়া বসতি করিলেন। তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তবাসী মধুর নায়ক পাণ্ড্য নামে এক জন বৈশ্য, বৈজী নদীর তীরস্থ দেশ পরিষ্কার করিয়া মধুর নগর পত্তন করিলেন। এই রাজধানী বহুকালাবধি দীপ্যমান ছিল। পরে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে (৪৮৩৮ কলি অব্দে) তাহা আরকটের রাজা কর্ত্তৃক উৎসন্ন হইয়া যায়। এই রাজ্য বড় বিস্তৃত ছিল না, ইহার দক্ষিণ সীমা কন্যাকুমারী, উত্তর সীমা বয়ক নদী, পূর্ব্ব সীমা সমুদ্র, এবং পশ্চিম সীমা মলয়গিরি ও চোল রাজ্য।

চোলমণ্ডল।—চোল রাজ্য পাণ্ড্য রাজ্য অপেক্ষা আরো বিস্তৃত, ইহার উত্তরে কর্ণাট, দক্ষিণে সমুদ্র, এবং পশ্চিমে কেরল। তামন চোল নামে অযোধ্যাবাসী এক ব্যক্তি গোদাবরী সান্নিধ্যে ত্রিশির পল্লীতে এই রাজধানী স্থাপন করেন। খৃষ্টাব্দের আরম্ভ কালে এই রাজ্য অতি উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টাব্দের ৮০০ বৎসরে (৩৯০০ কলিঅব্দে) তত্রস্থ রাজারা তৈলঙ্গ ও কর্ণাটের অনেক

স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এবং গোদাবরী তীরস্থ নন্দদ্রাগগিরি পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভুত্ব ছিল। ১১০০শত খৃষ্টাব্দের পর এই রাজাদের পরাক্রম হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, তদবধি ইঁহারা বিজয় নগরের রাজাদের অধীন হইয়াছিলেন। তাহার পর বিজয়পুরের মুসলমান রাজা ঐ দেশের রাজার সাহায্যার্থ কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি রাজাকে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজ্যাধিকার করেন। ইনিই বর্ত্তমান তানজোর পরিবারস্থ প্রথম রাজা বলিয়া খ্যাত। ইহাদের রাজপাট অনেক কাল মান্দ্রাজের নিকট কাঞ্চী নগরে ছিল (১)।

চের বা কঙ্গ নামে আর এক রাজধানী পাণ্ড্য ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যস্থলে ছিল। এই স্থানের রাজারা এক সময়ে কর্ণাটের অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে এই রাজধানী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন তন্নিকটস্থ রাজারা ইহার ভূম্যাদি বিভাগ করিয়া লয়েন।

কেরল।—দ্রাবিড়ের মধ্যে কেরল বা পরশুরামক্ষেত্র নামে

---

(১) এই রাজ্যের চতুশ্চত্বারিংশ রাজা কুলোত্তুঙ্গ চোলের এক জারজ সন্তান হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজারা তাঁহার জন্মবার্তার জন্য তাঁহাকে যুবরাজ রূপে স্বীকার করিলেন না। এ নিমিত্ত কুলোত্তুঙ্গ তাঁহাকে একখণ্ড বন-পরিষ্কৃত ভূমি অর্পণ করিলেন। এই স্থানের নাম তোণ্ড-মণ্ডল এবং রাজধানী কাঞ্চী নগর হইল। (তত্ত্ববোধিনী)।

আর এক রাজধানী আছে। মালাবার, কানাড়া ও কোকন এই রাজধানী সংযুক্ত। দাক্ষিণাত্যের ভূবিং গ্রন্থে এই সাধারণ জনশ্রুতির কথা লিখিয়াছে, যে পরশুরাম ক্ষত্রিয় দিগকে বিনাশ করিয়া বীরহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য দাক্ষিণাত্যে গোকর্ণ তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। সে স্থানে তিনি সমুদ্রতটের প্রসারণ দ্বারা কেরল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ সন্তান-দিগকে আনয়ন পূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিলেন। সহ্যাদ্রি খণ্ডে (১) এবং দ্রাবিড় ভাষার এক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে পরশুরাম সে দেশ ব্রাহ্মণহীন দেখিয়া কতিপয় কৈবর্ত্তকে যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ করিলেন। কিন্তু প্রতি-ষ্ঠিত ব্রাহ্মণেরা সর্পভয়ে কেরল পরিত্যাগ করিলে, পরশু-রাম কুরুক্ষেত্র হইতে আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া কেরলমধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরশুরামের এই উপা-

---

(১) সহ্যাদ্রিখণ্ডে এই প্রকার আখ্যান আছে, পরশু-রাম সহ্য পর্ব্বত হইতে কুঠার ক্ষেপ করিলেন, সেই কুঠারের পতনের স্থান হইতে সমুদ্র অপসৃত হইল। সেই স্থানের নাম কেরল বা পরশুরামক্ষেত্র। ইহার উত্তর সীমা সহ্য পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা কন্যাকুমারী। প্রত্যক্ষতঃ দাক্ষিণা-ত্যের পশ্চিমাংশে ঘাট নামে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে তাহার উত্তর অংশ হইতে ভীমরথী গোদাবরী ও কৃষ্ণ-বর্ণা নামে তিন নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে ভীম-রথীর নাম ভীমা ও কৃষ্ণবর্ণার নাম কৃষ্ণা বলিয়া প্রসিদ্ধ

খ্যান দ্বারা ইহা সম্যক্‌রূপে প্রতীত হইতেছে, যে, তাঁহার পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দেশ অতি অসভ্য অবস্থাপন্ন ছিল, তিনি সেই অব্রহ্মণ্য দেশে গমন করিয়া ইতর লোকদিগের উপনয়ন দিলেন, ও সেই সূত্রে আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্ম দাক্ষিণাত্যে সংস্থাপন করিলেন।

উত্তর কালে পরশুরাম ক্ষেত্র পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হীন ও যজ্ঞাদি রহিত হইয়াছিল। অনন্তর ময়ূরবর্ম্মা নামে এক রাজা পঞ্চাল হইতে কতকগুলিন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া তথায় স্থাপন করিলেন। এই ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ পশ্চিম তটে বনবাসী নগরে বসতি করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র ত্রিনেত্র কদম্ব, তুলব ও হৈব দেশে বিশেষতঃ গোকর্ণ তীর্থে তাহাদিগকে সংস্থাপন করেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডে বিবরণ করিয়াছেন, ময়ূরবর্ম্মার পরলোকান্তে ব্রাহ্মণেরা সে

আছে। অতএব পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের উত্তরাংশের নাম সহ্য পর্ব্বত। বিশেষতঃ কেরল উৎপত্তি গ্রন্থ অনুসারে তন্মধ্যে বিশেষ স্থান গোকর্ণ পরশুরামক্ষেত্রের উত্তর সীমা, এবং সমুদ্রস্থ কন্যাকুমারী ইহার দক্ষিণসীমা। কেরল রাজ্য চতুর্ভাগে বিভক্ত হয়, যথা তুলু রাজ্য, কুপ রাজ্য, কেরল রাজ্য, এবং মূষিক রাজ্য। উত্তরে গোকর্ণ হইতে পেরুম্বুঝ পর্য্যন্ত তুলু রাজ্য। তাহার দক্ষিণে নীলেশ্বর পর্য্যন্ত কূপ রাজ্য। নীলেশ্বর হইতে কন্নেত্তি পর্য্যন্ত কেরল রাজ্য। তাহার দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত মূষিক রাজ্য।

দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র চন্দ্রাগদ অহিচ্ছত্র হইতে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আনয়ন করেন।

বস্তুতঃ উত্তর হিন্দুস্থান হইতে ব্রাহ্মণেরা দ্রাবিড়ে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন ইহা সম্ভব। এই ব্রাহ্মণেরা ঐ দেশ ৬৪ জিলাতে বিভাগ করিয়া আপনারা রাজ্য করিতেন। তিনহ বৎসর অন্তরে এক জন রাজা হইতেন এবং তাঁহার চারি জন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী থাকিতেন। কতক দিবস পরে ক্ষত্রিয়েরা এই স্থানের রাজা হইয়াছিলেন। তদনন্তর এই দেশ ভগ্ন হইয়া দুই রাজ্য হয়, দক্ষিণ রাজ্য মালাবার, উত্তর কানাড়া। কিন্তু কখন ইহা হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। নবম শত বৎসরে মালাবারের রাজা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে ঐ রাজ্য ভগ্ন হইয়া কয়েক ক্ষুদ্র২ রাজপাট হয়, ইহার মধ্যে কালিকটও একটি রাজপাট হইয়াছিল।

কানাড়া রাজ্যে স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন। এই রাজ্য খৃষ্টাব্দের দশ শত বৎসরে বল্লাল বংশীয় রাজারা ছিন্ন ভিন্ন করেন। তাহার পর ঐ রাজ্য বিজয় নগরের অধীন হয়।

কোকন রাজ্য পূর্ব্বে জঙ্গলময় ছিল। এখনও তাহার সকল জঙ্গল পরিষ্কার হয় নাই। অনুমান হয় মহারাষ্ট্রেরা এই দেশে বাস করিত।

কর্ণাট।

কর্ণাট রাজ্য দ্রাবিড়ের উত্তর পশ্চিম। এই দেশে কর্ণাট ভাষা প্রচলিত। তদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে ঐ রাজ্যের রাজা ছিলেন। পরে ইহা পাণ্ড্য ও চের ও কানাড়ার রাজাদিগের অধীন হইয়াছিল। তৎপরে একাদশ শত খৃষ্টাব্দে (কলি ৪২০০) যদুবংশীয় বল্লাল নাম ধারী রজঃপুতেরা ইহার রাজা হইয়া ধুমধামে রাজ্য আরম্ভ করিয়া, কর্ণাট দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গের কতক রাজ্যে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করেন। পরে ১৩১০।১১ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য ধ্বংস হয়।

তৈলঙ্গ।

তৈলঙ্গ দেশ কর্ণাটের পূর্ব্ব এবং দ্রাবিড়ের পূর্ব্ব উত্তর। এই দেশে তৈলঙ্গ ভাষা প্রচলিত। এই দেশে ৯ অবধি ১১ শত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাদব নামক এক রাজবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা নাম লুব্ধ ছিলেন না।

বিদ্রের পশ্চিম, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের সীমাতে কল্যাণ নামে আর এক রাজধানী ছিল। চালুক্য নামা রজঃপুত জাতীয়েরা তথাকার রাজা ছিলেন। তাঁহারা খৃষ্টাব্দের দশ শত বৎসরের অন্ত অবধি বারো শত বৎসরের অন্ত পর্য্যন্ত ঐ স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন। জয়স্তম্ভে ক্ষোদিত লেখার দ্বারা এমত বোধ হয়, ইহারা তাবৎ মহারাষ্ট্র দেশ জয় করিয়া ছিলেন। তৎপরে এই রাজ্য দেবগিরির যদুবংশীয় রাজগণের হস্তগত হয়।

কলিঙ্গ।

চালুক্য বংশীয় আর এক পরিবারস্থ রাজারা কলিঙ্গের রাজা ছিলেন। কলিঙ্গ রাজ্য তৈলঙ্গের পূর্ব্ব এবং দ্রাবিড় ও উৎকল রাজ্যের মধ্যে সমুদ্রের ধারে। চালুক্য রাজারা দশম শত খৃষ্টাব্দ অবধি ত্রয়োদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর অন্ধ্র-বাসী গণপতি রাজারা তাহাদিগকে বলক্ষীণ করেন, অবশেষে কটকের রাজারা ঐ বংশকে একেবারে নিপাত করেন।

অরঙ্গল।

অন্ধ্রের রাজাদিগের রাজপাট অরঙ্গলে ছিল। অরঙ্গল হাইদ্রাবাদের ৪০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। অন্ধ্র বা ত্রিলঙ্গ তৈলঙ্গের মধ্যাংশ, এবং ঐ স্থানের নাম হইতে রাজাদের নাম অন্ধ্র হইয়াছিল। মগধে ঐ নাম ধারী যে রাজারা ছিলেন, বোধ হয় এই রাজারা তাঁহাদের গোষ্ঠী। তদ্দেশীয় লোকদিগের বিবরণ মতে বোধ হয় বিক্রম ও শালিবাহন তাঁহাদের অতি প্রাচীন রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগের পর ৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চোলের রাজারা রাজ্য করেন। তৎপরে ৯ জন যবন রাজা হয়েন, তাঁহারা ৪৫৮ বৎসর রাজ্য করেন, তদনন্তর ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে গণপতি রাজাদিগের রাজ্যারম্ভ হয়। কিন্তু একাদশ শত বৎসরে অর্থাৎ ককাতি রাজার রাজ্যকাল অবধি ইহাদের

উন্নতির অবস্থা গণনাকরা যায়। ত্রয়োদশ শত বৎসর তাঁহাদের এতাদৃশ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হইয়াছিল যে ঐ সময়ে তাঁহারা গোদাবরীর তীর অবধি তাবৎ দক্ষিণ রাজ্য অধিকার করিযাছিলেন। কিন্তু ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক তাঁহাদের পরাক্রম হ্রাস হইলে এই রাজ্য উড়িষ্যার অধীন হইয়াছিল। তৎপরে একেবারে মুসলমানদিগের অধীন হয়।

উৎকল দেশ।

উৎকল দেশ তৈলঙ্গের উত্তর এবং পূর্ব্ব সমুদ্রের ধারে। ইহার উত্তর সীমা সোহন অবধি মেদনিপুর পর্য্যন্ত। এই দেশে উৎকল ভাষা চলিত। ইহার পশ্চিম এবং মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বাংশে যে বিস্তারিত ভূখণ্ড আছে তাহাতে গন্ধ নামে এক জাতীয়েরা বাস করে, তাহাদিগের ভাষা স্বতন্ত্র।

উৎকল ইতিহাস লেখকেরা কহেন কলিযুগ আরম্ভাবধি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাবসান পর্য্যন্ত এই রাজ্যে ১৩ জন হিন্দু রাজা ছিলেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত বোধ হয না, ১৩ জন মনুষ্যে ৩০০০ বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব। রাজা বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র রাজা হইযাছিলেন। তিনি পরলোক গমন করিলে বটকেশরী, ত্রিভুবনদেব, নির্ম্মলদেব, এবং ভীমদেব নামে চারি জন রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে শোভনদেব নামে এক জন রাজা হইলে, যবনেরা ঐ রাজ্য আক্রমণ করে। তাহাতে রাজা শ্রীমজ্জগ-

নাথের শ্রীমূর্ত্তি শোনপুর গোপল্লীর গহন বনে গোপন-ভাবে রাখিয়া আপনি পলায়ন করেন। যবনেরা ১৪৬ বৎসর ঐ দেশ শাসন করেন। এই যবনেরা কে, বা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার নিরূপণ হয় নাই। কিন্তু ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে (কলি ৩৫৭৫) যযাতিকেশরী নামে এক রাজা তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া আপনি রাজা হইয়াছিলেন। এই অবধি উৎকল রাজ্যের বিবরণ প্রকৃত বলিয়া গণ্য করা যায়। এই রাজার রাজ্য কালে শোনপুর গোপল্লীর গহন হইতে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি পুনরানীত হয়, এবং তাঁহার এক নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়।

রাজা যযাতিকেশরী ৫১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে সূর্য্যকেশরী ও অনন্তকেশরী নামে তাঁহার দুই পুত্র ক্রমান্বয়ে ৯৭ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা অনন্তকেশরী ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ মন্দির ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্ব কালে সমাপন হয়। ইহাভিন্ন ঐ রাজা এক বিস্তৃত রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার পর কেশরী-বংশীয় ৩২ জন রাজা ৪৫৫ বৎসর রাজ্য করেন। তদনন্তর ১১৩১ খৃষ্টাব্দে (কলি ৪২৩৩) চোরঙ্গ বা চোরগঙ্গ নামে গঙ্গা বংশীয় এক রাজা উড়িষ্যা রাজ্য জয় করেন। কেহ বলে এই ব্যক্তি কর্ণাট হইতে আসিয়াছিলেন। কেহ স্থির করিয়াছেন তিনি তমোলোক ও মেদনিপুর মধ্যস্থ

গঙ্গাতীর হইতে গিযাছিলেন, এই জন্যই গঙ্গাবংশ নামের উৎপত্তি। যাহাহউক এই বংশীয় রাজারা গঙ্গাবধি গোদাবরী পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই বংশীয় অনঙ্গভীম রাজার রাজত্ব কালে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে পরম হংস বাজপেয়ী নামা এক ব্যক্তি জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই মন্দির এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

অনঙ্গভীমের পুত্র রাজেশ্বরদেব। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিলে পর ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহদেব রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পর নৃসিংহ নাম ধারী আর ৫ জন রাজা, এবং ভানুপাধিক ৬ জন রাজা ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যাতে রাজ্য করেন। ভানুপাধিক শেষ রাজা সন্তান অনত্বে সূর্য্যবংশীয় রাজকুলোদ্ভব কপিল শস্ত্র নামক এক বালককে পালন করেন। তিনি কপিলেন্দ্র দেব উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসন আরূঢ় হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত জয় করেন।

মুকুন্দদেব নামে এই বংশীয শেষ রাজা ছিলেন। তিনি ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হইলে আফগান জাতীয়েরা উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাতে ঐ রাজা আত্ম পরিত্রাণার্থ এক দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পরে বঙ্গ দেশীয় সেনাপতি কালাপাহাড় যাইয়া উড়িষ্যা দেশ জয় এবং জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন।

ইহার বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। মুকুন্দদেবের মৃত্যুর পর উড়িষ্যা দেশ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদসাহের সময়ে মুসলমান রাজ্য ভুক্ত হয়। তদনন্তর মুকুন্দদেবের পুত্র রামচন্দ্র দেব মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন। তিনি পুনর্ব্বার নিম্ব কাষ্ঠে জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রাজার বংশীয়েরা এখন পর্য্যন্ত উড়িষ্যাতে রাজত্ব করিতেছেন।

মহারাষ্ট্র দেশ।

মহারাষ্ট্র দেশ দক্ষিণ রাজ্যের মধ্যে অতি প্রধান, কিন্তু ইহার প্রাচীন বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল *তেগারা নামে এক রাজধানীর কথা ইতিহাসে দেখা যায়।* এই তেগারা দ্বিতীয় শত খৃষ্টাব্দে এক বৃহৎ রাজ্য রূপে খ্যাত ছিল, এবং দ্বাদশ শত বৎসরের যে সকল ক্ষোদিত প্রস্তরাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাকে অতি বিখ্যাত স্থান বলিয়া লেখে। এবং এক্ষণেও ইহার নাম অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই স্থান কোন্ খানে ছিল, তাহার নিরূপণ হয় না, অনুমান হয় গোদাবরী তীর পত্তন নামে রাজধানীর পঞ্চাশ ক্রোশ পূর্ব্বে হইবে।

ইহা ভিন্ন ইতিহাসে আরো দেখাযায় শালিবাহন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি এক কুম্ভকারের পুত্র, পরে কালক্রমে অতি পরাক্রম শালী হয়েন, এবং এই দেশ জয় করিয়া

পত্তনে রাজধানী করেন। এবং আপন নামে অব্দ চালান। এই অব্দ শকাব্দাঃ নামে খ্যাত এবং খৃষ্টাব্দের ৬৯ বৎসর অবধি আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাসে আরো লেখে যে তিনি উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাতে সংশয় আছে, কেননা রাজা বিক্রমাদিত্য ইহার ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যারম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক শালিবাহনের পর মহারাষ্ট্র দেশের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎপরে খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শত বৎসরের আরম্ভে যদুবংশীয় রাজারা এই দেশের রাজ্যেশ্বর হইয়া দেবগিরিতে রাজধানী করেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানেরা এই রাজ্য আক্রমণ করেন তখন ঐ বংশীয় রাজা তথাকার ভূপতি ছিলেন। তিনি তৎকালে (১৩০৬ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীশ্বরের করদ হইয়াছিলেন, পরে ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য একেবারে উচ্ছিন্ন হয়।

ইহার পূর্ব্বে এই মহারাষ্ট্রীয়দিগের নাম তাদৃক ছিল না, কিন্তু পরে তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। তৎকালে তাহারা বর্গী নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, এবং তাহারা তাবৎ পৃথিবী জয় করিবে এমত আড়ম্বর করিয়াছিল। এবং তাহাদের দৌরাত্ম্যে তাবৎ ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়াছিল।

এই মহারাষ্ট্রদিগের বিদ্যা বা সভ্যতার কথা কিছু শুনা যায় না। কিন্তু এই দেশের পর্ব্বত খনিত হইয়া যে

গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা অতি চমৎকার। ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লেখা যাইতেছে। বোম্বাই রাজধানীর পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদ নগরের সন্নিকটে ইলোরা নামে এক স্থান আছে। ইহার অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে এক পর্ব্বত আছে, তাহাকে ইলোরা পর্ব্বত বলা যায়। এই পর্ব্বত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং তন্মধ্যে নানা প্রকার মন্দির ও মূর্ত্তি খনিত হইয়াছে। এক মন্দিরের নাম ইন্দ্রসভা, ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ড ৪০ হস্ত দীর্ঘ এবং ৩২ হস্ত প্রস্থ, এবং প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যে ষোড়শ স্তম্ভ ও দ্বাদশ ছড় আছে। এই সকল স্তম্ভ অতি মনোহর, এবং প্রাচীর সকল বুদ্ধ দেবের ক্ষোদিত মূর্ত্তিতে সুশোভিত। তদ্ভিন্ন এই গৃহে বুদ্ধ দেবের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে, তাহার বাম পার্শ্বে এক স্ত্রীর মূর্ত্তি, তাহা ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী নামে বিখ্যাতা। দ্বিতীয় গৃহে আর এক মূর্ত্তি আছে, তাহা পরশুরামের মূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত। ইহার উভয় পার্শ্বে ব্যাঘ্রোপরি উপবিষ্টা ভবানীর মূর্ত্তি আছে। তৃতীয় গৃহেও তদ্রূপ বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি আছে। এবং তাহার সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় এক পুরুষের মূর্ত্তি ও ব্যাঘ্রারূঢ়া এক স্ত্রীর মূর্ত্তি আছে, এই মূর্ত্তিদ্বয় ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী রূপে খ্যাত, এবং তজ্জন্যই এই গৃহত্রয়ের নাম ইন্দ্রসভা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই গুহা সকল দুই তলা ছিল, কিন্তু অধুনা প্রথম তলস্থ গৃহ মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। গুহার

চতুর্দ্দিকস্থ স্থান অতি পরিসর, এবং ইহার প্রাচীরে নানা-বিধ অবয়ব ক্ষোদিত আছে। শেষোক্ত গৃহের সম্মুখে এক সুচারু জয়স্তম্ভ আছে।

ইহা ভিন্ন ধুবার, লয়নার ও রামেশ্বর নামে আর কয়েক গুহা আছে। এবং লঙ্কা, রাবণকুণ্ড, দশাবতার নামে যে কয়েক গুহা আছে তৎসমুদয়ই অতি সুন্দর ও পর্ব্বতক্ষোদিত, এবং দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু কৈলাস নামে যে আর এক অদ্ভুত দেবালয় আছে, ইলোরা গিরিস্থ যাবতীয় দেবালয় মধ্যে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা এক পর্ব্বত ক্ষোদিত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত। ঐ প্রাঙ্গণ ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ, ইহার সম্মুখে এক নহবৎখানা ও মন্দির আছে। অপর তিন দিক অতি সুরম্য স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত এবং তন্মধ্যে নানা দেবতার মূর্ত্তি। কোন স্থানে রাবণ মহাদেবের পূজা করিতেছেন, কোন স্থানে পার্ব্বতী শিব পূজা করিতেছেন, কোথায় শিব পার্ব্বতী একাসনে উপবিষ্ট, নাগ নন্দী সম্মুখে উপস্থিত, কোন স্থানে ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের মূর্ত্তি, কোথায় বরাহাবতারের প্রতিমূর্ত্তি, কোন স্থানে নৃসিংহ অবতার, কোন স্থানে কৃষ্ণ কালিয় দমন করিতেছেন, এই প্রকার অসংখ্য মূর্ত্তি আছে। নন্দিগৃহের উত্তর পার্শ্বে দুই সোপান আছে, তদ্দ্বারা সিংহদ্বার সম্মুখে উপনীত হওয়া যায়। তৎপশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ, এই প্রাসাদ শত হস্ত উচ্চ এবং অতি অপূর্ব্ব। তাহার

চতুষ্কোণে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু তত্তুল্য, সুচারু অপর চারি মন্দির আছে। এই মন্দির সকল হস্তী ও ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে স্থাপিত।

এতদ্ভিন্ন আর যে সকল গুহা আছে তৎসমুদয় বৌদ্ধ মঠ। তন্মধ্যে প্রথম গুহা তিন তলা। প্রথম তলার নাম পাতাল। দ্বিতীয় তলার নাম মর্ত্ত্যলোক। এবং তৃতীয় তলার নাম স্বর্গ। ইহাও অতি বিস্তৃত ও অতি মনোহব, এবং ইহার মধ্যে বৌদ্ধ দেবের নানা প্রকার মূর্ত্তি আছে। এই সকল দেবালয় পর্ব্বত ক্ষোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার কোন অংশ গ্রথিত নহে। প্রাচীর স্তম্ভ, ছাদ, মেজিয়া, সকলই একখণ্ড প্রস্তর। এই সকল দেবালযে যে সকল শিল্পকর্ম্ম আছে, তাহা অতি চমৎকার, এবং তদ্দ্বারা এই দেশের প্রাচীন লোক দিগের শিল্প নৈপুণ্য বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ হইতেছে। এই সকল গুহা খনন করিতে কিপর্য্যন্ত শ্রম ও ব্যয হইয়াছে তাহা অনুভব করা নিতান্ত অসাধ্য। কোন্ সময়ে এই সকল খনিত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারেনা। ইলোরা নগরের মনুষ্যেরা কহে ইলিয়পুর নগরে ইলু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়া কীটে সমাকীর্ণ হইলে, তিনি শৃঙ্গস্থ শিবালয়-সরোবব নামক পবিত্র তীর্থে অবগাহন করেন। পরে রোগ বিমোচন হইলে তিনি আপন কৃতজ্ঞতা চিরপালনীয় করণার্থে ইলোরা

পর্ব্বত খনন করাইয়া এই সকল অট্টালিকা প্রস্তুত করান, এবং তাহাতে বিবিধ দেবতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই কথার সত্য মিথ্যা কিছু বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এই সকল দেবালয়ে জৈন, বুদ্ধ, ও হিন্দু এই তিন পৃথক ধর্ম্মাবলম্বী দিগের দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে এই সকল দেবালয় এককালে নির্ম্মিত হয় নাই, ক্রমে২ বহু কালে প্রস্তুত হইয়াছে, যখন যে ধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন, তখন তিনি সেই ধর্ম্মের দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে ত্রিবিধ দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। যাহা হউক এই সকল কীর্ত্তি অতি বিস্ময়জনক, এবং যাঁহাদের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহাদের অতুল সম্পত্তি অনুভব করিতে হইলে তাহা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।